উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮৪,৬৭৯.৮৬ (-৫৩৩.৫০)

নিফটি : ২৫,৮৬০.১০ (-১৬৭.২০)

রামের নামে বিল পাশ
১০০ দিনের প্রকল্পে নামবদল। সংসদে পাশ হয়ে গেল বিকশিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ), সংক্ষেপে জি রাম জি বিল। গান্ধির নাম মুছে ফেলায় সরব বিরোধীরা। ৭

মোদির বক্তব্যে নেই 'বাংলাদেশ'
বাংলাদেশের বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের কথা স্মরণ করলেন। তবে গোটা বক্তব্যে ঠাঁই পায়নি 'বাংলাদেশ' শব্দটি। ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	২৭°	২৭°	২৭°	২৭°
সর্বনিম্ন	১২°	১২°	১৩°	১২°

২৫ কোটির রেকর্ড দরে নাইট সংসারে ক্যামেরন গ্রিন ১২

১ পৌষ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 17 December 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 208

কী করে হয় জামিন! প্রশ্ন হাইকোর্টের

খুনের মতো ভয়ংকর অভিযোগ থাকলেও আগাম জামিন পেয়েছিলেন রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন। এবার তা নিয়ে প্রশ্ন তুলল হাইকোর্ট। বিচক্ষণতা ও বিবেচনা প্রয়োগ করেছিলেন বিচারক? প্রশ্ন আদালতের। মামলা অনেকদূর গড়াবে, মন্তব্য বিচারপতির।

রিমি শীল

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : রাজগঞ্জের বিতর্কিত বিডিও'র আগাম জামিনের ভাগ্য হাইকোর্টে ঝুলে রইল।

বারাসতের নিম্ন আদালত থেকে আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর হলেও তার পদ্ধতিগত ত্রুটি নিয়ে রাজ্যের উচ্চ আদালতে প্রশ্ন উঠল। বিডিও'র আগাম জামিন খারিজ চেয়ে রাজ্য কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। সেই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতেই নিম্ন আদালতের বিচারক কেস ডায়েরি না চাওয়ায় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ প্রশ্ন তুলেছেন। শুনানি চলাকালীন তিনি মন্তব্য করেন, 'খুনের মতো গুরুতর অভিযোগে বিচারক কেস ডায়েরি চাইলেন না? যে মামলায় অ্যাডিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটার, স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটার রয়েছেন, হাতের কাছে কেস ডায়েরি রয়েছে অথচ তা দেখতে চাইলেন না?' নিম্ন আদালতের বিচারকের বিচক্ষণতা নিয়েও হাইকোর্টের বিচারপতি উষ্মা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, 'এক্ষেত্রে অতিরিক্ত জেলা জজ মাইন্ড অ্যাপ্লাই করেছিলেন? তিনি তাঁর বিচক্ষণতা ও বিবেচনা প্রয়োগ করেছিলেন?' এই মামলার ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গেও বিচারপতির মন্তব্য, 'সোনা লুট ও ডাকাতি যেভাবে সম্পর্কযুক্ত তাতে ঘটনা বহুদূর যাবে।' তবে কেন বিডিও'র আগাম জামিন খারিজ হওয়া

উচিত নয়, সেই সম্পর্কে বিডিও'র আইনজীবী সৌরভ চট্টোপাধ্যায় হলফনামা দিতে চেয়েছেন।

দত্তাবাদের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যার খুনের ঘটনায় উত্তরবঙ্গের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের নাম জড়ায়। ইতিমধ্যেই পাঁচজন হেপাজতে রয়েছেন। কিন্তু প্রশান্ত তদন্তকারীদের হাতের নাগালে আসেননি। আগে থেকেই তিনি নিম্ন আদালতে আগাম জামিন নিয়ে রেখেছেন। তবে এই ঘটনায় তাঁর জড়িত থাকার একাধিক তথ্যপ্রমাণ রয়েছে বলেই তদন্তে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন। এই ঘটনায় বিধাননগর গোয়েন্দা দপ্তরের হাতে তদন্তভার রয়েছে। বিডিও কীভাবে এই খুনের ঘটনায় সম্পর্কযুক্ত, তার বিস্তারিত তথ্যপ্রমাণ তদন্তকারীদের কাছে রয়েছে বলে বিশেষ সরকারি আইনজীবী দেবাশিস রায় আদালতে জানান। সোনার গয়না নিয়েই ঘটনার সূত্রপাত বলে তিনি জানিয়েছেন।

বিডিও এই ঘটনায় কীভাবে জড়িত তার একাধিক তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ীর নম্বর জোগাড় করা, তাঁকে দিয়ে দোকান খোলানো সহ সমস্ত ঘটনা সিসিটিভির ফুটেজ থেকে পুলিশ জানতে পেরেছে। ঘটনার দিন কীভাবে স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে নিউটাউন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল, কীভাবে দেহ ফেলা হল সমস্তটাই সিসিটিভির ফুটেজে ধরা পড়েছে। বিডিও'র গাড়িচালক রাজু ঢালির ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

ফাঁকাই পড়ে ফুড পার্ক

আবেদন করেও জমি মিলছে না

হরষিত সিংহ

মালদা, ১৬ ডিসেম্বর : আবেদন করেও জমি পাচ্ছেন না ব্যবসায়ীরা। এদিকে দিনের পর দিন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে মালদা ফুড পার্কের কয়েক একর জমি। সেখানে জমেছে আগাছা, ভূতুড়ে অবস্থায় রয়েছে নির্মিত শেডগুলি। ফুড প্রসেসিং ইউনিট থেকে শিল্প গড়ে তোলার জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষায় রয়েছেন একাধিক উদ্যোগপতি। একাধিকবার আবেদন করেও সরকারিভাবে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। এর ফলে সরকারের মনোভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন মালদার ব্যবসায়ীদের একাংশ। এমনকি মালদা ফুড পার্কে জমি বিলি সম্পন্ন হলে প্রায় ১০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজ পেতে পারেন প্রায় ৫০০ জনের বেশি মানুষ। জেলার অর্থনীতি অনেকটাই সমৃদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু জমি বিতরণেই গড়িমসির অভিযোগ উঠছে। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির জেলা সম্পাদক উজ্জ্বল সাহা বলেন, 'জেলায় জেলায় শিল্পের বিকাশ ঘটাতে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন উদ্যোগ নিচ্ছেন। এদিকে জেলা স্তরে

হতাশ ব্যবসায়ীরা

- দিনের পর দিন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে মালদা ফুড পার্কের কয়েক একর জমি
- মালদা ফুড পার্কে জমি বিলি সম্পন্ন হলে প্রায় ১০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে
- কাজ পেতে পারেন প্রায় ৫০০ জনের বেশি মানুষ
- ২০০৫ সালে ফার্মের একাংশে গড়ে ওঠে ফুড পার্ক

ব্যবসায়ীরা জমি পাচ্ছেন না। দীর্ঘদিন ধরে এই মালদা ফুড পার্কে অনেকেই জমি চেয়ে আবেদন করেছেন। কিন্তু কেন যে জমি মিলছে না কেউ জানে না। আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে বিষয়টি প্রশাসনকে জানাব।'

রাজ্য সরকার একদিকে জেলায় জেলায় ব্যবসায়ীদের নিয়ে সম্মেলন করছে। অপরদিকে জেলায় পড়ে রয়েছে ফুড পার্কের জমি। এই নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে। যদিও মালদা ফুড পার্কের জমি দ্রুত বণ্টন করা হবে এমনটাই দাবি করেছেন দায়িত্বে থাকা কর্তারা। মালদা ফুড পার্কের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক চিন্ময় ঘোষ বলেন, 'শীঘ্রই জমি বণ্টনের কাজ হবে। প্রায় ১৫ থেকে ১৬ জন আবেদন করেছেন। বিষয়টি প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে।'

২০০৫ সালে ফার্মের একাংশে গড়ে ওঠে ফুড পার্ক। মোট ৩৮.১২ একর জমির ওপর রাজ্য সরকারের তরফে ওই ফুড পার্ক তৈরি করা হয়। বাইপাস রাস্তা তৈরির জন্য ফুড পার্কের ১.১৭ জমি অধিগ্রহণ করা হয়। বাকি জায়গায় ৩৫টি প্লট এবং চারটি শেড তৈরি হয়। এর মধ্যে ২৫টি প্লট এবং দুটি শেডে ইতিমধ্যে ফুড প্রসেসিং ইউনিট ও কারখানা তৈরি হয়েছে। এখনও ১০টি প্লট এবং দুটি শেড ফাঁকা রয়েছে। এই ফাঁকা জায়গাগুলি নেওয়ার জন্য মালদা জেলার একাধিক বেকারি ও অন্যান্য ফুড প্রসেসিং ব্যবসায়ীরা আবেদন জানিয়েছেন।

এরপর দশের পাতায়

ভোটার রইলাম তো? উৎসুক জনতার চোখ এসআইআর-এর খসড়া তালিকায়। বালুরঘাটে মঙ্গলবার।

> এই কাজে কোনওরকম গাফিলতি, সেটা ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত, কমিশন কাউকে রেয়াত করবে না।
>
> -মনোজকুমার আগরওয়াল, মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ

খসড়ায় নাম থাকলেই নিশ্চিন্ত নয়, সন্দেহে দেড় কোটি

নিউজ ব্যুরো

১৬ ডিসেম্বর : খসড়া তালিকায় নাম দেখেই ভাববেন না, আপনি ভারতের ভোটার। নির্বাচন কমিশন আপনাকে ডেকে তত্ত্বতালাশ করতে পারে। আপনার দেওয়া তথ্যে সন্তুষ্ট না হলে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় আপনার নাম নাও থাকতে পারে। যে যে কারণে কমিশন আপনাকে ডেকে শুনানি করতে পারে, তার মধ্যে আছে 'নো ম্যাপিং।' ২০০২ ভোটার তালিকার সঙ্গে আপনার বা আপনার বাবা-মায়ের যোগসূত্র না থাকলে আপনি কমিশনের সন্দেহের চোখে থাকবেন।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) প্রথম পর্যায় শেষেও তাই সকলের উদ্বেগ কমল না। মঙ্গলবার খসড়া তালিকা প্রকাশের পর কোথাও বিএলও-দের কাছে, কেউ আবার অনলাইনে নিজের নাম খুঁজতে ব্যস্ত থেকেছেন দিনভর। নাম আছে দেখে কিন্তু সবাই নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরতে পারলেন না। এর মধ্যে আবার কোথাও বৈধ ভোটারের নাম বাদ, কোথাও সন্দেহভাজনের নাম তালিকায় থেকে গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

চাপের মুখে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল অবশ্য মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জানান, এই ধরনের অভিযোগ প্রমাণ হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অর্থাৎ খাঁড়া নামবে সেই বিএলও-দের ঘাড়ে। মনোজের কথায়, 'এই কাজে কোনওরকম গাফিলতি, সেটা ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত, কমিশন কাউকে রেয়াত করবে না।'

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, যাঁরাই এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করে জমা দিয়েছেন, তাঁরাই খসড়া তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। প্রকৃত ঝাড়াই-বাছাই শুরু হবে এখন। অনেক ভোটারকে ডেকে পাঠিয়ে শুনানি করবে কমিশন। খসড়া তালিকায় স্থান পেয়েছেন ৭ কোটি ৮ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৩১ জন।

এরপর দশের পাতায়

কোথায় কত ভোটার বাদ

জেলা	ভোটার বাদ
মালদা	২,০১,৮৭৩
দক্ষিণ দিনাজপুর	৮০,৯৮৪
উত্তর দিনাজপুর	১,৭০,৫২১
দার্জিলিং	১,২২,২১৪
কালিম্পং	১৭,৩৩১
জলপাইগুড়ি	১,৩৩,১০৭
আলিপুরদুয়ার	৯৫,২৮৬
কোচবিহার	১,১৩,৩৭০

নাটকীয় ইস্তফা অরূপের

ড্যামেজ কন্ট্রোলে মমতা, শোকজ ডিজি-কে

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : বিড়ম্বনা কতটা হলে রাজ্য পুলিশের খোদ ডিজিকে শোকজ করতে হয়, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। পুলিশমন্ত্রীর দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীর হাতে থাকলেও তাই এত কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হল। সরকারের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত জানানোর পরপরই সামনে এল ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে সোমবার লেখা অরূপ বিশ্বাসের চিঠি। তড়িঘড়ি অরূপের ইচ্ছা মঞ্জুর করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিবৃতি দিলেন, 'নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত সঠিক বলে মনে করি। ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রীর আবেগ ও উদ্দেশ্যকে আমি সাধুবাদ জানাই।'

যদিও মন্ত্রিত্বে থেকে গেলেন অরূপ। কেননা, তিনি বিদ্যুৎ দপ্তরের দায়িত্বেও আছেন। যুবভারতীর ঘটনায় জনরোষ অরূপের বিরুদ্ধে বলেই ড্যামেজ কন্ট্রোলে এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। মেসির কর্মসূচিকে ঘিরে চরম বিশৃঙ্খলায় বিভিন্ন মহলের নিশানায় ছিল ক্রীড়া দপ্তর ও পুলিশ। মঙ্গলবার রাজ্য সরকার দুই দপ্তরের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করল। মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ ডিজি রাজীব কুমারকে শোকজ ও ক্রীড়ামন্ত্রীর ইস্তফা গ্রহণ করে বিরোধীদের সমালোচনায় জল ঢালার মরিয়া চেষ্টা হয়েছে।

তৃণমূল ও নবান্নের অন্দরের খবর, অরূপ ও ডিজি- উভয়ের ক্ষেত্রে কার্যত মুশকিল আসান হয়ে দাঁড়ালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অরূপকে ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল বটে, কিন্তু আক্ষরিক অর্থে অপসারণ করা হল না। অপসারণ করলে বিধানসভা ভোটের আগে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে ভেবেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর 'অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ'-কে নিজে থেকে সরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

এরপর দশের পাতায়

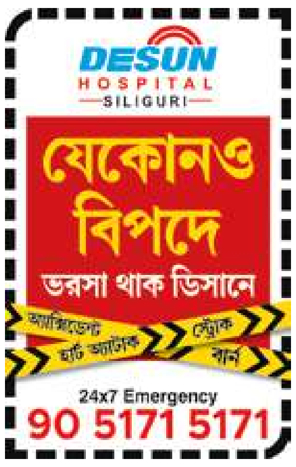

কন্যাসন্তান হওয়ায় ঘাড়ধাক্কা স্ত্রীকে

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ ১৬ ডিসেম্বর : কন্যাসন্তান হওয়ায় স্ত্রীকে বেধড়ক মারধর দিয়ে বাড়িছাড়া করায় স্বামী সহ তিনজনের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন স্ত্রী।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জ শহরের কান্তনগর বাসিন্দা শম্ভু সূত্রধরের সঙ্গে রায়গঞ্জ থানার বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা বিউটি দাসের বিয়ে হয়। বিয়ের সময় ৪০ হাজার টাকা, দুই ভরি সোনা ও রুপোর গয়না সহ আসবাবপত্র দেওয়া হয়। বিয়ের পর থেকে কিছুদিন ঠিকঠাকই চললেও ছয় বছর আগে প্রথম কন্যাসন্তান হওয়ার পর থেকেই ওই বধূর ওপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার শুরু হয়। দিন-দিন সেই অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে থাকে। এমনকি প্রথম কন্যাসন্তানকে শ্বশুরবাড়িতে কেউ পছন্দ করতেন না। অভিযোগ, বছর দুয়েক বয়স হতে না হতেই তার গায়েও হাত তোলেন শম্ভু। বাধ্য হয়ে প্রথম সন্তানকে বাপের বাড়িতে নিজের বাবা-মায়ের কাছে রেখে আসেন বিউটি।

এরপরেও অত্যাচার সহ্য করে শ্বশুরবাড়িতে বিউটি সংসার করছিলেন। সম্প্রতি দ্বিতীয় কন্যাসন্তান হওয়ার পর থেকে অত্যাচার চরম মাত্রায় পৌঁছে যায়। অভিযোগ, গতকাল সোমবার স্ত্রীকে বেধড়ক মেরে বাড়ি থেকে বের করে দেন স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন।

এরপর দশের পাতায়

শ্রম আইন শিকেয় তুলে শিশু-হাতে মাখনা

স্কুলে না গিয়ে কেউ আসে বাবা-মায়ের সঙ্গে। কেউ আবার কার্যত 'ক্রীতদাস'। এরাই মাখনার কারিগর। শ্রম আইনের নামে অভিযান হলে এরা আর আসবে না বিহার থেকে। অনিশ্চয়তার মেঘ মাখনাশিল্পে। আজ প্রথম পর্ব

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৬ ডিসেম্বর : তখন ভোরের আলো ঠিকঠাক ফোটেনি। ঘড়িতে প্রায় চারটে বাজছে। পাশের গাছগুলোতে পাখিরা আস্তে আস্তে জেগে উঠছে। কিন্তু পাখিরা জেগে ওঠার আগেই উঠে পড়তে হবে লক্ষ্মণ, রমেশ, পাপ্পু, গোপাল সাহানিদের। কারণ পেটের তাগিদ। কয়েকশো কিলোমিটার সুদূর বিহারের দ্বারভাঙ্গা থেকে প্রতিবছর মাখনার মরশুমে বাড়ি ছেড়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর চলে আসতে হয় ওদের।

এখনও কৈশোরের গণ্ডি টপকায়নি কেউ। কিন্তু এই বয়সেই পড়াশোনা ছেড়ে প্রতিবছর বাংলায় পাড়ি জমাতে হয় তাদের। তারা না থাকলে হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে সোনার ফসল মাখনা সুদূর বিদেশ কেন, ভিনরাজ্যেও পাড়ি দেবে না। দেশের শিশুশ্রম প্রতিরোধ আইন কী? তাদের সুরক্ষার জন্য কি কোনও আইন রয়েছে? এসব সম্বন্ধে কোনও ধারণা নেই পাপ্পু, গোপালের। পেটের তাগিদ তাই ভোররাতে উঠে পড়ে গনগনে উনুনের সামনে বসে মাখনা ফাটাতে হবে। না হলে কপালে জুটবে তিরস্কার, কখনও শারীরিক শাস্তিও।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

এ যেন প্রদীপের নীচে অন্ধকার। যেখানে হরিশ্চন্দ্রপুরের অর্থনৈতিক চিত্র বদলে দেওয়া মাখনা দেশ-বিদেশে সুনাম অর্জন করছে সেখানে এই মাখনা প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে শিশুশ্রমিকদের খাটানোর অভিযোগ উঠছে বারবার। বিহারের দ্বারভাঙ্গা সহ একাধিক এলাকা থেকে পরিযায়ী শ্রমিক বাবা-মায়ের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার মাখনা প্রক্রিয়াকরণে এসে নাবালক-নাবালিকাদের যুক্ত হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠছে হামেশাই। তাদের কেউ আসছে পরিবারের সঙ্গে। আবার নাবালক শ্রমিকদের এনে 'ক্রীতদাস'-এর মতো কাজ করানোর ঘটনাও সামনে আসছে। কাজে সামান্য গাফিলতি হলেই শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগও একাধিকবার সামনে এসেছে।

একাধিকবার প্রশাসনিক অভিযানে উদ্ধার করা হয়েছে শিশুশ্রমিকদের। আবার প্রশাসন এভাবে অভিযান চালালে এই শিল্পে কাজ করতে আসতে চাইছেন না বিহারের শ্রমিকরা। ফলে এই শিল্পে অশনিসংকেত। বিহারের দ্বারভাঙ্গা থেকে মাখনা খই তৈরি করার কাজে পটু শ্রমিকরা হরিশ্চন্দ্রপুরে পা না দিলে অচিরেই ভেঙে পড়বে এই শিল্পাঞ্চল। ফলে চিন্তায় এলাকার মাখনা ব্যবসায়ীরা।

হরিশ্চন্দ্রপুরের মাখনা ফড়িতে কাজ করছে শিশুশ্রমিকরা।

কয়েক মাস আগে হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ শিশু সুরক্ষা দপ্তরকে নিয়ে যৌথ অভিযান চালিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার একটি গ্রাম থেকে দুজন শিশুশ্রমিককে উদ্ধার করেছিল। অভিযোগ, তাদের জোর করে কাজ করানো হচ্ছিল। যদিও তাদের পরে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ভিনরাজ্যে কাজ করতে এসে গত অক্টোবর মাসে এক শিশুশ্রমিকের মৃত্যুও হয়েছিল।

এরপর দশের পাতায়

সময় পেলে রোগীর পাশে এসপি

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : কথায় বলে একই অঙ্গে কত রূপ। এই কথাটা যেন আক্ষরিক অর্থেই খেটে যায় রায়গঞ্জের বর্তমান পুলিশ সুপার ডাঃ সোনাওয়ানে কুলদীপ সুরেশের ক্ষেত্রে। আর মিলবে না-ই কেন, একজন মানুষ প্রথমে পড়াশোনা করেছেন চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে। কিন্তু চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবন শুরুর পরই সিদ্ধান্ত নেন আরও প্রত্যক্ষভাবে মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবেন। যেই ভাবা সেই কাজ, প্রস্তুতি শুরু করেন সিভিল সার্ভিসের। তারপর সেখানেও উত্তীর্ণ হয়ে বর্তমানে রায়গঞ্জের এসপি হিসেবে কর্মরত। তিনি ২০০৮ সালে মহারাষ্ট্র মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস পড়ার জন্য ভর্তি হন। তারপর ইন্টার্নশিপ সম্পূর্ণ করে ২০১৪ সালে মহারাষ্ট্র শহর থেকে দূরে প্রত্যন্ত এক এলাকার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সাধারণ মেডিকেল অফিসার পদে যোগ দেন। সেখানে ৮-১০ মাস চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত থাকার পর আইপিএস হওয়ার লক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু করেন। সেখানেও কোনওরকম কোচিং ছাড়াই বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে বই সংগ্রহ করে এবং সেইসঙ্গে নিজের প্রবল অধ্যবসায়ের জোরে প্রথমবার ২০১৫ সালে ইউপিএসসি-তে বসেন। এরপর দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় ২০১৬ সালে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আইপিএস ক্যাডার হিসেবে যোগ দেন।

রায়গঞ্জের পুলিশ সুপার ডাঃ সোনাওয়ানে কুলদীপ সুরেশ।

এরপর দু'বছর প্রভিশনাল আইপিএস হিসেবে প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ করে ২০১৯ সালে প্রথম মালদা জেলায় পুলিশ বিভাগে পুলিশ অফিসার পদে যোগ দেন। এরপর কলকাতা বিধাননগর, ঝাড়গ্রাম, আসানসোল, ব্যারাকপুর, পশ্চিম মেদিনীপুরে বিভিন্ন পদ সামলান। সবশেষে মালদা থেকে বদলি হয়ে রায়গঞ্জে পুলিশ সুপারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। কুলদীপের জন্ম ১৯৮৯ সালে মহারাষ্ট্রের জলগাঁয়। বাবা সুরেশ সোনাওয়ানে ছিলেন স্কুল শিক্ষক। কুলদীপের আরেক ভাই রেলওয়ে দপ্তরের আধিকারিক। পুলিশ সুপারের কথায়, 'ছোটবেলায় এলাকার একজন চিকিৎসকের স্বাস্থ্য পরিষেবার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে দেখে ভবিষ্যতে চিকিৎসক হওয়ার ইচ্ছে হয়। তবে সমাজের আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে ভালো রাখতে এবং মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য আইপিএস হওয়ার লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করি। সাধারণ মানুষ যাতে ভালো থাকেন এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় থাকে, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছি।'

ওঁর সহধর্মিণীও একজন চিকিৎসক। তাই চিকিৎসক হিসেবে নিজে যুক্ত না থাকলেও প্রতিটি বিষয় নিয়ে নিয়মিত চর্চা করেন। তিনি জানিয়েছেন, সময় পেলে অবশ্যই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাবেন, রোগীদের সমস্যার কথা শুনবেন। পাশাপাশি চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দেবেন। তিনি বলেন, 'এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সংক্রান্ত বইপত্র পড়তে ভীষণ ভালো লাগে। তাই এগুলো নিয়ে নিয়মিত পড়াশোনা করি। তবে ক্রিমিন্যাল কার্যকলাপ রোখার পাশাপাশি রায়গঞ্জের যানজট সমস্যা সমাধান করা বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে। সেইসব সমস্যা নিরসন করাই এখন মূল লক্ষ্য।'

ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিজনেস গার্ড পলিসি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকে গার্ড প্যাকেজ ইনসুরেন্স পলিসির উদ্বোধন করা হয়। এবার থেকে শুধুমাত্র ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলে বিমার সামান্য টাকা জমা রাখলেই ১ হাজার টাকা থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত বিমার আওতায় আসতে পারবেন ছোট থেকে মাঝারি ধরনের দোকানিরা। অগ্নিকাণ্ড, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, চুরি, ডাকাতি, নগদ খোয়া যাওয়া থেকে শুরু করে দোকানের মধ্যে ঘটে যাওয়া যে কোনও দুর্ঘটনায় দোকানির মৃত্যু হলে এই সুবিধা পাওয়া যাবে।

বিগত বছরগুলোয় আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে বহু ছোট ও মাঝারি দোকানদার অগ্নিকাণ্ড ও দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এতদিন তাঁদের মধ্যে অনেকের জমির কাগজ না থাকায় বিমার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। তবে প্রকল্পটি চালু হওয়ার পর তাঁরা ব্যবসার ক্ষেত্রে একপ্রকার সুরক্ষা কবচ পাবেন বলে মনে করছেন সকলে। কোঅপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এই পলিসিটা চালু হওয়ার ফলে ছোট ও মাঝারি দোকানদারদের অনেক সুবিধা হবে।'

এই সুবিধা পাওয়ার জন্য প্রথমে ব্যবসায়ীকে জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকে ৫ হাজার টাকা দিয়ে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। তারপর প্রতি বছর বিমা নবীকরণ হবে। টাকা জমা রাখার একাধিক মাত্রা রয়েছে। প্রতি বছর বিমার জন্য সেই অ্যাকাউন্টে ৯৫ পয়সা রাখলে ১ হাজার টাকা, ৯ টাকা ৫০ পয়সা রাখলে বছরে ১০ হাজার টাকা, ৯ হাজার ৫০০ টাকা রাখলে ১ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে সমীক্ষা করে কোঅপারেটিভ ব্যাংক জানতে পেরেছে এখানে ৩৮ লক্ষের মতো ছোট ও মাঝারি দোকানদার রয়েছেন। ইতিমধ্যে ব্যাংক এলাকার দোকানিদের উৎসাহিত করতে স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতি, পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলিকে এই বিমার বার্তা দেওয়ার কাজ শুরু করেছে।

ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/৭১ অফ ২০২৫ তারিখঃ ১২-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ১। কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলের রাধিকাপুরে পরম্পরাগত প্যানেল ইন্টারলকিং সিস্টেমের স্থানে ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ১,৪০,২৮,৭৮৮.৮৯/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,২০,২০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৯-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৯-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডেস্ট্রিজ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি

সেবক রোডে মল-এর জন্য নাইট গার্ড লাগবে, ও ফুলবাড়িতে ধূপকাঠি ফ্যাক্টরিতে হেল্পার লাগবে। M : 9679071524. (C/119695)

e-TENDER

Executive Engineer, WBSRDA, Uttar Dinajpur Division on behalf of WBSRDA invites percentage rate electronic bids for 2 Nos Works State Fund vide eNIT No. WBSRDA/SF/18 OF 2025-26 (1st Call).
Details can be viewed in **http://www.wbtenders.gov.in** on & from 17.12.2025 at 10:00 hours. Last date for e-submission stands 12.01.2026 upto 17.00 Hrs for the aforesaid NIT.

Sd/-
Executive Engineer & HPIU
WBSRDA, Uttar Dinajpur Division

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে দক্ষিণ রামপুর মৌজা, জে এল নং- ৫১, থানা- আলিপুরদুয়ার, জেলা- আলিপুরদুয়ার-এ দাগ নং- ২৬৮১ তে মোট ডেসিমেল আদিবাসী জমি বিক্রয় হবে যার বাজারমূল্য ত্রিশ লাখ টাকা। যদি কোনও আদিবাসী ক্রেতা এই জমি কিনতে ইচ্ছুক থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন অন্যথায় ধরে নেওয়া হবে যে কোনও আদিবাসী ব্যক্তি উপরোক্ত জমি ক্রয় করিতে আগ্রহী নন-

প্রকল্প আধিকারিক তথা অনগ্রসর কল্যাণ আধিকারিক,
অনগ্রসর কল্যাণ বিভাগ, আলিপুরদুয়ার,
ডুয়ার্সকন্যা, ১২১ নং ঘর,
আলিপুরদুয়ার জেলা শাসকের কার্যালয়,
পোস্ট+থানা+জেলা- আলিপুরদুয়ার
দূরভাষ- ০৩৫৬৪-২৫৫৩০৮

একত্রিত কোচ বগি এবং চাকা সেট পরিবহন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : জিইএম/২০২৫/বি/৬৯৯৬৭৮২; তারিখ : ১২-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম : দুই (২) বছরের জন্য সড়কপথে কাটিহার/ডিআইডি -এর নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ (এনবিকিউএস) থেকে নির্দিষ্ট কোচিং ডিপোতে এবং সেখান থেকে সড়কপথে আবার নিউ বঙাইগাঁওয়ে ফেরত আনার জন্য একত্রিত কোচ বগি এবং চাকা সেট পরিবহন। টেন্ডারের মূল্য : ৩,৭১,২৭,০৩৫.৪০/- টাকা; বায়না মূল্য : ৩,৩৫,৬৫০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০২-০১-২০২৬ তারিখে ১৮:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার সময় ১৮:৩০ টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে http://www.gem.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

সিনিয়র ডিএমই, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রথম দিয়ে মানুষের সেবায়

LOOKING FOR LEGAL CLAIMANT
Details of child :-

Name	Age	Sex	Details (Height Weight and complexion)	Photo
UNKNOWN MALE CHILD	07 Days (approx.)	Male	Height: 39 CMS Weight: 1.840 Kg Complexion- Pink	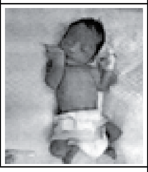

At present the child is under the Care and Protection of Child Welfare Committee, Siliguri Sub-Division at North Bengal Medical College & Hospital, Siliguri.
Any Legal claimant of the child may contact within **60 days** in the following address during working days with valid documents.

District Child Protection Unit, Darjeeling
Office of the District Magistrate, Kutchery Compound, Darjeeling

Child Welfare Committee
Siliguri Sub-Division
Matigara Children Home for Girls
Nimtala, Matigara, Siliguri

বুনোর করিডরে সুইমিং পুল

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : লাটাগুড়ির জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় বন্যপ্রাণীদের চলাচলের করিডর আটকে সীমানা প্রাচীর তৈরির অভিযোগ উঠছে। এমনকি তৈরি করা হচ্ছে বিশালাকার সুইমিং পুলও। অভিযোগ উঠছে, এভাবে নির্মাণের ফলে হাতির স্বাভাবিক যাতায়াতের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, রেললাইন ঘেঁষে প্রাচীর তুলে দেওয়ায় সেই পথে এগোতে না পেরে সেখানে এসে হাতির দল ইতস্তত ঘোরাফেরা করবে। আর সেসময়েই ট্রেনের সঙ্গে হাতির সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

লাটাগুড়ি-মালবাজারগামী ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে, লাটাগুড়ি বাজার পেরিয়ে এসজেডিএ-র ইকো পার্ক সংলগ্ন এলাকায় একটি রিসর্ট রয়েছে। ওই রিসর্টের ঠিক পিছন দিয়েই নিউ মাল-চ্যাংরাবান্ধাগামী রেলপথ চলে গিয়েছে। এই রেললাইন পার হলেই রয়েছে লাটাগুড়ির ঘন জঙ্গল। দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকা হাতির চলাচলের গুরুত্বপূর্ণ করিডর। পরিবেশপ্রেমীদের অভিযোগ, যেভাবে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে, তাতে হাতিদের পক্ষে ওই পথে চলাচল কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ছে। পরিবেশপ্রেমীদের আশঙ্কা, করিডর বন্ধ হয়ে গেলে হাতির দল বিকল্প রাস্তা খুঁজতে বাধ্য হবে। আর সেসময়েই তারা রেললাইনের কাছাকাছি চলে এলে ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষের ঝুঁকি বেড়ে যাবে।

এই নির্মাণকাজ কীভাবে অনুমতি পেল, তা নিয়েই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে। অভিযোগকারীদের দাবি, লাটাগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা ইকো সেনসিটিভ জোনের অন্তর্ভুক্ত। এই ধরনের এলাকায় কোনও সুইমিং পুল বা স্থায়ী নির্মাণ করতে হলে জেলার ইকো সেনসিটিভ জোন কমিটির অনুমতি বাধ্যতামূলক। অথচ সংশ্লিষ্ট কমিটির দাবি, এই নির্মাণের ক্ষেত্রে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। উত্তরবঙ্গ পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের যৌথ কমিটির আহ্বায়ক অনির্বাণ মজুমদার বলেন, 'বন্যপ্রাণীদের যাতায়াতের করিডরে কীসের ভিত্তিতে সীমানা প্রাচীর ও সুইমিং পুল তৈরি করা হচ্ছে, তা আমাদের বোধগম্য নয়।' তিনি বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে বন দপ্তর, রেল ও জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।' অবিলম্বে নির্মাণকাজ বন্ধ না

কৃষ্ণা রায় বর্মন অবশ্য বলছেন, 'লাটাগুড়ি এলাকায় অধিকাংশ রিসর্ট আগের পঞ্চায়েত বোর্ডের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন সময়ে রিসর্টগুলিকে ঘিরে অভিযোগ আসে। সেই কারণে বর্তমানে সমস্ত রিসর্টের কাছ থেকে তাদের অনুমতির কাগজপত্র চাওয়া হয়েছে।' সংশ্লিষ্ট রিসর্টটিও তার ব্যতিক্রম নয় বলে তিনি জানান। বন বিভাগের জলপাইগুড়ির ডিএফও বিকাশ ভি বলেন, 'গোটা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মার কথায়, 'বিষয়টি নিয়ে বন দপ্তর ও জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

শতাব্দীপ্রাচীন বি ক্লাস স্টিম লোকো ৭৯৯।

দিল্লি থেকে পাহাড়ে ফিরল শতাব্দীপ্রাচীন ইঞ্জিন

ট্র্যাকে দৌড় করানোর ভাবনা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : দীর্ঘ তিন দশক দিল্লিতে কাটানোর পর 'ঘুম ভাঙিয়ে' পাহাড়ে আনা হল শতাব্দীপ্রাচীন বি ক্লাস স্টিম লোকো ৭৯৯। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে হবে 'পোশাক বদলের' কাজ। বদলাতে হবে জলধারণের ট্যাংক। আর বিভিন্ন ন্যারোগেজ রেলওয়েতে ওই বটম ট্যাংকের খোঁজ করছে ডিএইচআর। বছর খানেকের মধ্যে ৩০ বছরের বসে যাওয়া ইঞ্জিনকে ট্র্যাকে দৌড় করানোর বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন ইঞ্জিনিয়াররা। এরপর বি ৭৯৯-কে দার্জিলিং থেকে ঘুম পর্যন্ত জয়রাইড হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ডিএইচআর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'কাজ চলছে। ইঞ্জিনটি দীর্ঘদিন বসে ছিল। একটু সময় লাগবে।'

একের পর এক 'বর্ষীয়ান' শতাব্দীপ্রাচীন বসে যাওয়া স্টিম ইঞ্জিনকে নতুন করে প্রাণ দেওয়ার কাজ শুরু করেছে ডিএইচআর। সেইমতো কয়েকমাস আগেই বেবি সিভককে প্রাণ দিয়ে ন্যারোগেজের ট্র্যাকে দৌড় করিয়েছে ডিএইচআর। এরপর দিল্লি থেকে ইঞ্জিনটি নিয়ে আসার জন্য রেল বোর্ডের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়। অনুমতি পাওয়ার পর ইঞ্জিনটিকে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসা হয়। লরির মাধ্যমে ইঞ্জিনটি পাহাড়ে তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে পাঠানো হয়েছে। ওয়ার্কশপ সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন বাইরে পড়ে থাকার কারণে ইঞ্জিনটির অবস্থা খুবই খারাপ। জং ধরা শরীরের ওপরে রঙের প্রলেপ পড়েছে। বয়লার বদলাতে হবে। পাশাপাশি চাকাগুলিও বদলাতে হবে বলে জানা গিয়েছে।

ওই ইঞ্জিনে যে জলধারণের ট্যাংক রয়েছে, সেগুলি বটম ট্যাংক। ওই ট্যাংক এখন পাওয়া কার্যত দুষ্কর। তাই যে সমস্ত এলাকায় ন্যারোগেজে ট্রেন চলাচল করে, সেই এলাকায় বটম ট্যাংকের খোঁজ চলছে। কোনও পুরোনো ইঞ্জিন থাকলে, তার বটম ট্যাংক পাওয়া যায় কি না, তা দেখছে ডিএইচআর। জানা গিয়েছে, ইঞ্জিনে এমন কিছু যন্ত্রাংশ খারাপ হয়েছে, যেগুলি এখন আর ওয়ার্কশপে তৈরি হয় না। সেগুলিও বাইরে থেকে আনাতে হবে। পাশাপাশি, একশো বছরেরও বেশি পুরোনো সময়ের ইঞ্জিন হওয়ায় অনেক সময় মেরামতের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সমস্যা দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে বিদেশি ইঞ্জিনিয়ারদেরও সহযোগিতা নেওয়া হতে পারে।

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N- 65 of 2025-26 (Sl. No. 1)

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N- 65 of 2025-26 (Sl. No. 1) Closing date extended upto 12/01/2026 at 14.00 Hours. Details of NIT may be seen in the Website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বার্ষিক মেরামতের ঠিকা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এসএণ্ডটি/এপিডিজে/৪৬ তারিখঃ ১২-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. এপি-এসটি-৪৬-২০২৫-২৬। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে দুই বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে (২৪ মাস) বিভিন্ন ত্রুটিপূর্ণ টেলিকম গিয়ার/ওএফসির বার্ষিক মেরামতের ঠিকা (এআরসি)। টেন্ডার রাশিঃ ৪৪,৩৪,৪৯৩.৩২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৮৮,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৯-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৯-০১-২০২৬ তারিখে ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএণ্ডটি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বেঙ্গল স্টেট হকিতে পলাশবাড়ির দল

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : চলতি বছরে এপ্রিল মাসে মালদায় বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নেতাজি সুভাষ স্টেট গেমসের হকিতে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পলাশবাড়ির অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের দল। রানার্স হয়েছিল মেয়েদের দল।

চলতি মাসে বুধবার থেকে মালদাতে শুরু হচ্ছে ২০২৫-এর বেঙ্গল স্টেট হকি চ্যাম্পিয়নশিপ। মঙ্গলবার সেই খেলার জন্য মালদার উদ্দেশে পাড়ি দিল দুই সাব-জুনিয়ার ও এক সিনিয়ার টিম মিলিয়ে ৫৪ জন খেলোয়াড়। বুধবার জুনিয়ার বিভাগের দুই টিমের আরও ৩৬ জন খেলোয়াড় মালদার উদ্দেশে রওনা দেবে।

আলিপুরদুয়ার জেলা হকি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জীবন সরকারের কথায়, 'এপ্রিল মাসে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের স্টেট গেমসে সাফল্যের পর কয়েক মাস ধরে ছেলেমেয়েরা নিয়মিত অনুশীলন করেছে। এবারও একাধিক টিম সাফল্য পাবে বলে আশাবাদী আমরা।'

আগেও জাতীয় স্তরের হকি খেলাতেও অংশগ্রহণ করেছিল পলাশবাড়ির পড়ুয়ারা। তবে সেক্ষেত্রে এখনও সাফল্য মেলেনি। এদিকে পড়ুয়াদের এমন চর্চা দেখে আলিপুরদুয়ারের আগের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী তাদের হকির স্টিক, পোশাক দিয়েছিলেন।

পলাশবাড়িতে উঠতি খেলোয়াড়দের নিখরচায় প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন কোচ সরোজকুমার বসু। সরোজের কথায়, 'আগের এসপি আমাদের খেলোয়াড়দের নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। এতে পড়ুয়ারা আরও বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছে। এবারও মালদায় আমাদের খেলোয়াড়রা ভালোভাবে খেলবে বলে আমরা আশাবাদী।'

সাব-জুনিয়ার দলের সাথি সরকার ও সিনিয়ার দলের রাধিকা বর্মনরা বললেন, কয়েক বছর ধরে অনুশীলন করছি। একাধিক প্রতিযোগিয় খেলেছি। আশা করছি এবার সাফল্য পাব।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩২১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩২৭৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৬২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৯৩১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৯৩২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

ভিলেন বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ অন্নদাতা, দুপুর ১২.৩০ মহাগুরু, বিকেল ৪.০০ ভিলেন, সন্ধে ৭.০০ সেজবউ, রাত ১০.১৫ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই
জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৩০ জীবনযুদ্ধ, ১০.৩০ স্বার্থপর, রাত ১০.০০ তোমায় পাব বলে
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বাইশে শ্রাবণ
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নায়ক দ্য রিয়েল হিরো
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মন্দিরা
জি বলিউড : বেলা ১১.০৪ মহারাজা, দুপুর ২.০৩ আরজু, বিকেল ৪.৩০ কর্মা, সন্ধে ৭.৫৯ তুফান, রাত ১১.২৬ গঙ্গাজল
সোনি ম্যাক্স ওয়ান : সকাল ১০.১৮ আদিপুরুষ, দুপুর ১.৫২ টুয়েলভথ ফেল, সন্ধে ৭.৫৫ গডসে, রাত ১০.৪৭ নমস্তে লন্ডন
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৮.৫০ দামিনী, দুপুর ১২.২০ দিল পরদেশি হো গয়া, বিকেল ৩.৫০ রঘুবীর, সন্ধে ৬.৫০ গুলাম ই মোস্তাফা, রাত ১০.০০ হাউসফুল-টু
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.১০ কার্তিকেয়-টু, দুপুর ১.৪৮ শাদি মে জরুর আনা, বিকেল ৪.১৭ স্পাইডার
স্টার মুভিজ : বিকেল ৪.০০ অ্যান্ট ম্যান, ৫.৪৫ অবতার : দ্য ওয়ে অফ ওয়াটার, রাত ৯.০০ জাঙ্গল ক্রুজ, ১১.০০ এক্স মেন : ডেজ অফ ফিউচার পাস্ট

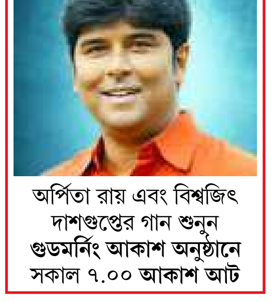
অর্পিতা রায় এবং বিশ্বজিৎ দাশগুপ্তের গান শুনুন **গুডমর্নিং আকাশ অনুষ্ঠানে** সকাল ৭.০০ আকাশ আট

দ্য গ্রিন প্ল্যানেট বিকেল ৫.০২ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

টুয়েলভথ ফেল দুপুর ১.৫২ সোনি ম্যাক্স ওয়ান

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পারিবারিক জীবনে সুখশান্তি বজায় থাকবে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্পগুজব এড়িয়ে চলুন। প্রিয়জনের কাছ থেকে উপহার প্রাপ্তি। বৃষ : স্টক বা মিউচুয়াল ফান্ডে দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয়ে সুফল পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির সম্ভাবনা। মিথুন : আপনার উদারতার সুযোগ নিয়ে কেউ ক্ষতি করতে পারে। কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে ব্যবসায় সাফল্য পাবেন। কর্কট : সাংসারিক কোনও সমস্যা নিয়ে গুরুজনদের পরামর্শ নিতে পারেন। দাঁত বা পেটের সমস্যায় চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। সিংহ : অতিরিক্ত পরিশ্রমে শারীরিক সমস্যা হতে পারে। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। কন্যা : পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। কর্মপ্রার্থীরা আজ খুব ভালো খবর পেতে পারেন। তুলা : পরিবারে আপনার কথার বিরোধিতা হতে পারে। বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া কোনও নথি ফিরে পেতে পারেন। বৃশ্চিক : সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। উচ্চরক্তচাপের রোগীরা একটু সাবধানে থাকুন। পেটের সংক্রমণে ভোগান্তির আশঙ্কা। ধনু : পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। বিদ্যার্থীরা ভালো সুযোগ পেতে চলেছেন। ভ্রমণের জন্য দিনটি শুভ। মকর : কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি। অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তির যোগ। কুম্ভ : সংগীত, নাটকের সঙ্গে যুক্তদের জন্য দিনটি খুব ভালো। বাবা-মায়ের শরীর নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। প্রেমে শুভ। মীন : কর্মক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত প্রশংসিত হবে। সন্তানের কৃতিত্বে গর্বিত হবেন। মানসিক চাপ কমাতে ধ্যান করুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ২৬ অগ্রহায়ণ, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১ পুহ, সংবৎ ১৩ পৌষ বদি, ২৫ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৬, অঃ ৪।৫১। বুধবার, এয়োদশী রাত্রি ২।৩৩। বিশাখানক্ষত্র রাত্রি ৬।৬। সুকর্ম্মাযোগ দিবা ৩।৪৯। গরকরণ দিবা ১।২৯ গতে বণিজকরণ রাত্রি ২।৩৩ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ১১।২৮ গতে বৃশ্চিকযোগ বিপ্রবর্ণ রাত্রি ৬।৬ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৬।৬ গতে দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ২।৩৩ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৮।৫৫ গতে ১০।১৪ মধ্যে ও ১১।৩৪ গতে ১২।৫৩ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৫৫ গতে ৪।৩৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ৬।৬ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ(ব্যবহারিক অগস্ত্যদোষ), রাত্রি ১০।৫৭ গতে পূর্ব্বেও নিষেধ, রাত্রি ২।৩৩ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। শুভকর্ম- নববস্ত্রপরিধান বিক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ হলপ্রবাহ বীজবপণ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যবৃদ্ধিদান। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৬ গতে ৭।৪৮ মধ্যে ও ১।৩০ গতে ৩।৩৮ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৮ গতে ৮।৩১ মধ্যে ও ১০।৩৯ গতে ১২।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৭ গতে ৬।৫০ মধ্যে ও ৮।৩৭ গতে ৩।৪৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নাগর নদীর তীরে সর্ষে চাষ। -সংবাদচিত্র

চরে চাষাবাদে দূষণ নদীতে

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : কিছু অংশে ভুট্টা চাষ হচ্ছে, আবার কিছু অংশে চলছে আলু চাষ। কিছুটা দূরে আবার টমেটোও রয়েছে। দেখে মনে হবে যেন কৃষিজমি। কিন্তু কৃষিজমি নয়, এই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে নদীর দু'ধারের চরে। অভিযোগ, এভাবে চাষাবাদের ফলে নদীর জল দূষিত হচ্ছে। চাষের জন্য যে সকল রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হয় সেগুলি সরাসরি নদীর জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। ফলে নদীর জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রভাব পড়ছে। যদিও জেলার উপ কৃষি অধিকর্তা প্রিয়নাথ দাস বলেন, 'কোনও অভিযোগ পেলে সমস্যা খতিয়ে দেখা হবে।'

উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ ও করণদিঘির সীমানা সংলগ্ন নাগর নদীর দু'ধারের চরে এভাবেই চাষাবাদ চলছে। নাগর সেতু থেকে নদীর দু'ধারের বিস্তীর্ণ এলাকার চরে চাষাবাদের দৃশ্য চোখে পড়ে। তবে এই দৃশ্য শুধু নাগর নদীর চরে নয়, রায়গঞ্জের কুলিক, চাকুলিয়ার সুদানি, ইটাহারের সুই, মহানন্দা, কালিয়াগঞ্জের টাঙন সহ একাধিক নদীতে দেখা যায়। বছরভর একদল মানুষ এভাবেই নদীর চরে চাষাবাদ করে চলেছেন।

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের অধ্যাপক তাপস পাল বলেন, 'নাগর নদীর দু'ধারের চরের জমিতে হাজার হাজার বিঘা জমিতে ভুট্টা, আলু ও টমেটো চাষ চলছে। এর আগে জেলার অন্য কোনও নদীর চর এভাবে দখল করে চাষাবাদ করার দৃশ্য চোখে পড়েনি।' পরিবেশপ্রেমী ও পশুপ্রেমীদের অভিযোগ, নদীর ধারের চরের জমিতে বিভিন্ন রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করা হচ্ছে। নদী থেকে মেশিনের সাহায্যে জল তুলে সেই জল দিয়ে চাষাবাদ চলছে। রাসায়নিক সারের বিভিন্ন ক্ষতিকারক উপাদান ও কীটনাশক নদীতে মিশে দূষণ হচ্ছে। জেলার অন্য নদীগুলির তুলনায় নাগর নদীর চরে জমিতে বেশি মাত্রায় চাষাবাদ চলছে, তাই ওই নদীর জল বেশি দূষিত হচ্ছে।

প্রাণীবিদ্যার গবেষক মিঠু মল্লিকের কথায়, 'রাসায়নিক সার ও কীটনাশক পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক। এগুলির জন্য নদীর জল যেমন দূষিত হচ্ছে তেমনি নদীর মাছ, শ্যাওলা, জলজ পোকা সহ নদীর জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে। নদীর বাস্তুতন্ত্র ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।'

উত্তর দিনাজপুর নাগরিক কমিটির সম্পাদক তপন চৌধুরী বলেন, 'প্রশাসনের নজরদারির অভাবে স্থানীয় কয়েকজন এভাবে নাগর নদীর দু'ধারের চর দখল করে চাষাবাদ করছেন।' তিনি আরও জানান, রাসায়নিকের ক্ষতিকারক প্রভাবের জেরে দীর্ঘদিন ধরে নাগর নদীতে মাছ ও কাঁকড়া মিলছে না। একই কথা জানান রায়গঞ্জের কলেজপাড়া বাজারের মাছ ব্যবসায়ী দিনু হালদার এবং অমর দাস। দিনু জানান, জেলাজুড়ে বাজারগুলিতে এখন আর আগের মতো নদীর মাছ মেলে না।

জাল নোট সহ গ্রেপ্তার ২

মালদা, ১৬ ডিসেম্বর : সাড়ে ১২ লক্ষ টাকার জাল নোট সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার বিকেলে গোলাপগঞ্জ এলাকায় হানা দেয় পুলিশ। তথ্য অনুযায়ী দুই তরুণের হেপাজত থেকে উদ্ধার হয় ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার জাল নোট। ধৃতদের নাম রিন্টু শেখ (২৪) ও সেরাজুল শেখ (৩৪)। তাঁরা কালিয়াচকের খড়িবোনা এলাকার বাসিন্দা।

সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'গত ১০ দিনে আমরা ২৬ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার করেছি। গ্রেপ্তার হয়েছে মোট চারজন। জাল নোট কারবারের সঙ্গে বাংলাদেশ যোগ রয়েছে কি না দেখা হচ্ছে।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দ্বারস্থ কার্তিক

রায়গঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : ইসলামপুর মহকুমায় একলব্য মডেল স্কুল স্থাপনের অনুমোদন পাওয়ার জন্য রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল মঙ্গলবার দিল্লিতে ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রকের মন্ত্রী জুয়েল ওরাওঁয়ের সঙ্গে দেখা করেন। এদিন তিনি মন্ত্রীর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন। কার্তিক জানান, তিনি আশা করছেন যে, কেন্দ্র সরকার ইসলামপুর এলাকায় আদিবাসীদের জন্য একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল স্থাপনে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করবে। এক বছর আগে আদিবাসীদের শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটাতে জুয়েলকে একাধিক দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি দিয়েছিলেন কার্তিক। কিন্তু এতদিনেও কেন্দ্র সরকারের আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রক কোনও উদ্যোগ নেয়নি।

আলোচনা সভা

ডালখোলা, ১৬ ডিসেম্বর : লিঙ্গভিত্তিক বিভ্রান্তি ও অনলাইন হিংসায় মানবাধিকার পুনর্বিবেচনা নিয়ে মঙ্গলবার আলোচনা সভা হল শ্রী অগ্রসেন মহাবিদ্যালয়ে। ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অফ ইউএন অ্যাসোসিয়েশন ও ডালখোলা কলেজের সমাজবিজ্ঞানের বিভাগের উদ্যোগে দু'দিন ধরে এই আলোচনা সভা হবে।

ময়নাতদন্তেও 'রেফার' ব্যাধি

বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৬ ডিসেম্বর : বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে নেই কোনও লিগ্যাল মেডিকো বা ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ। ফলে অস্বাভাবিক মৃত্যু বা খুনের মতো অভিযোগ থাকলেও ময়নাতদন্ত করতে চাইছে না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরনের মৃতদেহ অন্যত্র পাঠিয়ে দিচ্ছেন ডাক্তাররা। অভিযোগ এমনই। সোমবার অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মৃত এক বধূর পরিবার কুশমণ্ডি থেকে তাঁর দেহ নিয়ে আসে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে। তবে অভিযোগ, দায়িত্বে থাকা শল্য চিকিৎসক দেবাশিস বিশ্বাস ওই দেহের ময়নাতদন্ত করতে রাজি হননি। বহুবার কাকুতিমিনতি করে এমনকি, বিক্ষোভ-ধর্নার পথে হেঁটেও রাজি করানো যায়নি চিকিৎসককে। এই নিয়ে মর্গের সামনে তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয়। অবশেষে বাধ্য হয়ে মৃতার পরিবার দেহ নিয়ে যায় মালদায়। ফলে যথেষ্ট ঝক্কি পোহাতে হয় তাঁদের। হাসপাতালের তরফে দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতিমাসে অন্তত চার থেকে পাঁচটি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা কলেজে রেফার করা হচ্ছে।

হাসপাতালের ভেতরকার খবর, দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর ফরেন্সিক বিভাগের চিকিৎসক ছিলেন না। তবু এমন সমস্যার মুখে পড়তে হয়নি। গত জুন মাসে এক ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ কাজে যোগ দেন। মাত্র তিন মাস কাজ করেই তিনি ইস্তফা দিয়ে হাসপাতাল ছেড়ে চলে যান। এরপর থেকেই যত ঝামেলার সূত্রপাত হয় বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, ওই চিকিৎসক যে তিন মাস পদে ছিলেন সেই সময়কার বেশকিছু পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট তিনি জমা করেননি। ফলে সেই সব মৃতের আত্মীয়পরিজনেরা এখনও রিপোর্টের আশায় হাসপাতাল চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এদিকে, ওই চিকিৎসক কাজ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর বিভাগ সচল রাখতে বিকল্প বন্দোবস্ত করা হয়। শল্য চিকিৎসা সহ অন্যান্য বিভাগের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে কোনওমতে ময়নাতদন্তের কাজ চালানো হচ্ছিল। তবে জটিল ঘটনার ক্ষেত্রে মৃতদেহ কাটাছেঁড়া করার দায়িত্ব নিতে চাইছে না হাসপাতাল। ফলে খুন বা অস্বাভাবিক মৃত্যুর মতো ঘটনায় দেহ এলে তড়িঘড়ি রেফার করে দায় ঝেড়ে ফেলছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এতে প্রয়াত পরিজনের দেহ নিয়ে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় ছোটাছুটি করতে বাধ্য হচ্ছেন শোকার্ত সাধারণ মানুষ।

সোমবার বালুরঘাট হাসপাতাল থেকে মালদা মেডিকেলে যাঁর দেহ রেফার করা হয় সেই মৃত বধূর আত্মীয় আবদুল লতিফ বলেন, 'আমরা গরিব মানুষ। দেহ বালুরঘাটে নিয়ে আসতেই খরচা হয়েছে। আবার এখান থেকে মালদায় রেফার করা হচ্ছে। এটা আর্থিক ও মানসিক হয়রানি। আমরা চিকিৎসককে অনেক অনুরোধ করলাম। কিন্তু ওঁরা কোনও কথা শুনছেন না। মৃতদেহ রেফার করে দেওয়া হল।'

বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ বলেন, 'আমাদের হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য ফরেন্সিক বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নেই। বাধ্য হয়ে অন্যত্র ময়নাতদন্ত করতে পাঠানো হচ্ছে।'

এদিন সিএমওএইচ সুদীপ দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি। তবে তিনি আগে জানিয়েছিলেন, জেলা হাসপাতালে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চেয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছেন।

সমস্যা কোথায়

- জেলা হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে নেই লিগ্যাল মেডিকো বা ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ
- অস্বাভাবিক মৃত্যু বা খুনের ক্ষেত্রে ময়নাতদন্ত করতে চাইছে না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ
- মাসে চার থেকে পাঁচটি দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা কলেজে রেফার করা হচ্ছে
- জুনে এক ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ কাজে যোগ দিলেও তিন মাসের মাথায় কাজ ছাড়েন
- এরপর থেকেই যত ঝামেলার সূত্রপাত হয় বলে অভিযোগ

উপপ্রধানকে প্রাণে মারার চেষ্টা

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : বিয়েবাড়ি থেকে বাড়ি ফেরার পথে সোমবার তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের ওপর প্রাণঘাতী হামলার অভিযোগ উঠল। অভিযোগের তির এক বিজেপি কর্মীর দিকে। কালিয়াগঞ্জের মালগাঁও অঞ্চলের নকুহার এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় মালগাঁও অঞ্চলের উপপ্রধান তাপস দেবশর্মাকে কুনোর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযুক্ত স্থানীয় বিজেপি কর্মী নাজিমুল হকের বিরুদ্ধে কালিয়াগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন উপপ্রধানের ভাই উদয় দেবশর্মা। এনিয়ে কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার গভীর রাতে নাজিমুলকে পলিহার (হাঁসপুকুর) এলাকার একটি বাড়ি থেকে আটক করা হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।'

এদিকে উদয়ের অভিযোগ, 'এদিন দাদা সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ বিয়েবাড়ি থেকে ফিরছিলেন। এলাকায় বিজেপি কর্মী হিসাবে পরিচিত নাজিমুল হঠাৎই দাদার পথ আটকে দাঁড়িয়ে পড়ে। পঞ্চায়েতে কোনও কাজ হচ্ছে না বলে দাদাকে হুমকি দিতে থাকে। দাদা কাজ নিয়ে পালটা প্রশ্ন করতেই রাস্তায় পড়ে থাকা ইট, পাথর ছুড়ে তাঁকে আক্রমণ করে। ইটের আঘাতে দাদার ডান হাত ভেঙে যায়। তিনি মাটিতে পড়ে গেলে নাজিমুল তাঁর গলা টিপে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল।'

তাপসের চিৎকার শুনে আশপাশের মানুষ ঘটনাস্থলে ছুটে আসতেই নাজিমুল পালিয়ে যান। স্থানীয়রা জখম অবস্থায় তাঁকে কুনোর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করান। মঙ্গলবার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ছুটি নিয়ে রায়গঞ্জে চিকিৎসা করাতে গিয়ে ফোনে তাপস বলেন, 'প্রায় দশ বছর ধরে নাজিমুল বিজেপি করে। আমার গ্রাম সংসদ দক্ষিণ পলিহার (হাঁসপুকুর) এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটে আমি জোড়া ফুলের হয়ে ভোটে দাঁড়ানোর সময় থেকেই ও আমার বিরোধিতা করেছে। এমনকি সে ড্রাগের নেশাও করে।'

তবে এব্যাপারে পদ্মের কালিয়াগঞ্জ বিধানসভার কোর কমিটির অন্যতম সদস্য গৌতম বিশ্বাসের সাফাই, 'এই নামে কোনও ব্যক্তি আমাদের দলের কার্যকর্তা হিসাবে দায়িত্বে নেই। বিজেপি সমর্থক যে কেউ হতে পারে। আসলে এটি তৃণমূলেরই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঘটনা। বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইচ্ছাকৃতভাবে বিজেপিকে বদনাম করার চেষ্টা করছে তৃণমূল।'

সম্পাদক বদল

রায়গঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির (এবিটিএ) উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির সম্পাদক পদে ১৩ বছর পর নতুন মুখ এল। সোমবার রাতে রায়গঞ্জে এবিটিএ-র জেলা কার্যালয়ে ৩০ জনের জেলা কমিটির সদস্যর মধ্যে থেকে ৯ জন পদাধিকারীর নাম করে নেতৃত্ব। সভাপতি পদে হেমতাবাদের দেহুচি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অরূপ সরকার এবং সম্পাদক পদে ডালখোলার শ্রী জৈন বিদ্যালয়ের ভাস্করকুমার দাস মনোনীত হয়েছেন। নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি বলেন, 'শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সমস্যা, শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন এবং সংগঠনকে মজবুত করার লক্ষ্যে কাজ করব আমরা।'

পুড়ে মৃত্যু

মালদা, ১৬ ডিসেম্বর : তাপ পোহাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল কালিয়াচকে। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। মৃতা দেবী মণ্ডল (৪১) কালিয়াচকের পাকাকোট এলাকার বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে দাবি, ৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বাড়ির সামনে পাটকাঠি জ্বালিয়ে আগুন পোহাচ্ছিলেন দেবী। হঠাৎ তাঁর পোশাকে আগুন ধরে যায়। পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও পরে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করেন। সোমবার মধ্যরাতে মৃত্যু হয় দেবীর।

বিডিও-কে অভিযোগ গ্রামবাসীর

মিড-ডে মিলের বরাদ্দ আত্মসাৎ

শেখ পান্না

রতুয়া, ১৬ ডিসেম্বর : মাদ্রাসায় পড়ুয়ার উপস্থিতি বেশি দেখিয়ে মিড-ডে মিলের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠল প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এনিয়ে সোমবার গ্রামবাসীরা ওই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মোহম্মদ সাদের বিরুদ্ধে রতুয়া-১'এর বিডিও সুব্রত বাউলের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন। রতুয়া-১ ব্লকের বটতলা আদর্শ হাই মাদ্রাসার ঘটনা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ পেয়ে তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বিডিও।

রতুয়া-১ বিডিওর দপ্তরে অভিযোগ জানাতে গ্রামবাসী। মঙ্গলবার।

ওই ব্লকের ভাদো গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই মাদ্রাসায় পড়ুয়া সংখ্যা ২৪১৩। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রধান শিক্ষক মিড-ডে মিল রেজিস্টারে বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী উপস্থিত দেখিয়ে সরকারি টাকা আত্মসাৎ করছেন। পাশাপাশি ভর্তি প্রক্রিয়ায় পড়ুয়াদের থেকে বাড়তি টাকা নিচ্ছেন। এমনকি স্কুলে অনেক শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলেও তাঁদের কাগজকলমে উপস্থিতি দেখিয়ে দিচ্ছেন। এর ফলে ওই মাদ্রাসায় পঠনপাঠন থেকে শুরু করে সমগ্র পরিকাঠামো একেবারে ভেঙে পড়েছে।

অভিযোগকারী এক গ্রামবাসী ইনজামুল হকের অভিযোগ, আমরা মিড-ডে মিলের রেজিস্টার শিট জোগাড় করে দেখেছি ইদানীং বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী অনেকটাই কম আসছে। কিন্তু ওই প্রধান শিক্ষক উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে তিনগুণ বেশি উপস্থিতি দেখিয়ে মিড-ডে মিলের টাকা আত্মসাৎ করছেন। ভর্তি প্রক্রিয়াতেও বাড়তি টাকা নিচ্ছেন। এভাবে সরকারি টাকা লুটপাট হওয়ায় প্রশাসনিক পদক্ষেপের দাবি জানিয়ে বিডিওকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে আমরা আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।'

> এবিষয়ে আমি একটি অভিযোগ পেয়ে মিড-ডে মিলের দায়িত্বে থাকা আধিকারিককে বিষয়টি তদন্ত করতে বলেছি। সত্যিই যদি কোনও অনিয়ম ধরা পড়ে তাহলে ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর বাড়তি ভর্তি ফি এবং শিক্ষক উপস্থিতির বিষয়টি এসআই দেখবেন।
>
> **সুব্রত বাউল** *বিডিও*

এবিষয়ে ওই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মোহম্মদ সাদকে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

বিডিও সুব্রত বাউলের বক্তব্য, 'এবিষয়ে আমি একটি অভিযোগ পেয়ে মিড-ডে মিলের দায়িত্বে থাকা আধিকারিককে বিষয়টি তদন্ত করতে বলেছি। সত্যিই যদি কোনও অনিয়ম ধরা পড়ে তাহলে ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর বাড়তি ভর্তি ফি এবং শিক্ষক উপস্থিতির বিষয়টি এসআই দেখবেন।'

টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ

রাস্তা পাকা করার দাবিতে বিক্ষোভ পরানপুরবাসীর

শেখ পান্না

রতুয়া, ১৬ ডিসেম্বর : গ্রামের একাধিক রাস্তা কাঁচা। অনেকবার স্থানীয় প্রশাসনকে সেই রাস্তা পাকা করার দাবি জানিয়েছিলেন এলাকাবাসী। প্রত্যেকবারই শুধু মিলেছে প্রতিশ্রুতি। কাজের কাজ কোনওবারই হয়নি। মঙ্গলবার তাই আন্দোলনে নামলেন গ্রামবাসী। এদিন ১৩১-এ জাতীয় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন মালদার পরানপুরের বাসিন্দারা।

বিক্ষোভকারীদের মধ্যে একজন মহম্মদ নাসিরুদ্দিনের কথায়, 'গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিভিন্ন দলের নেতা-নেত্রীরা এলাকায় এসে কথা দিয়েছিলেন রাস্তাটা পাকা করে দেওয়া হবে। তারপর এতগুলো বছর কেটে গেল। এখনও মনে হয় কাজটা করার সময় হয়ে ওঠেনি।' একটু থেমে বললেন, 'এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে প্রধান, সকলেই বলছেন খুব তাড়াতাড়ি গ্রামে কাঁচা রাস্তা পাকা রাস্তা করে দেওয়া হবে। কিন্তু কবে, সেটা কেউ জানে না। তাই এদিন আমরা বাধ্য হয়ে চারটা গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে রাস্তায় নেমেছি।'

টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ। মালদার পরানপুর-রতুয়া ১৩১ এ জাতীয় সড়কে।

> এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে প্রধান, সকলেই বলছেন খুব তাড়াতাড়ি গ্রামে কাঁচা রাস্তা পাকা করে দেওয়া হবে। কিন্তু কবে, সেটা কেউ জানে না। তাই এদিন আমরা বাধ্য হয়ে চারটা গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে রাস্তায় নেমেছি।
>
> **মহম্মদ নাসিরুদ্দিন** বিক্ষোভকারী

ক্ষোভের কারণ

- পরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক রাস্তা কাঁচা
- বর্ষাকালে জলকাদা পেরিয়ে যাতায়াত করতে হয় পঞ্চায়েতের চারটি গ্রামের বাসিন্দাদের
- একাধিকবার স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েও লাভ হয়নি
- প্রত্যেক ভোটের আগে মিলেছে প্রতিশ্রুতিও, কিন্তু কাজের কাজ হয়নি

রতুয়া-২ ব্লকের পরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর চাঁদপুর, উপরটোলা, নামটোলা, চাঁদপুরের রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। জলকাদা ভেঙে মানুষকে যাতায়াত করতে হয়। মাঝেমধ্যে ঘটে দুর্ঘটনাও। সেই কাঁচা রাস্তা পাকা করার দাবিতে মঙ্গলবার আন্দোলনে নামলেন গ্রামবাসী।

এদিন সকাল এগারোটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত ওই চার এলাকার বাসিন্দারা জমায়েত করেন পরানপুর-রতুয়া জাতীয় সড়কে। সেখানে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চলার পর ঘটনাস্থল পৌঁছান স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য এবং পুখুরিয়া থানার পুলিশ। প্রথমে বিডিও এবং জেলা শাসক না এলে অবরোধ তোলা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন বিক্ষোভকারীরা। পরে অবশ্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। রতুয়া-২'র বিডিও শেখর শেরপাকে পরে ফোনে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'ওই রাস্তাটা সংস্কারের বিষয়ে জেলা শাসককে জানিয়েছি। একটু সময় লাগবে, তবে কাজ অবশ্যই হবে।'

এতবছর ধরে তো শুধু আশ্বাসই পেয়েছেন ওই চার গ্রামের বাসিন্দারা। এবার কাজ সত্যিকারের কবে হবে, সেই অপেক্ষাতেই রয়েছেন তাঁরা।

বৈঠক

কালিয়াগঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : সংসদে 'সবকা বিকাশ, সবকা সুরক্ষা' নামক সংশোধনী আইন পেশের মধ্য দিয়ে বিদেশি পুঁজিকে নিয়ে আসার বিরুদ্ধে সরব হল বিভাগীয় বিমা কর্মচারী সমিতির কালিয়াগঞ্জ শাখা। মঙ্গলবার দুপুরে জীবনবিমা নিগম অফিসে একটি প্রেসমিট করেন সমিতির সহ সভাপতি শান্তনু বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন কালিয়াগঞ্জ শাখার সভাপতি কুমার অরিন্দম দাস, সম্পাদক সুমন ঘোষ প্রমুখ।

গঙ্গারামপুরে তিনটি মৃত্যু

গঙ্গারামপুর, ১৬ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার বিয়ের আসবাবপত্র পৌঁছে দিয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না এক পিকআপ ভ্যানচালকের। গাড়িতেই তাঁর মৃত্যু হল। মৃত ওই চালকের নাম তাপস কর্মকার। তিনি গঙ্গারামপুর থানার ভোদংপাড়ার বাসিন্দা। এদিন দুপুরে গঙ্গারামপুর ব্লকের জাহাঙ্গিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কসবা কালীবাড়ির এক ব্যক্তির বাড়িতে বিয়ের আসবাবপত্র নামিয়ে দেন তাপস। এরপর গাড়িতে বসেই বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। দীর্ঘক্ষণ গাড়িটি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ হয়। বিকেল নাগাদ গাড়ির কাছে গিয়ে চালককে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাপসকে উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে, গঙ্গারামপুর থানার কুচুকুড়ি এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক অজ্ঞাতপরিচয় তরুণীর। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জিআরপি ও গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।

অপর এক ঘটনায় মঙ্গলবার বিকেল উদয়গ্রাম পঞ্চায়েতের মাহেন্দ্রার জলাশয়ে একটি দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। ওই ব্যক্তির নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। খবর পেয়ে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

মিড-ডে মিলে সৌরচালিত মেশিন ভরসা

পতিরামে পিএইচই-র জল সরবরাহ বন্ধ

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ১৬ ডিসেম্বর : প্রায় এক মাসেরও বেশি সময় ধরে পতিরামের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্ধ রয়েছে পিএইচই-র জল সরবরাহ। আর এতেই চরম ভোগান্তির মুখে পড়ছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা। কারণ বাড়ির দৈনন্দিন কাজ থেকে শুরু করে দোকান বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান চালানোর ক্ষেত্রে সকলে ওই পিএইচই-র জলের ওপরে নির্ভর করে থাকেন।

ওই জল সরবরাহ বন্ধ থাকায় সবচেয়ে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে পতিরাম হাইস্কুলে। যেখানে শতাধিক পড়ুয়ার মিড-ডে মিল রান্নার জন্য জলের জোগান নিয়ে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে।

এব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বর্তমানে সৌরচালিত পরিস্রুত পানীয় জলের মেশিনই মিড-ডে মিল রান্না করার জন্য প্রয়োজনীয় জলের একমাত্র ভরসা। কিন্তু এত সংখ্যক পড়ুয়ার রান্না ও দৈনন্দিন প্রয়োজনে ওই জল পর্যাপ্ত নয়।

> এক মাসেরও বেশি সময় ধরে জল বন্ধ। স্কুলের এত পড়ুয়ার মিড-ডে মিল রান্নার জন্য জলের জোগান নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। এর আগেও গত অগাস্ট মাসে একইরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।
>
> **অনিরুদ্ধ অধিকারী** *প্রধান শিক্ষক*

প্রধান শিক্ষক অনিরুদ্ধ অধিকারী বলেন, 'এক মাসেরও বেশি সময় ধরে জল বন্ধ। স্কুলের এত পড়ুয়ার মিড-ডে মিল রান্নার জন্য জলের জোগান নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। এর আগেও গত অগাস্ট মাসে একইরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।'

এদিকে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ বাড়ছে পতিরামে। কারণ 'জল জীবন মিশন' প্রকল্পের আওতায় জুলাই মাসের মধ্যেই বাড়ি বাড়ি জল পরিষেবা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বছর প্রায় শেষ হতে চললেও ওই প্রকল্প এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

পতিরামের এক মোমো ব্যবসায়ী শিবায়ণ সরকার বলেন, 'আমাদের দোকান চালানোর ক্ষেত্রে ট্যাপের জলের ওপর নির্ভর করতে হয়। প্রায় মাসখানেক জল সরবরাহ বন্ধ থাকায় দোকান চালাতে খুব সমস্যা হচ্ছে।'

একদিকে পিএইচই-র জল বন্ধ, অন্যদিকে সরকারি প্রকল্পে এখনও বাড়ি বাড়ি জল না পৌঁছানোয় জোড়া সমস্যায় জর্জরিত পতিরামের মানুষজন।

বালুরঘাট ব্লকের পিএইচই-র আধিকারিক শুভঙ্কর মিস্ত্রি ও পতিরামের পিএইচই-র আধিকারিক সুজয়কুমার প্রসাদ জানালেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখে খুব শীঘ্রই সমস্যার সমাধান করে জল পরিষেবা স্বাভাবিক করা হবে।

চিকিৎসা ভ্যানের উদ্বোধন

তপন ও হরিরামপুর, ১৬ ডিসেম্বর : তপন গ্রামীণ হাসপাতালে মঙ্গলবার একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা ভ্যান পরিষেবার সূচনা হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, দক্ষিণ দিনাজপুরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ দাস, তপনের বিডিও রাজীবকুমার তরফদার প্রমুখ। এদিন হরিরামপুর ব্লকের জন্যও চণ্ডীপুর ফুটবল মাঠ থেকে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা ভ্যানের উদ্বোধন করেন বিপ্লব।

এই ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মোট ৩৫ রকমের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা সম্ভব। এর মধ্যে রয়েছে ইউএসজি, প্রসূতি মহিলা ও তাঁর শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা, এলএফটি সহ বিভিন্ন রক্তের পরীক্ষা। পাশাপাশি চোখের পরীক্ষা, ইএনটি সংক্রান্ত পরীক্ষাও এই বিশেষভাবে সাজানো অ্যাম্বুল্যান্সেই করা যাবে। শুধু পরীক্ষা নয়, প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরামর্শ সহ আরও নানান স্বাস্থ্য পরিষেবাও মিলবে এই ভ্যানে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

শৈশব।। সদর জলপাইগুড়ির সর্দারপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন পূর্ণেন্দু রায়।

উধাও বধূ

গাজোল, ১৬ ডিসেম্বর : তিন কন্যাসন্তানকে বাড়িতে রেখে নিখোঁজ বধূ। ঘটনা গাজোলের বাবুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাস্তর এলাকার। নিখোঁজ বধূর নাম পার্বতী কর্মকার (২৫)। খবর জানাজানি হওয়ার পর থেকে পরিবারের তরফে বিভিন্ন জায়গায় সন্ধান চালানো হয়। যদিও নিখোঁজ বধূর কোনও খোঁজ মেলেনি। তাঁর স্বামী মঙ্গলবার গাজোল থানায় মিসিং ডায়েরি করেন।

পার্বতীর স্বামী চন্দন রায় বলেন, '১০ ডিসেম্বর সকাল সাতটা নাগাদ আমার স্ত্রী বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। তারপর থেকে আর বাড়ি ফেরেনি। খোঁজাখুঁজি করেও সন্ধান পাওয়া যায়নি। তিন নাবালিকা সন্তান রয়েছে। তারা মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। এখন তিন সন্তানকে নিয়ে কীভাবে সংসার সামলাব তা ভেবে আমি দিশেহারা।' অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গাজোল থানার পুলিশ।

খসড়া তালিকা দেখতে বুথে ভিড়

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : সকলেই যেন অপেক্ষায় ছিলেন মঙ্গলবার সকালের। তাই নির্বাচন কমিশন খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করতেই ভিড় বাড়ল বুথগুলিতে, অনেকে আবার মোবাইল ফোনে চোখ রেখে নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের নাম খুঁজলেন। দিনের শেষে কোনও সমস্যা নেই বলে স্পষ্ট করছেন বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলি।

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) শুরু হতেই রায়গঞ্জেও সাধারণের মধ্যে ছিল চাপা আতঙ্ক। শেষপর্যন্ত ভোটার তালিকায় নাম থাকবে কি না, তা নিয়ে উৎকণ্ঠায় ছিলেন মূলত ২০০২-এর তালিকায় নাম না থাকা ভোটাররা। এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ করে তা বিএলও-র হাতে তুলে দেওয়ার পরেও অনেকে নিশ্চিত হতে পারেননি। তাই মঙ্গলবার সকালে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হতেই নির্বাচন কমিশনের নির্দেশমতো অনেকে অনলাইনে, আবার কিছু মানুষ নিজের বুথে ভিড় জমান, দেখে নেন নিজের ও পরিবারের সদস্যদের নাম। এদিন সকাল ১০টায় দেখা যায় বীরনগরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিএলও বিপ্লব সাহা ফাইলপত্র নিয়ে হাজির। অনেকেই তাঁর কাছে নিজের নাম রয়েছে কি না, জানতে চাইছেন। এরই মধ্যে সাধারণ ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে গিয়ে খসড়া ভোটার তালিকায় নিজের নাম আছে কি না দেখার জন্য সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেন পুরসভার চেয়ারপার্সন সন্দীপ বিশ্বাস। বুথগুলিতে বাড়তে থাকে ভিড়। দেবীনগর কেসিআর স্কুলের ভোটকেন্দ্রে গিয়ে দেখা গেল বিএলও চঞ্চল সাহা চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসতেই ভোটাররা একে একে ভিড় করতে থাকেন। রায়গঞ্জ পুরসভার তুলসীতলা এলাকায় ৮৭ নম্বর বুথের বিএলও শিবশংকর ঘোষ জানান, তাঁর বুথে কোনও সমস্যা নেই, সকলেরই নাম রয়েছে খসড়া তালিকায়। রায়গঞ্জ ব্লক-১ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অনিমেষ দেবনাথ বলেন, 'এখন পর্যন্ত কারও কোনও অভিযোগ নেই। শুনানির পর আসল চিত্র বোঝা যাবে।' রায়গঞ্জ ব্লক-২ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দীপঙ্কর বর্মনও একই কথা বলছেন। বিজেপির রায়গঞ্জ শহর মণ্ডল কমিটির সভাপতি শংকর শর্মার দাবি, বুথের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলএ-দের সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ রেখেছেন। কিন্তু কোনও অভিযোগ পাননি।

বুথে ভিড়।

> এখনও পর্যন্ত কারও কোনও অভিযোগ নেই। শুনানির পর আসল চিত্র বোঝা যাবে।
>
> **অনিমেষ দেবনাথ**
> *তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি, রায়গঞ্জ-১ ব্লক*

খসড়া তালিকায় নাম থাকায় স্বস্তি মিললেও, কবে ডাক পড়বে শুনানিতে এবং শুনানির পর চূড়ান্ত তালিকায় নাম থাকবে কি না, তা নিয়ে এখন শুরু হবে নতুন দুশ্চিন্তা।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিজ্ঞপ্তি ঘিরে বিতর্ক

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৬ ডিসেম্বর : প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিজ্ঞপ্তি ঘিরে বালুরঘাটে শুরু হয়েছে বিতর্ক। প্রতিবছর জানুয়ারি মাসে এই প্রতিযোগিতা হলেও এ বছর তা এগিয়ে এনে ডিসেম্বরেই শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। আগামী ১৮ ডিসেম্বর থেকে স্কুল, সার্কেল ও সাব-ডিভিশন স্তর পেরিয়ে ৩১ তারিখের মধ্যে জেলা স্তরের খেলা শেষ করার কথা। কিন্তু বয়স সংক্রান্ত একটি শর্ত ঘিরে সমস্যায় পড়েছে পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকরা। হতাশ শিক্ষক মহলও।

পর্ষদের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, গ-বিভাগে অংশ নিতে পারবে ১ জানুয়ারি ২০১৫ বা তার পরে জন্মগ্রহণ করা পড়ুয়ারা। ফলে চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়ারা খেলায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পেলেও পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোনও বিভাগ রাখা হয়নি। অথচ ২০১৯ সালের পর থেকে বালুরঘাটের বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেই কারণে এবছর ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে পড়াশোনা করা পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়ারা বয়সের নিয়মে খেলায় অংশ নিতে পারছে না। এই নিয়ে অভিভাবক মহলেও তৈরি হয়েছে অসন্তোষ।

বালুরঘাটের এক পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়ার অভিভাবক তনয় শিকদার বলেন, 'হাইস্কুলে ছেলেকে ভর্তি করাইনি, কারণ আমাদের এখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি চালু হয়েছে। ছেলে খেলাধুলোয় ভালো। পরীক্ষা দিচ্ছে, তবে এখনও ষষ্ঠ শ্রেণিতে ওঠেনি। পর্ষদের ভুলের জন্য যদি এবছর খেলার সুযোগ হারায়, সেটা খুব দুর্ভাগ্যজনক।'

বালুরঘাটের যোগমায়া এফপি স্কুলে এবছর ১২ জন পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া রয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক নারায়ণ সাহা জানাচ্ছেন, বয়সের নিয়মের কারণে তাঁদের পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়ারা খেলায় অংশ নিতে পারছে না। যদি বয়স ধরা হত ১ জানুয়ারি ২০১৪, তাহলে তারা খেলতে পারত। নতুন বিজ্ঞপ্তি না এলে তারা এবার বঞ্চিতই হবে।

এই প্রসঙ্গে সারাবাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক দিব্যেন্দু সিদ্ধান্ত বলেন, 'গ-বিভাগে বয়স নির্ধারণে পর্ষদ স্পষ্ট ভুল করেছে। অবিলম্বে সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি জারি করা উচিত। নাহলে পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়ারা ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করতে না পেড়ে সার্বিক বিকাশের সুযোগ হারাবে।'

পর্ষদের ভুল

- প্রতিবছর জানুয়ারি মাসে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়
- এবছর তা এগিয়ে ডিসেম্বরে করার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে
- বয়স সংক্রান্ত একটি শর্ত ঘিরে সমস্যায় পড়েছে পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকরা
- নতুন বিজ্ঞপ্তি না এলে পড়ুয়াদের একটা বড় অংশ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত হবে বলে মত শিক্ষকদের

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে। সংগঠনের জেলা সম্পাদক শংকর ঘোষ বলেন, 'রাজ্য থেকে আসা বিজ্ঞপ্তিতেই ভুল রয়েছে। ডিপিএসসি চেয়ারম্যানকে জানানো হয়েছে, কিন্তু এখনও ঊর্ধ্বতন মহল থেকে কোনও সদুত্তর আসেনি।'

এবিষয়ে বালুরঘাট সদর সার্কেলের কোঅর্ডিনেটার বিভাস মণ্ডল বলেন, 'পর্ষদের বিজ্ঞপ্তি মেনেই আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

দুটি চুরি

রায়গঞ্জ ও বুনিয়াদপুর, ১৬ ডিসেম্বর : গ্যাস কোম্পানির ইউনিফর্ম পরে একটি বাড়িতে ঢুকে গ্যাসের সরঞ্জাম চেক করার নাম করে গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে চম্পট দিলেন দুই তরুণ। মঙ্গলবার সকালে রায়গঞ্জের সুভাষগঞ্জ সংলগ্ন সোহারই মোড় এলাকার ঘটনা। এরপর এবিষয়ে ওই বাড়ির মালিক বিজয়া বর্মন রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অন্যদিকে, বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে হানা দিল চোরের দল। সোমবার গভীর রাতে পাথরঘাটা এলাকার ঘটনা। ওই চুরির ঘটনায় খোয়া গিয়েছে লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণালংকার ও নগদ কয়েক হাজার টাকা। বাড়ির মালিক জয়রাম ভগত ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের কথায়, চারজোড়া কানের দুল, দুটি আংটি ও দুটো সোনা বাঁধানো পলা সহ নগদ ৯ হাজার টাকা খোয়া গিয়েছে। অভিযোগ পেয়ে বংশীহারী থানার পুলিশ এলাকায় গিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পরিদর্শন

সামসী, ১৬ ডিসেম্বর : নদীর জলসেচ প্রকল্প বা আরএলআই স্কিমে জল অমিল। চাঁচল-১ ব্লকের খরবা পঞ্চায়েতের মহানন্দা নদীর ইসলামপুর ও খিদিরপুর, ভগবানপুর পঞ্চায়েতের জগন্নাথপুর, কালীগঞ্জ ও ভেবা এবং মতিহারপুর পঞ্চায়েতের গালিমপুর এলাকার ঘটনা। ৭টি জলসেচ প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করেন সেচ দপ্তরের সহকারী বাস্তুকার সুপ্রভাত সরকার ও চাঁচল মহকুমা সেচ দপ্তরের (কৃষি যান্ত্রিক) সহকারী বাস্তুকার প্রশান্ত মণ্ডল। সঙ্গে ছিলেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন, কৃষি ও সেচ কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম প্রমুখ।

করমপুজো

পতিরাম, ১৬ ডিসেম্বর : নাজিরপুর পঞ্চায়েতের কাশীপুর আদিবাসীপাড়ায় অনুষ্ঠিত হল ঐতিহ্যবাহী করমপুজো। সোমবার সন্ধে থেকে শুরু হয়ে এই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষ হয় মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। দুশোর বেশি স্থানীয় মানুষ আরাধনায় অংশ নেন।

জাতীয় তিরন্দাজিতে ব্রোঞ্জ গাজোলের মেয়ের

গৌতম দাস

গাজোল, ১৬ ডিসেম্বর : সর্বভারতীয় তিরন্দাজি প্রতিযোগিতায় ফের একবার সফল হলেন গাজোলের মেয়ে মন্দিরা রাজবংশী। ২১তম এনটিপিসি সিনিয়ার কম্পাউন্ড (মহিলা) ন্যাশনাল আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতলেন তিনি। ১৩ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত হায়দরাবাদের বেগমপেটে আর্চারি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া এবং তেলেঙ্গানা আর্চারি অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে সর্বভারতীয় তিরন্দাজি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে মন্দিরা হায়দরাবাদে রয়েছেন। এদিকে, ছাত্রীর এই সাফল্যে খুশি মন্দিরার প্রথম কোচ শ্রীমন্ত চৌধুরী।

পুরাতন মালদার আদিনা স্টেশন সংলগ্ন পীরগাই গ্রামের বাসিন্দা মন্দিরা ছোট থেকেই তিরন্দাজ হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর প্রতিভা দেখে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য নিয়ে এসেছিলেন শ্রীমন্ত। এবার হায়দরাবাদের আয়োজিত সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় মন্দিরা ব্রোঞ্জ জিতলেও প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন মহারাষ্ট্রের অদিতি গোপীচাঁদ এবং মধুরা। পশ্চিমবঙ্গের মন্দিরা ৭০১ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছেন। নভেম্বর মাসের ১৬ তারিখে কলকাতার সাইয়ে বাছাই পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সেখান থেকেই সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পান মন্দিরা। বর্তমানে হায়দরাবাদেই থাকায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। তবে আগামী বৃহস্পতি বা শুক্রবার তিনি গাজোলে আসতে পারেন বলে জানা গিয়েছে।

ব্রোঞ্জ পদক হাতে মন্দিরা রাজবংশী। -পঙ্কজ ঘোষ

মন্দিরার কোচ শ্রীমন্ত বলেন, '২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত গাজোল বিএস মাঠে মন্দিরাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। এরপর সে কলকাতার সাই প্রশিক্ষণকেন্দ্রে সুযোগ পেয়েছিল। ২০২০ সালে ওড়িশাতে অনুষ্ঠিত খেলো ইন্ডিয়া খেলো-র জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় দলগত বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করে মন্দিরা।' ২০২২ সালে খেলোয়াড় কোটায় চাকরি পেয়ে মন্দিরা অসম রাইফেলসে যোগদান করেও নানা প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। ২০২৩ সালে বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া পুলিশ মিটে তিনি সোনা জেতেন। এমনকি গত বছর নয়ডার আইটিবিপি ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত হয় অল ইন্ডিয়া পুলিশ মিটেও ব্যক্তিগত এবং দলগত বিভাগে রুপো জয় করেন তিনি।

এদিকে, এক ছাত্রীর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হলেও আক্ষেপের সুরে শ্রীমন্ত বললেন, 'গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রতিভাবান ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসে আমি প্রশিক্ষণ দিই। সেইভাবেই মন্দিরাকে পেয়েছি। জুয়েল সরকারের মতো জাতীয় খেলোয়াড় আমার হাত ধরেই উঠে এসেছে। সরকারের পক্ষ থেকে যদি একটু সহযোগিতা পাওয়া যেত তাহলে মালদা জেলা থেকে এরকম অনেক তিরন্দাজিকে চিহ্নিত করা যাবে।'

চন্দ্রিমার পাঁচালি

উন্নয়নের পাঁচালি নিয়ে বাড়ি বাড়ি যাবেন তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা। মঙ্গলবার কলকাতার নজরুল মঞ্চে 'উন্নয়নের পাঁচালি' উদ্বোধন করে একথা জানান রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

বিতর্কে আখতার

আরজি কর দুর্নীতি মামলায় মঙ্গলবার নিম্ন আদালতে হাজিরা এড়ালেন আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি। ইতিমধ্যেই তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন বলে দাবি তাঁর আইনজীবীর।

রাজ্যের সমীক্ষা

শহরতলি থেকে গ্রামগঞ্জে বেড়ে চলেছে যানজটের সমস্যা। উদ্বিগ্ন নবান্ন। প্রকৃত কারণ চিহ্নিত করে স্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজতে বেসরকারি সংস্থাকে দিয়ে সমীক্ষার পথে হাঁটছে রাজ্য।

গণধর্ষণ

বীরভূমে ১৩ বছরের নাবালিকাকে রাস্তা থেকে সোমবার রাতে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। রাতভর তল্লাশি চালিয়ে ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ডাক্তারি পরীক্ষা হয়েছে নির্যাতিতার।

বিজয় দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য ইস্টার্ন কমান্ডের

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : ৫৪তম বিজয় দিবস উদযাপনের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে আসা প্রতিনিধি দলের সামনে প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল ভিকে সিং বিজয় দুর্গে দাঁড়িয়ে পড়শি দেশকেই সতর্ক করলেন। মঙ্গলবার পূর্বাঞ্চলীয় সেনা সদর দপ্তরে ভিকে সিং বলেন, 'যে দেশ নিজের ইতিহাস ভুলে যায়, তারা শেষপর্যন্ত অবলুপ্ত হয়ে যায়।' বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে এদিন বিজয় দুর্গে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করল ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ড। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও। মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ স্মরণ করেন তিনি।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাপ্রধান জেনারেল আমির আবদুল্লা খান নিয়াজি প্রায় ১ লক্ষ সেনা সহ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তখন থেকে এই দিনটি 'বিজয় 'দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। দিনটির গুরুত্ব তুলে ধরে এদিন জেনারেল সিং বলেন, 'ভারত চায় বাংলাদেশে শান্তি বজায় থাকুক। তাদের অর্থনীতি ঠিকঠাক চলুক। সবাই চাকরি পাক। লোকজনকে যেন অন্য দেশে যেতে না হয়।' বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে তাঁর এই বার্তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন বিজয় দুর্গের অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধারা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহিল মালহোত্রা, মেজর জেনারেল রাজেশ অরুণ মুঘে, অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুরবক্স সিহোটা, বাংলাদেশের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহঃ লুৎফর রহমান, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সদস্য মহঃ হাবিবুল আলম সহ বিশিষ্টজনেরা।

স্মরণীয় যাঁরা বরণীয় তাঁরা... ফোর্ট উইলিয়ামে ৫৪তম বিজয় দিবস উদযাপন। ছবি- রাজীব মণ্ডল।

২৪ ঘণ্টা পোর্টাল খুলে শ্রেণি উল্লেখের সুযোগ

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষিত শ্রেণি আপলোড করতে কমিশনের পোর্টাল খুলে রাখার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও মহম্মদ সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, কমিশন মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে বুধবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ওয়েবসাইট খোলা রাখবে। এদিন দুপুর ২.৩০টা পর্যন্ত যাঁরা আদালতে আবেদন করেছেন তাঁরা পোর্টালে ঢুকে এসসি, এসটি বা বিশেষভাবে সক্ষম অর্থাৎ কোন শ্রেণির সংরক্ষিত প্রার্থী তা উল্লেখ করতে পারবেন।

একক বেঞ্চের নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে কমিশন। তাদের যুক্তি, সুপ্রিম কোর্টে ওবিসি সংক্রান্ত মামলা বিচারাধীন থাকায় আবেদনকারীদের সংরক্ষিত শ্রেণি উল্লেখ করার প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়নি একক বেঞ্চ। এই শ্রেণিকরণ ছাড়া কমিশন সঠিক শ্রেণিতে প্রার্থীদের স্থান দিতে পারছে না। প্রার্থীরা এসসি, এসটি, পিএইচ ক্যাটাগরিতে আবেদন করলেও নির্দিষ্ট কোন শ্রেণির তা উল্লেখ করেনি। কমিশন ইতিমধ্যেই চারবার সংযোজনী জারি করে প্রার্থীদের সেই সুযোগ দিয়েছে।

প্রার্থীদের তরফে আইনজীবী উদয়শংকর চট্টোপাধ্যায় সহ একাধিক আইনজীবীর যুক্তি, চারটি সংযোজনী জারি করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আবেদনকারীরা ওবিসি শ্রেণিভুক্ত নয়। তাঁদের প্রার্থীপদ বাতিল করে বা জেনারেল ক্যাটাগরির প্রার্থী হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করে তাদের শাস্তি দেওয়া যায় না। অনলাইন আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখটিই শ্রেণিকরণের শেষ তারিখ হওয়া উচিত। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'এই পরিস্থিতিতে বিষয়টির যথাযোগ্য সমাধান হওয়াই প্রয়োজনীয়।'

অনুপ্রবেশকারী কত, স্পষ্ট নয়

খসড়া ভোটার তালিকায় বাদ ৫৮ লক্ষের বেশি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : রাজ্যের খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ল ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮৯৯ জন। মঙ্গলবার কমিশন ৭ কোটি ৮ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৩০ জনের তালিকা প্রকাশ করেছে। বাদ পড়া এই ৫৮ লক্ষের মধ্যে ২৪ লক্ষ ১৬ হাজার মৃত ভোটার। স্থানান্তরিত বা অনুপস্থিত ভোটার ৩২ লক্ষ ৬৫ হাজার, ডুপ্লিকেট ভোটার ১ লক্ষ ৩৮ হাজার, শতাংশের হিসেবে যা ০.১৮ শতাংশ। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেন, 'রাজ্যে এসআইআর-এর কাজ উল্লেখযোগ্যভাবে সফল। ঘোষিত ১২টি রাজ্যের মধ্যে অন্যান্য কিছু রাজ্য সময় বাড়াতে চাইলেও আমরা নির্দিষ্ট দিনের মধ্যেই এসআইআর-এর কাজ সম্পূর্ণ করে খসড়া তালিকা প্রকাশ করেছি ১০০ শতাংশ স্বচ্ছতার সঙ্গে।'

এসআইআর হলে ভোটার তালিকা থেকে লক্ষ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী ও ডুপ্লিকেট ভোটার (ভুয়ো ভোটার)-এর নাম বাদ পড়বে, দাবি করেছিল বিজেপি। কমিশনের পদক্ষেপেও সেই ইঙ্গিত ছিল স্পষ্ট। কিন্তু এদিন তালিকা প্রকাশের পর অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা নিয়ে কোনও স্পষ্ট হিসেব দিতে পারল না কমিশন। ডুপ্লিকেট ভোটার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে মাত্র ১ লক্ষ ৩৮ হাজার নাম। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন নিয়ে যে হইচই পড়ে গিয়েছিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও কমিশনের মতে, বাদ পড়া তালিকার বাইরে যে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ভোটারের তথ্যে অসংগতি চিহ্নিত হয়েছে এবং ২০০২-এর তালিকার সঙ্গে যাঁরা মিল দেখাতে পারেননি, সেই ৩১ লক্ষ সন্দেহজনক ভোটারদের মধ্যেই লুকিয়ে থাকতে পারে অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা। শুনানি পর্ব শেষ হলে যা চূড়ান্ত হবে। যদিও এই প্রোজিনি ম্যাপিং ও আনম্যাপড ভোটারদের মধ্যে ৫৮ শতাংশের বেশি গোলমাল রয়েছে তাঁদের বাবার নামে। যা অনেকটাই প্রযুক্তিগত ত্রুটি বলে মনে করেন কমিশনের আধিকারিকরা। এদিন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালও বলেন, '২০০২-এর তালিকা ডিজিটাইজড ছিল না। তাই শুরুতে ওই তালিকার হার্ড কপিকে ডিজিটাইজড করে কাজ শুরু করতে হয়েছে। তার ফলে বাংলা থেকে ইংরেজি করতে গিয়ে কিছু নামে গোলমাল হয়েছে যা প্রযুক্তিগত ত্রুটি। বিষয়টি কমিশনের নজরে আছে।' ফলে খসড়া তালিকা প্রকাশের পর শুনানিতে ঠিক কত লোক ডাক পাবেন তা এখনই নিশ্চিত করে বলতে পারছে না রাজ্যের সিইও দপ্তর।

খসড়া তালিকা ১০০ শতাংশ নির্ভুল এবং স্বচ্ছ বলে সিইও-র দাবি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। হুগলির চণ্ডীতলার ২২৬ নম্বর বুথে তৃণমূলের কাউন্সিলার সূর্য দে সহ আরও ১৫ জন জীবিতকে খসড়া তালিকায় মৃত বলে দেখানো হয়েছে। অথচ বিএলও-বিএলএ বৈঠকেও মৃতের তালিকায় ওই কাউন্সিলারের নাম ছিল না। সেইসময় ওই বুথের তালিকায় মৃতের সংখ্যা ছিল ৪৫। যা খসড়া তালিকা প্রকাশের পর হয়ে গিয়েছে ৬০। স্বাভাবিকভাবেই এ ধরনের গুরুতর অসংগতিকে সামনে রেখে সরব হয়েছে তৃণমূল। এ প্রসঙ্গে সিইওর সাফাই, 'আমি বা কমিশন কেউই বুথে বসে নেই। ইচ্ছাকৃত কোনও ভুল হয়ে থাকলে, কোনও জীবিতকে মৃত হিসেবে দেখানো হলে কমিশন অবশ্যই কড়া পদক্ষেপ করবে। ইতিমধ্যেই হুগলির জেলা শাসকের কাছে এই বিষয়ে রিপোর্ট চেয়েছে কমিশন।' তিনি আরও বলেন, 'কমিশনের উদ্দেশ্য যাতে একজন বৈধ ভোটারও বাদ না যায় এবং একজন অবৈধ বা মৃত ভোটারও তালিকায় না থাকে।'

আগামীকাল থেকেই শুনানির নোটিশ পাঠানো শুরু হবে। যাঁদের শুনানিতে ডাকা হবে তাঁদের নোটিশ বিএলও বাড়ি গিয়ে পৌঁছে দেবেন। শুনানির জন্য এইআরওদের যাতে ইআরও'র সমান ক্ষমতা দেওয়া হয় সেজন্য কমিশনের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যেই রাজ্যে ৩০৫৯ জন এইআরও কাজ করছেন। এর বাইরেও চাপ সামলাতে ২৮০০ অতিরিক্ত এইআরও-র অনুমোদন চেয়েছে সিইও দপ্তর। দাবি এবং অভিযোগ জানানোর জন্যে ভোটাররা ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় পাবেন।

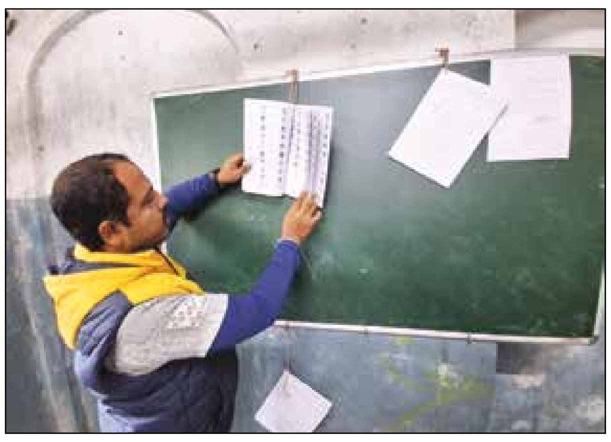

মিত্র ইনস্টিটিউশনে ভোটার তালিকা দেখছেন একজন। ছবি : রাজীব মণ্ডল

বাদ ভোটারদের সাহায্যের নির্দেশ

কালীঘাটের বাড়িতে বৈঠকে তৃণমূল নেত্রী

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর যে সমস্ত যোগ্য ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে তাঁদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে দলের নেতাদের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দুপুরে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর কালীঘাটে নিজের বাড়িতে দলীয় নেতাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মমতা। সেখানে তিনি জানিয়ে দেন, প্রতিটি বুথে তালিকা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখে কমিশনের কাছে নাম নথিভুক্ত করার জন্য আবেদন জানাতে হবে। বিশেষ করে সংখ্যালঘু ও বিভিন্ন জনজাতি এলাকায় প্রচুর সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। ওই এলাকার ওপরে বিশেষ নজর দিতেও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী আগেই বলেছিলেন, একজন যোগ্য ভোটারের নাম বাদ গেলে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে অভিযান চালানো হবে। এদিনও মমতা চড়া সুরে জানিয়েছেন, পরিকল্পিতভাবে জীবিতদের নামও বাদ দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপও করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরেই প্রায় ৪৫ হাজারের ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর নিজের বুথে ১২৭ জন ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। তার মধ্যে মৃত মাত্র ১১ জন। বাকি ভোটারের নাম কেন বাদ গিয়েছে, তা নিয়ে খোঁজ নিতে দলের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, বিধায়ক দেবাশিস কুমার এবং কাউন্সিলার অসীম বসুকে নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। বন্দর এলাকায় প্রচুর সংখ্যায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাম বাদ গিয়েছে। এই নিয়ে বুথভিত্তিক সমীক্ষা চালাতে ফিরহাদকে দায়িত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। স্থানীয় কাউন্সিলাররা তাঁকে সাহায্য করবেন। নাম বাদ যাওয়া প্রকৃত ভোটারদের পাশে দাঁড়াতে প্রতিটি বুথে 'মে আই হেল্প ইউ' ক্যাম্প করতে বলা হয়েছে। মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ ও রানাঘাট এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্থানীয় মানুষকে সাহায্য করতে দলীয় নেতাদের এদিনও নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। এই কারণে বিএলএ'দের আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'ভোটার তালিকা আমরা সম্পূর্ণভাবে খতিয়ে দেখছি। একজন যোগ্য ভোটারের নামও বাদ দিতে দেওয়া হবে না বলে মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছেন। কিন্তু আমরা দেখেছি, বন্দর এলাকায় ৬৬ হাজার ভোটারের নাম পরিকল্পিতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। অনেক জীবিত ব্যক্তিকে মৃত বলে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা এর প্রতিবাদে রাস্তায় নামব। বঞ্চিত ভোটারদের পাশে আমরা আছি।'

তৃণমূলের পক্ষ থেকে সমাজমাধ্যমে লেখা হয়েছে, 'একজন জীবিত জনপ্রতিনিধির নাম যেখানে মৃতের তালিকায় উঠে আসে, সেখানে নির্বাচন কমিশনের এই খসড়া তালিকার বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে কি? এসআইআরের পর নির্বাচন কমিশনের প্রকাশ করা বুথভিত্তিক মৃত এবং স্থানান্তরিতদের খসড়া তালিকায় নিজের নাম দেখতে পান ডানকুনির পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধি। এই তো বিজেপির 'বি' টিম কমিশনের কাণ্ডকারখানা। এদের লজ্জাজনক কাণ্ডেক বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হলেন সকলেই।'

তড়িঘড়ি পদক্ষেপ

- খসড়া তালিকা প্রকাশের পরই কালীঘাটে বৈঠক ডাকেন মমতা
- উপস্থিত ছিলেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব
- মমতার নিজের বুথেই ১২৭ জন ভোটারের নাম বাদ
- বন্দর এলাকায় বুথভিত্তিক সমীক্ষা চালাতে ফিরহাদকে নির্দেশ
- দ্রুত বুথভিত্তিক বাদ যাওয়া যোগ্য ভোটারদের তালিকা পাঠাতে জেলা নেতৃত্বকে নির্দেশ

গ্রেপ্তার নজরুল

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে অন্যতম সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষের গাড়িতে ধাক্কার ঘটনায় অবশেষে নজরুল মোল্লাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ন্যাজাট থানায় দায়ের করা ভোলানাথের এফআইআরে নাম ছিল নজরুলের। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার মালঞ্চ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে নজরুলকে। ঘটনার পর থেকেই নজরুল পলাতক ছিলেন। তবে এখনও অধরা অভিযুক্ত ট্রাকচালক সহ একাধিক ব্যক্তি।

ইতিমধ্যেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কিন্তু তাঁদের নাম এফআইআরে ছিল না। তবে নজরুল সহ ৮ জনের নাম এফআইআরে উল্লেখ করা হয়েছিল। তদন্তকারীদের ধারণা, ঘটনার দিন একটি ইকো গাড়ি অনুসরণ করছিল ভোলানাথদের গাড়ি। বাড়ি থেকে বেরোনোর পরেই সরবেড়িয়া থেকে অনুসরণ করা শুরু হয়। ওই গাড়িতে ছিলেন নজরুল। এখন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও অভিযুক্তদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

অবাক পৃথিবী... সিউড়িতে মঙ্গলবার। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

বোর্ড, উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে বদলের ভাবনা

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : আগেই দলীয় সংগঠন এবং দলের অধীনে থাকা পুরসভাগুলির চেয়ারম্যান পদে রদবদল করেছিল তৃণমূল। এবার বিভিন্ন জনজাতি উন্নয়ন বোর্ড এবং উন্নয়ন কর্তৃপক্ষগুলিকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা করেছে নবান্ন। নমশূদ্র উন্নয়ন বোর্ড, নস্যশেখ উন্নয়ন বোর্ড সহ জনজাতি উন্নয়ন বোর্ডগুলিতে গত কয়েক বছরে কত টাকা বরাদ্দ হয়েছে এবং সেখানে ওই জনজাতি উন্নয়নের বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। একইসঙ্গে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষগুলি কী কী কাজ করেছে, তা নিয়েও রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। চলতি সপ্তাহের মধ্যেই ওই রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ভোটের আর মাত্র কয়েক মাস বাকি। তার আগে এই বোর্ড এবং উন্নয়ন কর্তৃপক্ষগুলিকে সচল করার উদ্যোগ নিয়েছে নবান্ন।

গত লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের যে সমস্ত এলাকায় দলের ফল খারাপ হয়েছিল, সেখানে পদাধিকারীদের যে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে, তা ২০২৪ সালের ২১ জুলাই ধর্মতলার শহিদ সমাবেশ থেকে ঘোষণা করেছিলেন অভিষেক। এরপর এই বছর পুজোর আগে রাজ্যজুড়ে দলের সাংগঠনিক স্তরে রদবদল করা হয়। গত মাসেই রাজ্যের একাধিক পুরসভার চেয়ারম্যান পদেও রদবদল করা হয়েছিল। কয়েকজন চেয়ারম্যান প্রথমে ইস্তফা দিতে রাজি না হলেও পরবর্তীকালে তাঁরা দলের চাপে ইস্তফা দেন। কিন্তু একাধিক উন্নয়ন বোর্ড এবং উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হলেও তাদের কাজের অগ্রগতি নিয়ে সন্তুষ্ট নয় নবান্ন। সেই কারণেই এই কমিটিগুলিতে রদবদল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গে নমশূদ্র এবং নস্যশেখ সম্প্রদায়ের ভোটব্যাংকে এবার নজর রয়েছে তৃণমূলের। নস্যশেখ সম্প্রদায়ের অধিকাংশই মূলত মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বাসিন্দা। ফলে এই বোর্ডে এই এলাকারই যে কাউকে গুরুত্ব দেওয়া হবে, সেই ইঙ্গিত নবান্ন সূত্রে পাওয়া গিয়েছে।

গত কয়েক বছর ধরেই মতুয়া এবং নমশূদ্র সম্প্রদায়ের ভোটের অধিকাংশ তৃণমূলের ভোটব্যাংকে আসছে না। তাই এই দুটি বোর্ডকেও চাঙ্গা করতে নতুন করে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এসআইআরে কোন কোন এলাকায় কোন সম্প্রদায়ের মানুষের নাম কত বাদ গিয়েছে, তা নিয়ে বুধবারের মধ্যেই বিএলএদের রিপোর্ট পাঠাতে বলা হয়েছে। ওই রিপোর্ট পাওয়ার পরই সেইসব এলাকার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেবে তৃণমূল।

বার্ষিক সূচি তৈরি নিয়ে ধন্দে স্কুল

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : আগামী ২ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে নতুন শিক্ষাবর্ষ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার। এই ক্যালেন্ডারের ওপর ভিত্তি করেই রাজ্যের স্কুলগুলি ছুটি,পরীক্ষার সময় সহ বার্ষিক রুটিন নির্ধারণ করে পড়ুয়াদের হাতে নতুন ডায়েরি তুলে দেয়। এখনও পর্যন্ত ক্যালেন্ডার প্রকাশিত না হওয়ায় স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের দুশ্চিন্তা, মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের চাপ কাটিয়ে বিধানসভা নির্বাচনের আগে নিয়মমাফিক পরীক্ষাগুলি সম্পূর্ণ করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। পর্ষদ সূত্রের খবর, দ্রুত এই সূচি স্কুলগুলির কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।

শিশুবাড়ি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মানস ভট্টাচার্য বলেন, 'আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের সময়টাতেই হয়তো প্রথম সামেটিভের পরীক্ষা থাকবে। যদি দ্রুত ক্যালেন্ডার না প্রকাশ করা হয়, বার্ষিক রুটিন তৈরিতে আমাদের খুবই সমস্যা হবে।' এবছর এখনও পর্যন্ত ডায়েরি ছাপাতে না পারায় দুশ্চিন্তায় রয়েছেন মিত্র ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক রাজা দে। তিনি বলেন, 'নির্বাচনের সময় যদি প্রথম সামেটিভের পরীক্ষা পড়ে তাহলে কী কী করণীয় সেটাও ঠিক করতে হবে আমাদেরই।'

আগামী বছর থেকে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন শিক্ষাবর্ষের ক্যালেন্ডার প্রকাশের দাবি তুলেছেন শিক্ষকরা। শিক্ষকের অভাবকেও একটা বড় সংকট বলে মনে করছেন তাঁরা। এর মধ্যে নির্বাচনের দায়িত্বে অধিকাংশ শিক্ষক চলে যান, তাহলে সামেটিভ পরীক্ষা সহ অন্যান্য নিয়মমাফিক কাজ কারা সামলাবেন, সেই নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

শূন্যপদ বৃদ্ধির দাবি চাকরিপ্রার্থীদের

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে শূন্যপদ বাড়ানোর দাবিতে ফের পথে নামলেন ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা। সম্প্রতি শেষ হয়েছে চলতি বছরের প্রাথমিকে নিয়োগের আবেদন গ্রহণ প্রক্রিয়া। ১৩,৪২১টি শূন্যপদের জন্য আবেদন জমা পড়েছে প্রায় ৬০ হাজার। মঙ্গলবার শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল করে আন্দোলনকারীরা দাবি করেন, এত বছর পর আয়োজিত নিয়োগপ্রক্রিয়ায় পুরনো-নতুন মিলিয়ে যে সংখ্যক চাকরিপ্রার্থী অংশ নেবেন, তার তুলনায় শূন্যপদ যথেষ্ট কম। অবিলম্বে শূন্যপদ না বাড়ালে আন্দোলন জোরদার করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা।

একইসঙ্গে পঞ্চম শ্রেণিকে আরও ২,৩৩৮টি স্কুলে প্রাথমিকের অন্তর্ভুক্ত করে শূন্যপদ বাড়ানোর ভাবনাচিন্তা করছে শিক্ষা দফতর। ইতিমধ্যেই শিক্ষা দফতরের কাছে চূড়ান্ত ছাড়পত্রের আবেদন জানিয়েছে স্কুলগুলি। অনুমতি পেলে এই স্কুলগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রাথমিকের অধীনে চলে আসবে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সূত্রে খবর, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় যেখানে পঞ্চম শ্রেণিতে শিক্ষকসংখ্যা কম ও ছাত্র সংখ্যা ২০০ বা তার বেশি, সেই সব স্কুলগুলিকে প্রাথমিকের অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা চলছে। এর ফলে প্রাথমিকে এক হাজারেরও বেশি শূন্যপদ বাড়ানো যাবে বলে মনে করছে শিক্ষাদপ্তর। স্কুলপ্রতি পাঁচটি শ্রেণিকক্ষ থাকলেই পঞ্চম শ্রেণিকে প্রাথমিকের অন্তর্ভুক্ত করার অনুমোদন দেওয়া হয়। সম্প্রতি ২৩৩৫টি প্রাথমিক স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এদিন আন্দোলনকারী বিদেশ গাজীর অভিযোগ, 'প্রায় ৩ বছর পর নিয়োগের সুযোগ হওয়ায় প্রতিযোগিতা অনেক বেশি। ২০১৭ ও ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরাও এখানে যোগ দিচ্ছেন। সেখানে শূন্যপদ মাত্র দু'হাজার। অবিলম্বে আরও ১০ হাজার শূন্যপদ বাড়ানো হোক।'

এদিন আন্দোলনকারীরা পথে জাতীয় পতাকা ও সংবিধান হাতে বিক্ষোভ দেখান। স্কুলগুলিতে শিক্ষকের অভাবের প্রসঙ্গ তুলে ধরে পড়ুয়াদের শিক্ষার অধিকার বজায় রাখা নিয়েও সুর চড়ান তাঁরা। এদিন চাকরিপ্রার্থী পার্থজিৎ বণিকের দাবি, 'অবিলম্বে শূন্যপদ না বাড়ালে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেব।'

শূন্যপদ বৃদ্ধির দাবিতে ২০২২ টেট উত্তীর্ণদের মিছিল। মঙ্গলবার।

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতায় অঙ্গীকার যাত্রা। মঙ্গলবার। ছবি : পিটিআই

ভাতা বাড়তে পারে ঠিকাকর্মীদের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : লক্ষাধিক চুক্তিভিত্তিক ও ঠিকাকর্মীর আর্থিক সুযোগসুবিধা, ছুটি ও অবসরাধীন প্রাপ্যের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ করছে রাজ্য সরকার। সরকারে প্রায় সব দপ্তরের অধীনেই এ ধরনের কর্মচারী ছাড়াও দৈনিক মজুরির কর্মীরাও রয়েছেন। তাঁদের সকলের প্রাপ্য পাওনা মেটাতে উদ্যোগী নবান্নের অর্থ দপ্তর এবার সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের সব সচিবকে সার্কুলার পাঠিয়ে নির্দেশ দিয়েছে। মঙ্গলবার পাঠানো সার্কুলারে বলা হয়েছে, এই ধরনের সরকারি চুক্তিভিত্তিক, ঠিকা ও দৈনিক মজুরিতে চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীরা যাতে কোনওরকমভাবে তাঁদের পাওনাগন্ডা থেকে বঞ্চিত না হন, সুনির্দিষ্টভাবে তা নজরে রাখতে হবে।

তবে সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিটি কেসের কথা আগাম অর্থ দপ্তরকে জানাতে হবে। অর্থ দপ্তরের অনুমোদন ছাড়া বিষয়টি চূড়ান্ত করা যাবে না। ভবিষ্যতে সরকারের এই ধরনের ঠিকা চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের আর্থিক দিক থেকে অন্যান্য সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার কথাও ভাবা হচ্ছে বলে বলা হয়েছে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২০৮ সংখ্যা, বুধবার, ১ পৌষ ১৪৩২

বহুত্বের সংকট

ভীষণ একমুখী প্রবণতা বিশ্বজুড়ে। ভারতে তো বটেই। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ভাবনাকে ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক তত্ত্বে ঠেলে দেওয়ার আয়োজন চারদিকে। অথচ এই ভারতেরই বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বহু বহু বছর আগে ভিন্ন দর্শনের দিকনির্দেশ করেছিলেন। যাঁর বক্তব্য ছিল, 'বর্ণময় যে পৃথিবী বহু বর্ণে রঞ্জিত, তাকে একমুখী করে তুললে পৃথিবী বর্ণহীন হয়ে যাবে।' সম্প্রতি নির্বাচিত নিউ ইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানির মুখে যেন বিবেকানন্দের দর্শনের প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছে।

কারও মতের সঙ্গে না মিললে তাঁকে বা তাঁদের শত্রু ঠাওরানোর প্রবৃত্তির বিরোধিতা করেছেন মামদানি। অত্যন্ত কড়া ভাষায়। নিউ ইয়র্কের উদাহরণ দিয়ে যিনি বলেছেন, ওই শহরটিতে সবাই তাঁর মতের সঙ্গে সহমত হতে না-ই পারেন। কিন্তু তাতে একসঙ্গে বসবাসে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। ভিন্ন মত বা সহমতের মানুষের একসঙ্গে থাকাই স্বাভাবিক। এর বিপরীত পরিস্থিতি বরং অস্বাভাবিক।

যত মত তত পথ-এর দর্শন এদেশ থেকেই উচ্চারিত হয়েছে। ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে এই বহুত্ববাদের কথা বলে গিয়েছেন রামকৃষ্ণ দেব। আবার কমিউনিস্ট মনন থেকে চিন বিপ্লবের প্রধান সেনাপতি মাও জে দং 'শতফুল বিকশিত হোক, শত মতের সংঘাত হোক' তত্ত্ব প্রচার করতেন। ধর্মের ক্ষেত্রে কেউ মন্দিরে ভগবানের উপাসনা করেন, কেউ মসজিদে আল্লা বা গির্জায় যিশুর নামে প্রার্থনা করেন।

কিন্তু এই বিবিধ ধর্মের অনুগামীরা যে পরস্পরকে জড়িয়ে পরস্পরের সুখ-দুঃখে একসঙ্গে থাকতে পারেন, তার বহু উদাহরণ আছে। আমাদের দেশে প্রায়ই সংবাদপত্রে খবর হয়, হিন্দুর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে হিন্দু মতে সৎকারে এগিয়ে এসেছেন মুসলিম ধর্মের মানুষ। পাড়ায় কেউ অসুস্থ হলে ধর্মের বিচার না করে তাঁকে নিয়ে ডাক্তার বা হাসপাতালে দৌড়ঝাঁপ করতে এগিয়ে যান অনেকে। প্রতিবেশীর মৃত্যুতে ভিনধর্মী অনেকের নিকটাত্মীয়ের বিয়োগ ব্যথা অনুভবের দৃষ্টান্ত এদেশে কম নয়।

কিন্তু পৃথিবীর দেশে দেশে এখন ঠিক বিপরীত ভাবনার ব্যাপক চাষ হচ্ছে। নিজের মতটাই শুধু ঠিক, ভিন্ন ভাবনাটা ভুল তো বটেই, তাতে লুকিয়ে থাকে অন্যায়- এই প্রবৃত্তি জাঁকিয়ে বসছে চারপাশে। এই একমুখী ভাবনা জন্ম দিচ্ছে বিদ্বেষের। যা থেকে বিভাজিত হচ্ছে সমাজ, জনগোষ্ঠী। তৈরি হচ্ছে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, ঈর্ষা, এমনকি ঘৃণা। অথচ বিভিন্ন ভাষা, পোশাক, রীতি, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি দেখতে দেখতে বেড়ে ওঠায় বহুত্ববাদী চেতনা তৈরি হওয়াটা স্বাভাবিক।

বাস্তবে সেই চেতনার গোড়ায় কুঠারাঘাত চলছে। একমুখী প্রবৃত্তির কুঠার ক্রমাগত আঘাত করে চলেছে বহুত্ববাদকে। যাতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের তত্ত্বটাকে অচল প্রতিপন্ন করার মরিয়া আয়োজন চলছে দেশে দেশে। বহুত্ববাদকে ধ্বংস করা কঠিন ঠিকই। কারণ সেই ভাবনাটা যুগ যুগ ধরে মানুষের মননে সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু তাকে সজোরে ধাক্কা মারা যায় এই কারণে যে, একমুখিনতা সাফল্য না পাক, ঘেঁটে দিতে পারলেই খুশি থাকে।

উদার গণতন্ত্রের দেশ বলে এতদিন পরিচিত আমেরিকার দিকে তাকালে এখন বোঝা যায়, একমুখিনতা কীভাবে দেশটার মূল চরিত্রকে কুরে-কুরে খাচ্ছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসনে সেই একমুখিনতার নানা বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হচ্ছে। তবে আশার কথা এই যে, প্রেসিডেন্ট ভোটে রক্ষণশীল রিপাবলিকানদের বিরাট জয়ের পরেও কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় মামদানির মতো গণতান্ত্রিক শক্তির সাফল্য নজরে আসছে।

গণতন্ত্রের মধ্যে বহুত্ববাদের বীজ লুকিয়ে থাকে। সংসদীয় ব্যবস্থায় কারও অপছন্দের দল বা ব্যক্তি ক্ষমতায় চলে আসতে পারে। তাতে জীবনের সর্বনাশ হয় না। আবার জয়ী হয়ে ক্ষমতাসীন দল বা ব্যক্তির বিরোধীদের সঙ্গে বৈরিতাপূর্ণ আচরণ সংসদীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। একমুখী ভাবনা কারও থাকতেই পারে। সেজন্য বহুত্ববাদের পরিবেশে তাঁর বা তাঁদের টিকে থাকতে অসুবিধা থাকার কথা নয়। আজকের দিনে এই সত্যটা বোঝা খুব জরুরি।

অমৃতধারা

বুদ্ধিমাত্রেই বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণে রত হয়। পৃথিবীর কিছু প্রাণী সংশ্লেষণ করে বা গড়ে, কিছু প্রাণী বিশ্লেষণ করে বা বিভাজন করে। একমাত্র মানুষই দুটোই করতে পারে। পিপীলিকা মাটি তুলে পাহাড় গড়ে, জিনিসপত্র সংগ্রহ করে আনে। বীবর কাঠ জড়ো করে বাঁধ দেয়। পাখীরা বাসা বানায়। বাঁদর কিন্তু গড়তে পারে না, তারা সবকিছু ছিঁড়েখুঁড়ে দেখে। তাদের একটি মালা দিয়ে দেখো, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে চারপাশে ছড়িয়ে দেবে। বাঁদর কেবল ভেঙেচুরে বিশ্লেষণ করতে পারে। সত্যিকারের মানুষই একমাত্র ভাঙতেও পারে, গড়তেও পারে।মননশীল মানুষ জাগতিক পৃথিবীকে বিচার বিশ্লেষণ করে পরম সত্য খুঁজে বার করে, আবার পরম সত্যকে জানলে সেই মানুষই তাকে আর সবকিছুর উৎসরূপে সংশ্লেষণ রত হয়।

-শ্রীশ্রী রবি শংকর

'বাঙালি অস্মিতা'-র উলটো চাপে কোণঠাসা মমতা

বিরোধীরা যা পারেনি, তা করে দিল যুবভারতীর ২০ মিনিটের বিশৃঙ্খলা। অচেনা সংকটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুভময় মুখোপাধ্যায়

- এআই

রাজনীতিতে ১৪ বছরেরও বেশি সময় ধরে একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখা সহজ কথা নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা করে দেখিয়েছেন। সারদা-নারদ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালের নানা দুর্নীতির অভিযোগ—কোনও কিছুই তাঁর জনপ্রিয়তার দুর্গে বড়সড়ো ফাটল ধরাতে পারেনি। বিরোধীদের আক্রমণ তিনি সামলেছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ 'ফাইটার'-সুলভ ভঙ্গিমায়। কিন্তু তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক কেরিয়ারে সম্ভবত এই প্রথমবার তিনি এমন এক সংকটের মুখোমুখি, যা এসেছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক দিক থেকে। বিজেপি বা সিপিএম নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ কোণঠাসা এক ফুটবল কিংবদন্তির অপমানে এবং এক তথাকথিত 'বেসরকারি' অনুষ্ঠানের বিশৃঙ্খলায়। লিওনেল মেসির কলকাতা সফর এবং যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সেই ২০ মিনিটের 'বিপর্যয়' আজ তৃণমূল সুপ্রিমোকে এমন এক অস্বস্তিতে ফেলেছে, যা এর আগে দেখা যায়নি।

১৩ ডিসেম্বরের সেই কালো অধ্যায়

তারিখটা ছিল ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৫। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সেজেছিল বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলারকে বরণ করে নিতে। কিন্তু বরণের বদলে যা জুটল, তা একরাশ লজ্জা। অভিযোগ, অনুষ্ঠানটি 'বেসরকারি' হলেও সেখানে ভিড় জমিয়েছিলেন তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রী এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠরা। মাঠের মধ্যে মেসির সঙ্গে সেলফি তোলার হিড়িক, বিশৃঙ্খলা এবং আয়োজকদের অপেশাদারিত্বে বিরক্ত হয়ে মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে মাঠ ছাড়েন মেসি।

এই ঘটনাটি যখন ঘটছে, তখন গোটা বিশ্ব তাকিয়ে ছিল কলকাতার দিকে। আর ঠিক তার পরেই হায়দরাবাদ, মুম্বই এবং দিল্লিতে মেসির যে অনুষ্ঠানগুলো হল, তা ছিল এককথায় নিখুঁত ও সুশৃঙ্খল। এই বৈপরীত্যই যেন বাংলার মানুষের গালে সপাটে এক চড়। যে বাংলা নিজেকে ফুটবলের মক্কা বলে দাবি করে, সেই বাংলাতেই কি না মেসি অপমানিত, অসম্মানিত হলেন? এই প্রশ্নটিই আজ সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে।

বাঙালি অস্মিতার দর্পচূর্ণ

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই তাঁর রাজনীতিতে 'বাঙালি অস্মিতা' বা বাঙালি আবেগকে তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বিজেপি-র 'বহিরাগত' তকমা বা দিল্লির আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি বাঙালির গর্বকে ঢাল হিসেবে খাড়া করেছেন বারবার। কিন্তু মেসির এই ঘটনা সেই গর্বের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। কলকাতা আজ লজ্জিত।সোশ্যাল মিডিয়ায়, চায়ের দোকানে, ট্রামে-বাসে একটাই আলোচনা— বাংলার মানসম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিল কিছু নেতার আত্মপ্রচার। মমতার সযত্নে লালিত 'বাঙালি গর্ব'-র ন্যারেটিভ আজ ছিন্নভিন্ন। এবং একজন পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা হাড়েমজ্জায় টের পাচ্ছেন।

ক্ষমা, শোকজ এবং বলির পাঁঠা

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে মমতা কালবিলম্ব করেননি। তিনি ক্ষমা চেয়েছেন— যা তাঁর রাজনৈতিক অভিধানে খুব একটা সুলভ শব্দ নয়। কিন্তু এই ক্ষমা চাওয়া কি শুধুই অনুতাপ, নাকি ড্যামেজ কন্ট্রোল? ঘটনার পরেই দেখা গেল পুলিশ ও প্রশাসনের ওপর খাঁড়া নেমে আসতে। একাধিক আইপিএস এবং আইএএস অফিসারকে শোকজ করা হল, বিভাগীয় তদন্ত শুরু হল, গঠিত হল সিট (SIT)। এবং চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে ইস্তফা দিতে হল।

কিন্তু জনমানসে প্রশ্ন উঠছে, শতদ্রু দত্তের মতো প্রোমোটার বা আমলাদের 'বলির পাঁঠা' বানিয়ে কি আসল দোষীদের আড়াল করার চেষ্টা চলছে না? ১৩ ডিসেম্বরের ফুটেজে দেখা গেছে, মেসির আশপাশে যাঁরা ভিড় করেছিলেন, যাঁরা হাসিমুখে ফ্রেমে থাকার চেষ্টা করছিলেন, তাঁরা কারা? অভিযোগের আঙুল উঠছে দলের অত্যন্ত প্রভাবশালী কিছু মুখ এবং 'ফার্স্ট ফ্যামিলি'-র ঘনিষ্ঠদের দিকে। পুলিশ বা ক্রীড়ামন্ত্রীকে সরিয়ে কি সেই ভিআইপি-দের দায় ঢাকা দেওয়া যাবে? আমলারা তো হুকুমের দাস, হুকুম যাঁরা দিয়েছিলেন, সেই রাজনৈতিক দাদারা কেন ধরাছোঁয়ার বাইরে?

অভিষেকের নীরবতা : কৌশল নাকি দূরত্ব?

এই গোটা পর্বে আরও একটি বিষয় নজর কেড়েছে, তা হল, দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা। আরজি কর কাণ্ডের সময় যেমন তিনি দীর্ঘ সময় নীরব ছিলেন, মেসির ঘটনাতেও তিনি মুখে কুলুপ এঁটেছেন। যখন খোদ মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমা চাইছেন, দলের মুখপাত্ররা সংবাদমাধ্যমে ড্যামেজ কন্ট্রোলে ঘাম ঝরাচ্ছেন, তখন অভিষেক কিন্তু এই বিষয়ে একটিও শব্দ খরচ করেননি। উলটে দেখা গেল, এই উত্তাল পরিস্থিতির মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি ব্যস্ত তাঁর নিজের নির্বাচনি কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারের নিজস্ব প্রকল্প 'সেবাশ্রয় ২'-এর প্রচার নিয়ে। রাজ্যজুড়ে তোলপাড় করা এই ঘটনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিজের 'মস্তিষ্কপ্রসূত' প্রকল্প নিয়ে এই পোস্ট কি বুঝিয়ে দিচ্ছে না যে, তিনি সচেতনভাবেই এই বিতর্ক থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখছেন? রাজ্যের ভাবমূর্তির সংকটের চেয়েও কি তাঁর কাছে নিজের কেন্দ্রের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা বেশি জরুরি? রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, অভিষেক হয়তো বুঝতে পারছেন এই ঘটনার নেতিবাচক প্রভাব সুদূরপ্রসারী, তাই নিজের 'ক্লিন ইমেজ' বজায় রাখতে তিনি মেপে পা ফেলছেন।

> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই তাঁর রাজনীতিতে বাঙালি আবেগকে তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করেছেন, বিজেপির 'বহিরাগত' তকমার বিরুদ্ধে 'বাঙালি অস্মিতা-কে গর্বের ঢাল হিসেবে খাড়া করেছেন। কিন্তু মেসির এই ঘটনা সেই গর্বের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। বাংলার মানসম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে তাঁরই দলের কিছু নেতার আত্মপ্রচার। মমতার সযত্নে লালিত 'বাঙালি গর্ব'-র ন্যারেটিভ আজ ছিন্নভিন্ন। এবং একজন পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা হাড়েমজ্জায় টের পাচ্ছেন।

শেষের শুরু, নাকি ফিনিক্স পাখির মতো উত্থান?

বিরোধীরা এবং সমালোচকদের অনেকেই বলছেন, এটি মমতার পতনের শুরু। যে আবেগ এবং গর্বের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি রাজনীতি করেছেন, তা আজ প্রশ্নের মুখে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতির ময়দানে কাঁচা খেলোয়াড় নন। তিনি জানেন, কীভাবে ন্যারেটিভ বা রাজনীতির অভিমুখ বদলে দিতে হয়। অতীতেও বহু কঠিন পরিস্থিতি থেকে তিনি ঘুরে দাঁড়িয়েছেন।

অরূপ বিশ্বাসের ইস্তফা বা অফিসারদের শাস্তি দিয়ে তিনি হয়তো সাময়িক ক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টা করছেন। এখন দেখার বিষয়, তিনি কি সত্যিই দলের ভেতরের আগাছা পরিষ্কার করার সাহস দেখাবেন, নাকি সবটাই লোকদেখানো মহড়া হিসেবেই থেকে যাবে? ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে এই 'মেসি-ধাক্কা' কি তৃণমূলের কফিনে শেষ পেরেক হবে, নাকি মমতা তাঁর রাজনৈতিক জাদুবলে আবার পাশার দান উলটে দেবেন?

বাঙালির আবেগ বড় বালাই। একবার আঘাত পেলে তা সহজে সারে না। মেসির ছেড়ে যাওয়া ফাঁকা মাঠ আর ক্ষুব্ধ মুখগুলো বাংলার মানুষ সহজে ভুলবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভের আঁচ অনুভব করছেন ঠিকই, কিন্তু সেই উত্তাপ তাঁকে পুড়িয়ে দেবে নাকি ইস্পাতের মতো আরও কঠিন করে তুলবে, তার উত্তর দেবে আগামী সময়। তবে এটুকু নিশ্চিত, ১৪ বছরের শাসনে এমন অস্বস্তিকর এবং লজ্জাজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি তাঁকে আগে কখনও হতে হয়নি।

(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

আজ

১৯৭৮

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা রীতেশ দেশমুখ।

১৯৩১

অভিনেতা দিলীপ রায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

যদি এমন অভিযোগ আসে যে, বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে বা এমন কিছু নজরে আসে যে কোনও অবৈধ ভোটার বা এএসডিডি তালিকাভুক্ত কারও নাম ইচ্ছাকৃতভাবে খসড়া তালিকায় রাখা হয়েছে, তাহলে উভয় ক্ষেত্রে যাঁরা এজন্য দায়ী, তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে।

- মনোজ আগরওয়াল

ভাইরাল/১

প্রচণ্ড ঝড়ে 'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি' ভেঙে পড়ার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। তবে আমেরিকার মূল মূর্তিটি নয়। ব্রাজিলের গুয়াইবা শহরে এর একটি প্রতিলিপি স্থাপন করা হয়েছিল। সেটিই ভেঙেছে। কোনও অঘটন অবশ্য ঘটেনি।

ভাইরাল/২

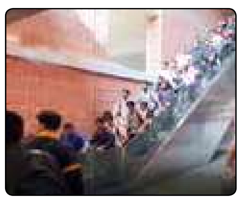

ঢাকার ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অন্যান্য দিনের মতো চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিলেন। স্বাভাবিকভাবে সিঁড়ি চলতে চলতে হঠাৎ করে সিঁড়ির গতিবেগ বেড়ে যায়। ভয়ে তাঁরা চিৎকার শুরু করে দেন। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নীচে নামার হুড়োহুড়ি শুরু হয়।

জনমন জনমত

ভুল থেকে শিক্ষা প্রয়োজন

কলকাতায় লিওনেল মেসির আগমন ছিল বাংলার ফুটবল ইতিহাসে এক অনন্য ও ঐতিহাসিক মুহূর্ত। কিন্তু সেই স্বপ্নের মুহূর্ত যথাযথ পরিকল্পনা ও শৃঙ্খলার অভাবে পরিণত হল লজ্জা, অব্যবস্থা ও হতাশার এক করুণ অধ্যায়ে। বিশ্বসেরা ফুটবল তারকা লিওনেল মেসি, উরুগুয়ের তারকা লুইস সুয়ারেজ এবং আর্জেন্টিনার রডরিগো ডি পল- এই তিন মহাতারকার উপস্থিতি সত্ত্বেও সাধারণ দর্শকরা সেই অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত থাকলেন, যার প্রধান কারণ ভিআইপি সংস্কৃতির দৌরাত্ম্য ও আয়োজকদের অপরিণামদর্শিতা।

বিশ্বমানের ফুটবলারদের আগমনের উদ্দেশ্য কেবল উচ্চবিত্ত বা ক্ষমতাশালী মহলের মনোরঞ্জন হওয়া উচিত নয়। বরং তাঁদের মাধ্যমে তরুণ ও জুনিয়ার ফুটবলারদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগস্থাপন করা জরুরি ছিল, যা ভারতীয় ফুটবলের গ্রাসরুট উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যবশত, সেই সুযোগও হাতছাড়া হয়েছিল।

কলকাতা যদিও গোটা ভারত সফরের সূচনা করেছিল, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা ছিল এক লজ্জার অধ্যায়। সল্টলেকের পর মেসি-সুয়ারেজ-ডি পলরা একে একে হায়দরাবাদ, মুম্বই এবং নয়াদিল্লিতে একই ধরনের ইভেন্টে অংশ নেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, কলকাতা বাদে এই তিনটি শহরই দেখিয়ে দিয়েছে আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল খেলোয়াড়দের নিয়ে ইভেন্ট কীভাবে সুশৃঙ্খল ও মর্যাদাপূর্ণভাবে আয়োজন করা যায়। তারা কলকাতার ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ভিআইপিদের নিয়ন্ত্রণ করে, দর্শকদের সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করে এবং পেশাদারিত্ব বজায় রেখে প্রমাণ করেছে যে, ভারতেও সফল আয়োজন সম্ভব।

মেসির কলকাতা সফর আমাদের একটি

বড় শিক্ষা দিয়ে গেল, শুধু বড় নাম আনলেই সফল আয়োজন হয় না, তার জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা, দর্শকবান্ধব মনোভাব এবং পেশাদার ব্যবস্থাপনা। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে এমন কোনও সুবর্ণসুযোগ এলে বাংলার ফুটবলপ্রেমীরা আর এই ধরনের স্বপ্নভঙ্গের শিকার হবেন না এবং এই লজ্জার দাগ মুছে ফেলা যাবে। সারা বিশ্বের কাছে কী বার্তা গেল ভারতের নামে? ইন্টারন্যাশনাল প্রায় সব নিউজ চ্যানেলে কলকাতায় মেসির সফর ঘিরে ভাঙচুর ও অব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এতে শুধু কলকাতা নয়, সমগ্র ভারত সম্পর্কেই একটা ভুল বার্তা পৌঁছাল বাইরের দেশের মানুষের কাছে।

অনির্বাণ বর্মন
গুমানিহাট, কোচবিহার।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

...কেউ না আসে তবে একলা চলো রে

রয়েছে নানা অভিযোগ। তবে নির্বাচন আধিকারিকদের অনেকেই দেশকে সঠিক পথে চালনার চেষ্টা করেছেন।

সুমন্ত বাগচী

ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। এবারের নির্বাচনে এসআইআর একটি বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে। চলতি মাসেই মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে যাবে, কত লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে। সীমিত ওভারের ক্রিকেট ম্যাচের শেষদিকে যেমন টানটান উত্তেজনা থাকে, ভোটকে কেন্দ্র করেও সেই উত্তেজনা যেন একই রকম। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অনেকটা আম্পায়ারের মতো। রাজ্যের শাসকদল ও বিরোধী দলগুলির লক্ষ্য শুধু কেন্দ্রের শাসকদল নয়, জাতীয় নির্বাচন কমিশনও। কেন্দ্রের অঙ্গুলিহেলনেই জাতীয় নির্বাচন কমিশন চলছে- এই অভিযোগ প্রতিনিয়ত শোনা যাচ্ছে।

সংবিধানের ৩২৪ নম্বর ধারায় নির্বাচন কমিশনকে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে যে বিপুল ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তা ১৯৯৩ সালের আগে ভারতবাসী পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারেননি। ১৯৯৩ সালে টিএন শেষণ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর একের পর এক সাহসী পদক্ষেপ শুরু করেন। তখনই মানুষ নির্বাচন কমিশনের প্রকৃত ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়। আজ থেকে প্রায় ৩০–৩২ বছর আগে ভারতের মতো বিপুল জনসংখ্যার দেশে সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র চালু করার কথা ভাবাই ছিল প্রায় অকল্পনীয়। কিন্তু টিএন শেষণ সেই স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তা বাস্তবায়িত করেছিলেন। ভোটে হিংসা, অর্থ ও পেশিশক্তির ব্যবহার রুখতে তিনি ছিলেন অকুতোভয়। তাঁর অসাধারণ পদক্ষেপগুলিই তার সাক্ষ্যবহন করে। সে সময় বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলই তাঁর বিরোধিতায় নেমেছিল। তবু শেষণ লক্ষ্য থেকে সরেননি। অবসরের আগে পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক দলের ঘনিষ্ঠ ছিলেন না।

টিএন শেষণ

এই প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিককালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য শান্তা দত্তকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কের কথাও উঠে আসে। ছাত্রজীবনে ছয়টি স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত এবং দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও স্থায়ী উপাচার্য পদের জন্য আবেদন করেও তিনি ইন্টারভিউয়ের ডাক পাননি।

আবার রাজ্যের নির্বাচন কমিশনার মীরা পান্ডের কথাই বা ভুলে যাই কী করে? মীরা পান্ডেকেও রাজ্য সরকারের তরফে চরম হেনস্তার মুখে পড়তে হয়েছিল। এঁদের কেউই কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন বা ছিলেন না।

সাধারণ মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে, বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে কিংবা সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে রাজনীতির সান্নিধ্যে আসে। প্রথমে সমর্থক, পরে কর্মী, শেষে নেতা- এই পথেই তাদের যাত্রা। এদের অনেকের মধ্যেই শেষপর্যন্ত 'আখের গোছানোর' প্রবণতাও দেখা যায়। তবে তারা সাধারণত ক্ষমতাসীন দলেই জায়গা করে নেয়। কারণ প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্যই ক্ষমতা। সেই ক্ষমতায় পৌঁছাতে সাধারণ মানুষের সমর্থন অপরিহার্য। কিন্তু সেই লক্ষ্যে অবিচল থাকতে গিয়ে অনেক সময় অন্যায়ের সঙ্গেও আপস করতে হয়।

তবে পৃথিবীতে এমন মানুষও আছেন, যাঁরা কোনও আপস করেননি- নিজের পথেই অবিচল থেকেছেন। গান্ধিজি তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। বাপু কোনওদিনই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যপদ গ্রহণ করেননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন রায়রাও কোনও রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন অনুভব করেননি। আজ প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি না পেলেও টিএন শেষণ যে আধুনিক ভারতের স্বচ্ছ নির্বাচন ব্যবস্থার জনক, সে কথা স্বীকার করতেই হয়।

অনেক কাল আগে ইবসেন তাঁর নাটক 'অ্যান এনিমি অফ দ্য পিপল'-এ লিখেছিলেন-

'যিনি একা চলতে পারেন তিনিই এই পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ।'

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩২০

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। যে গাছ পাতা ঝরাচ্ছে ৫। পায়ের চিহ্ন ৬। মূল বাড়ির বাইরে তৈরি ঘর ৮। মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধি ৯। তেল বের করার দেশি যন্ত্র ১১। পুজোয় আমের পল্লব দেওয়া জলপূর্ণ কলস ১৩। আহ্বান করা হয়েছে বা আমন্ত্রিত ১৪। জালার মতো মোটা পেট যার।

উপর-নীচ : ১। রূপের প্রতি মোহ ২। জল-কাদা ৩। একটি পরিচিত পাখির নাম ৪। যার মৃত্যু নেই ৬। বড় বোন বা দিদি ৭। যা ক্রমাগত দুলছে ৮। পোটলা বা গোছা ৯। নদীর সিঁড়ি বাঁধানো জায়গা ১০। জাহাজ বা নৌকার মেঝে ১১। জামায় ছাতা পড়া কালো কালো দাগ ১২। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের বিখ্যাত চরিত্র ১৩। পেশাই করা গম।

সমাধান ■ ৪৩১৯

পাশাপাশি : ১। কাহারবা ৩। সুরাহা ৫। অবরেসবরে ৬। কলমা ৭। ঊর্মিলা ৯। পরিসংখ্যান ১২। গরিমা ১৩। রাতারাতি।

উপর-নীচ : ১।কাপালিক ২।বাসব ৩।সুবাস ৪।হাঘরে ৫। অমা ৭। ঊন ৮। লালবাতি ৯। পরাগ ১০। সরমা ১১। খ্যাংরা।

বিন্দুবিসর্গ

ঘন কুয়াশায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১৩

মথুরা, ১৬ ডিসেম্বর : ঘন কুয়াশা প্রাণ কাড়ল অন্তত ১৩ জনের। মঙ্গলবার ভোরে মথুরার কাছে যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে প্রবল কুয়াশার জেরে একসঙ্গে দুর্ঘটনায় পড়ে সাতটি বাস এবং তিনটি ছোট গাড়ি। একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সেগুলিতে দ্রুত আগুন লেগে যায়। সেই অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় অন্তত ১৩ জন যাত্রীর। আহতের সংখ্যা কমপক্ষে ৭৫। এঁদের মধ্যে অন্তত জনা পঁচিশের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বাসগুলি যখন দুর্ঘটনায় পড়ে, তখন সব যাত্রীই গভীর ঘুমের মধ্যে ছিলেন। অনেকেই আগুন লাগার ঘটনা প্রথমে টের পাননি। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসগুলির একটি উত্তরপ্রদেশ সরকারের, বাকিগুলি বেসরকারি। প্রতিটি বাসই ভিড়ে ঠাসা ছিল। দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে নিহতদের পরিবারকে ২ লক্ষ এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করা হয়েছে। মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও।

অন্যদিকে দিল্লির ভয়াবহ বায়ুদূষণ নিয়ে ক্ষমা চেয়েছেন পরিবেশমন্ত্রী মঞ্জিন্দর সিং সিরসা। দূষণের জন্য তিনি আগের আপ সরকারকে দোষারোপ করেছেন।

বিবিসি'র বিরুদ্ধে হাজার কোটির মামলা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১৬ ডিসেম্বর : ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার মায়ামির ফেডারাল আদালতে দায়ের করা মামলায় তিনি ১০০০ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন তিনি। মামলার ৩৩ পাতার নথিতে অভিযোগ, ভুল ও বিভ্রান্তিকর খবর সম্প্রচার করে বিবিসি ইচ্ছাকৃতভাবে উসকানি দিয়েছে এবং তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছে।

ট্রাম্পের অভিযোগ, ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির ক্যাপিটল হামলা প্রসঙ্গে তৈরি একটি তথ্যচিত্রে তাঁর ভাষণ 'ভুলভাবে সম্পাদনা' করা হয়েছে। 'মার্চ অন দ্য ক্যাপিটল' ও 'ফাইট লাইক হেল'-এর মতো মন্তব্য দেখানো হলেও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের আহ্বান জানানো অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে। এতে দর্শকদের কাছে এমন ধারণা তৈরি হয়েছে যে, তিনি হামলার নির্দেশ দিয়েছিলেন— যা সম্পূর্ণ অসত্য বলে দাবি ট্রাম্পের। বিবিসি জানিয়েছে, তারা আইনি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত।

রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানকে কটাক্ষ ভারতের

নিউ ইয়র্ক, ১৬ ডিসেম্বর : রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করল ভারত। ইসলামাবাদে চলমান অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকটকে তাদের আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের ফল বলে দাবি করেছে দিল্লি। মঙ্গলবার রাষ্ট্রসংঘে ভারতের প্রতিনিধি হরিশ পর্বতনেনি 'শান্তি প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বদান' নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে একটি বিতর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের জেল, তাঁর দলকে নিষিদ্ধ করা এবং সামরিকবাহিনী কর্তৃক 'সাংবিধানিক অভ্যুত্থান' ঘটিয়ে চিফ অফ ডিফেন্স ফোর্সেস আসিম মুনিরকে আজীবনের জন্য আইনি রক্ষাকবচ দেওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন।

ভারতীয় প্রতিনিধি কটাক্ষের সুরে বলেন, 'এর মাধ্যমে পাকিস্তান জনগণের ইচ্ছাকে সম্মান জানানোর একটি অনন্য উপায়ের সন্ধান দিয়েছে। এই তালিকায় থাকবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে জেলে ভরা। পাকিস্তান তেহরিক ইনসাফকে নিষিদ্ধ করা, ২৭তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে সেনা শাসনের পথ প্রশস্ত করা এবং একজন সেনাপ্রধানকে আজীবনের জন্য রক্ষাকবচ দেওয়ার বিষয়টি।'

পর্বতনেনি পাকিস্তানকে 'সন্ত্রাসবাদের বৈশ্বিক উৎসস্থল' হিসাবে আখ্যা দিয়ে, জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে ইসলামাবাদের যে কোনও দাবিকে 'অযাচিত' বলে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।

মনরেগা'র নাম বদলে অস্বস্তি পদ্মের

বঙ্গে আক্রমণাত্মক প্রচারের নির্দেশই সার

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : মনরেগা সহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বকেয়া টাকা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সরব রাজ্য সরকার। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগকে সামনে রেখে রাজনৈতিক চাপ বাড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে তৃণমূল। এমন সময়ে কেন্দ্রের তরফে মনরেগা প্রকল্পের নাম বদলের সিদ্ধান্তে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। বিরোধীদের অভিযোগ, এই নাম বদলের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে বিজেপির বাঙালি বিদ্বেষ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া 'মহাত্মা' উপাধি মুছে ফেলার মধ্য দিয়ে বাঙালির আবেগ ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ওপর আঘাত হানতেই এই পদক্ষেপ, এমন দাবিই উঠছে রাজনৈতিক মহলে।

এই ইস্যু যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জন্য অস্বস্তির কারণ হতে পারে, তা বাংলার বিজেপি নেতৃত্বের অন্দরেও স্বীকার করা হচ্ছে। দলের অন্দরে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে, মনরেগা নাম বদলের সিদ্ধান্ত ২০২৬-এর আগে বিজেপিকে কিছুটা হলেও 'ব্যাকফুটে' ঠেলে দিতে পারে। সেই কারণেই নিজেদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত উত্তরবঙ্গে সংগঠনকে আরও সক্রিয় করে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন বিজেপির শীর্ষনেতৃত্ব। সম্প্রতি খগেন মুর্মুর ওপর হামলার ঘটনাকে সামনে রেখে সহানুভূতির আবহ তৈরি করাই হতে পারে বিজেপির অন্যতম রাজনৈতিক অস্ত্র, এমনটাই দলীয় সূত্রে খবর। এমনকি সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ও এই দিকনির্দেশ খগেন মুর্মুকে দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গকে সামনে রেখে

আক্রমণাত্মক রাজনৈতিক বার্তা ছড়ানোর কৌশলেই তাই আপাতত ভরসা রাখতে চাইছে দল।

তবে বাস্তব চিত্র কিছুটা ভিন্ন। উত্তরবঙ্গ জুড়ে এখনও পর্যন্ত চোখে পড়ার মতো কোনও বড় মিছিল, আন্দোলন বা ধারাবাহিক প্রচার কর্মসূচি দেখা যায়নি। নির্বাচন কার্যত দোরগোড়ায় এসে পৌঁছোলেও বিজেপির সংগঠন যে এখনও পুরোপুরি চাঙ্গা নয়, তা দলীয় সূত্রেই স্বীকার করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, দায়িত্ব নেওয়ার পর এতদিন কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত বিজেপির রাজ্য কমিটি গঠনই সম্পন্ন হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা দুই কেন্দ্রীয় নেতা ধর্মেন্দ্র প্রধান ও বিপ্লব দেব দায়িত্ব পাওয়ার পর রাজ্যের সাংসদদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করছেন বা স্পষ্ট রোডম্যাপ দিচ্ছেন, এমন চিত্রও নেই বলেই খবর।

এই প্রসঙ্গে মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, 'এখনও পর্যন্ত বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে ধর্মেন্দ্র প্রধান বা বিপ্লব দেবের সঙ্গে আমাদের কোনও বৈঠক হয়নি। তবে নতুন বছরের শুরুতেই আশা করছি এই সংক্রান্ত বৈঠক হবে এবং পরবর্তী রোডম্যাপ আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।' তবে তিনি দাবি করেছেন, উত্তরবঙ্গ বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হিসেবেই থাকবে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও সেখানে দল ভালো ফল করবে এবং আগের নির্বাচনের তুলনায় আসন সংখ্যা আরও বাড়বে বলেই তাঁর আত্মবিশ্বাস। তবে কীসের ভিত্তিতে এই দাবি, সেই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিতে পারেননি খগেন মুর্মু। ভোট যখন একেবারে দোরগোড়ায়, তখন এই অনিশ্চয়তা আদৌ বিজেপির জন্য বোঝা হয়ে উঠবে কি না, সেই প্রশ্ন এড়িয়েই গিয়েছেন তিনি।

গান্ধি ব্রাত্য, ক্ষুব্ধ বিরোধীরা

লোকসভায় পেশ জি রাম জি বিল

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : তুমুল বিরোধী বিক্ষোভের মধ্যেই মঙ্গলবার লোকসভায় পেশ হল বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বা ভিবি জি রাম জি বিল, ২০২৫। কংগ্রেস, সপা, তৃণমূল সহ বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট বা মনরেগা থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম মুছতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। যদিও কেন্দ্রীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের দাবি, 'মহাত্মা গান্ধির ভাবনা দ্বারাই অনুপ্রাণিত এবং রাম রাজ্যের স্থাপনের লক্ষ্যেই এই বিলটি পেশ করা হয়েছে।' নতুন বিলে ১০০ দিনের জায়গায় ১২৫ দিনের কাজের কথাও বলা আছে বলে জানান তিনি।

এদিন সংসদের ভিতরে ও বাইরে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প থেকে গান্ধিজির নাম বাদ দেওয়ার একযোগে বিরোধিতা করেন বিরোধী সদস্যরা। গান্ধি মূর্তির পাদদেশে জাতির জনকের ছবি হাতে বিক্ষোভ প্রদর্শনও করেন বিরোধী সাংসদরা। প্রিয়াংকা বলেন, 'প্রতিটি প্রকল্পের নাম বদলের এই পাগলামির অর্থ কী? প্রতিবার এই ধরনের পদক্ষেপ করার জন্য কেন্দ্রের প্রচুর টাকা খরচ হয়।' ওয়েনাডের সাংসদের খোঁচা, 'মহাত্মা গান্ধি আমার পরিবারের কেউ ছিলেন না। কিন্তু উনি আমার পরিবারের সদস্যদেরই মতোই ছিলেন। গোটা দেশ এমনটাই মনে করে।'

চাঁছাছোলা ভাষায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করেছেন বিদেশ সফররত লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এক্সে তিনি লিখেছেন, 'জি রাম জি বিল মহাত্মা গান্ধির আদর্শের প্রতি অপমান। মোদিজি দুটি জিনিসকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। একটি হল মহাত্মা গান্ধির আদর্শ ও অপরটি হল, গরিবদের অধিকার।' রাহুলের তোপ, 'এই প্রকল্পটিকে নিয়ে সবসময় প্রধানমন্ত্রীর গাত্রদাহ ছিল। গত ১০ বছর ধরে তিনি এটিকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছেন। এখন তিনি মনরেগাকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর।'

এদিন কংগ্রেসের সুরে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেন, 'রাম দেশজুড়ে প্রণম্য। কিন্তু এই দেশ গঠনের নেপথ্যে গান্ধিজির কৃতিত্ব অনেকখানি। দেশের স্বাধীনতায় তাঁর অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারেন না।' ১০০ দিনের কাজে পশ্চিমবঙ্গ সহ রাজ্যগুলির প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রবীণ সাংসদ বলেন, 'এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ৯০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬০ শতাংশ করা হচ্ছে। এর ফলে রাজ্যগুলির ওপর চাপ বাড়ছে।' অবিলম্বে বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর দাবিও তুলেছেন সৌগত। সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক বিষয়ে মোদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়া কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরও সমালোচনা করেছেন কেন্দ্রের।

লোকসভায় তিনি বলেন, 'গান্ধিজির রাম রাজ্য আসলে সামাজিক রাম রাজ্য। সেখানে গ্রামস্বরাজের কথা বলা হত। কিন্তু বিজেপি যা করছে তা দেখে ছোটবেলায় শোনা একটি গান মনে পড়ছে। দেখো দিবানো এ কাম না করো, রাম কা নাম বদনাম না করো।' এদিন বিলটি পেশ হওয়ার পর ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি ওয়াকআউট করে বিরোধীরা। সপা সভাপতি, ডিএমকের টিআর বালু প্রমুখও বিলটির বিরোধিতা করেন।

সংসদে গান্ধিমূর্তির সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন প্রিয়াংকা গান্ধি সহ বিরোধীদের। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে।

> জি রাম জি বিল মহাত্মা গান্ধির আদর্শের প্রতি অপমান। মোদিজি দুটি জিনিসকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। একটি হল মহাত্মা গান্ধির আদর্শ ও অপরটি হল, গরিবদের অধিকার।
> **- রাহুল গান্ধি**

> রাম দেশজুড়ে প্রণম্য। কিন্তু এই দেশ গঠনের নেপথ্যে গান্ধিজির কৃতিত্ব অনেকখানি। দেশের স্বাধীনতায় তাঁর অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারেন না।
> **- সৌগত রায়**

> গান্ধিজির রাম রাজ্য আসলে সামাজিক রাম রাজ্য। সেখানে গ্রামস্বরাজের কথা বলা হত। কিন্তু বিজেপি যা করছে তা দেখে ছোটবেলায় শোনা একটি গান মনে পড়ছে। দেখো দিবানো এ কাম না করো, রাম কা নাম বদনাম না করো।
> **- শশী থারুর**

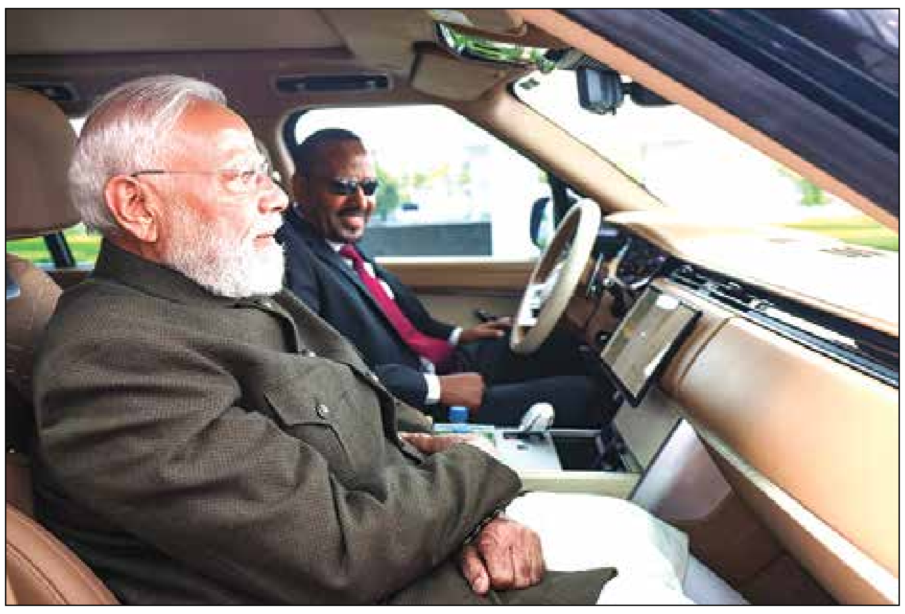

চালকের আসনে ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী। পাশে নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার আদ্দিস আবাবায়।

মোদির বক্তব্যে নেই বাংলাদেশ

হাসিনা ফিরতে পারবেন না, আত্মবিশ্বাসী ইউনূস

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১৬ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন। তবে গোটা বক্তব্যে একবারের জন্যও ঠাঁই পায়নি 'বাংলাদেশ' শব্দটি। মোদি লিখেছেন, 'বিজয় দিবসে আমরা সেই সাহসী সৈন্যদের স্মরণ করছি যাঁদের আত্মত্যাগ ১৯৭১ সালে ভারতকে ঐতিহাসিক জয় এনে দিয়েছিল। তাঁদের দৃঢ় সংকল্প এবং নিঃস্বার্থ সেবা আমাদের জাতিকে রক্ষা করেছে।' রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও এদিন ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকার কথা স্মরণ করেছেন।

বিপরীতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস এদিন সকালে ঢাকার সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি দাবি করেছেন যে, গণঅভ্যুত্থানে

বিজয় দিবস

পরাজিত 'ফ্যাসিস্ট শক্তি' আর কখনও বাংলাদেশের মাটিতে ফিরে আসতে পারবে না। তাঁর ইঙ্গিত যে ভারতে আশ্রয় নেওয়া বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি ছিল, সে ব্যাপারে একমত কূটনৈতিক মহল। ইউনূস জানান, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পথে বাংলাদেশ অবিচল থাকবে। আসন্ন নির্বাচন সম্পন্ন হলে এই শক্তির দেশে ফেরার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'ফ্যাসিস্ট শক্তির নির্বাচন বানচাল করার সব অপচেষ্টা ব্যর্থ হবে এবং দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা কেউ থামাতে পারবে না। পরাজিত ফ্যাসিস্ট শক্তি বাংলাদেশের পবিত্র মাটিতে আর কখনও ফিরে আসতে পারবে না। ভয় দেখিয়ে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে কিংবা রক্ত ঝরিয়ে এই দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা থামানো যাবে না।'

কলকাতায় বিজয় দুর্গ সহ বিভিন্ন জায়গায় নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি পালিত হয়েছে, যেখানে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানের কথা স্মরণ করা হয়। তবে বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান নিয়ে নীরবতা পর্যবেক্ষকদের নজর এড়ায়নি।

ইথিওপিয়ায় মোদি

আদ্দিস আবাবা, ১৬ ডিসেম্বর: তিন দেশ সফরের দ্বিতীয় ধাপে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মঙ্গলবার ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় পৌঁছেছেন। এদিন বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন ইথিওপিয়ার নোবেল শান্তি পুরস্কার জয়ী প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ আলি নিজে। মোদিকে সায়েন্স মিউজিয়াম এবং ফ্রেন্ডশিপ পার্ক সফরে নিয়ে যান তিনি। এক্স হ্যান্ডেলে মোদি লিখেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ আলির বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানানোর আন্তরিকতায় আমি সম্মানিত। ভারত ও ইথিওপিয়ার মধ্যে গভীর সভ্যতাগত বন্ধন রয়েছে।'

ভারতে ফের তালিবান মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : ভারতের সঙ্গে স্বাস্থ্য ও ওষুধ শিল্পে সহযোগিতা জোরদার করতে মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে এলেন তালিবান সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী নূর জালাল জালালি। গত তিন মাসে তিনিই তৃতীয় শীর্ষ তালিবান নেতা, যিনি ভারতে সফরে এলেন। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান বিদেশমন্ত্রকের যুগ্মসচিব আনন্দ প্রকাশ। এই সফরে জালালি তাঁর ভারতীয় সমকক্ষ ও স্বাস্থ্য-ওষুধ শিল্পের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

নামল সেনসেক্স

মুম্বই, ১৬ ডিসেম্বর : ফের ধাক্কা ভারতীয় শেয়ার বাজারে। সপ্তাহের দ্বিতীয় লেনদেনের দিনে সেনসেক্স ৫৩৩.৫০ পয়েন্ট নেমে ৮৪৬৭৯.৮৬ পয়েন্টে পৌঁছেছে। একইভাবে নিফটিও ১৬৭.২০ পয়েন্ট নেমে থিতু হয়েছে ২৫৮৬০.১০ পয়েন্টে। এদিনের লেনদেন শেষে লগ্নিকারীরা খুইয়েছেন প্রায় ৩ লক্ষ কোটি টাকা।

আইনের হিন্দি নামে উত্তর-দক্ষিণে বিভাজনের ছায়া

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, সবকা বিমা, সবকি রক্ষা বিল বা একেবারে হাতে গরম বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বা ভিবি জি রাম জি বিল। মোদি জমানায় একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ আইনের নামকরণে যেভাবে হিন্দিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, তাতে নতুন করে হিন্দি আগ্রাসন বিতর্ক উসকে উঠেছে। হাতছানি দিতে শুরু করেছে হিন্দি বনাম অ-হিন্দিভাষী দ্বন্দ্ব। ইতিমধ্যে বিরোধীরা বলতে শুরু করেছে, কেন্দ্রের এই প্রচেষ্টা আসলে ভাষার মাধ্যমে দেশের বৈচিত্র্যকে মুছে দেওয়ার একটি সূক্ষ্ম কৌশল।

দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিবিদরা ইতিমধ্যে এই পদক্ষেপকে সরাসরি হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন। পর্যবেক্ষকদের মতে, এত দিন পর্যন্ত প্রতিটি কেন্দ্রীয় বিলের একটি হিন্দি ও একটি ইংরেজি নাম রাখার ঐতিহ্য ছিল। কিন্তু মোদি জমানায় সেই প্রথা ভেঙে নতুন আইনগুলির নামকরণ করা হচ্ছে শুধুমাত্র হিন্দিতে। যেমন, মনরেগা-র বদলে আসতে চলেছে 'ভিবি জি রাম জি' ও উচ্চশিক্ষা সংস্কার বিলের নাম হয়েছে 'বিকশিত ভারত শিক্ষা অধিষ্ঠান বিল'। লোকসভায় যখন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান নতুন বিল পেশ করেন, তখনই শুরু হয় তীব্র আপত্তি। আরএসপি নেতা এনকে প্রেমচন্দ্রন বলেন, 'এই নামগুলো উচ্চারণ করা আমার পক্ষে কঠিন। সংবিধানের ৩৪৮(বি) অনুচ্ছেদ অনুসারে নতুন আইনের নাম ইংরেজিতে থাকা বাধ্যতামূলক, তাই এই নতুন প্রথাটি সংবিধানের লঙ্ঘন।'

> ৭৫ বছরের প্রথা হঠাৎ কেন ভাঙা হচ্ছে? এটি অ-হিন্দিভাষী জনগণের প্রতি স্পষ্ট অবমাননা।
> **পি চিদম্বরম**

কংগ্রেসের জ্যোতিমণি, ডিএমকে-র টিএম সেলভাগানাপতিও একমত হয়ে এই বিষয়টিকে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া বলেই আখ্যা দেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম এক্সে লিখেছেন, '৭৫ বছরের প্রথা হঠাৎ কেন ভাঙা হচ্ছে? এটি অ-হিন্দিভাষী জনগণের প্রতি স্পষ্ট অবমাননা।' সংবিধানের ৩৪৮(১)(বি) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সংসদ অন্যথা সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত সমস্ত কেন্দ্রীয় আইন ও বিধি ইংরেজিতে থাকা বাধ্যতামূলক। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিলগুলির হিন্দি নামকরণের ঘটনা দেশের উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে বিভেদ আরও গভীর হওয়ার আশঙ্কা দেখাচ্ছে।

ন্যাশনাল হেরাল্ডে স্বস্তি সোনিয়া, রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় স্বস্তি পেলেন সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। মঙ্গলবার দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালত তাঁদের বিরুদ্ধে দায়ের করা ইডির চার্জশিটটি গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। আদালতের বিশেষ বিচারক (পিসি অ্যাক্ট) বিশান গোগনে জানিয়ে দেন, পিএমএলএ-তে ইডি যে অভিযোগ দায়ের করেছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, মামলাটি ব্যক্তিগত অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের হয়েছিল, এফআইআরের ভিত্তিতে নয়। তবে ইডির তদন্ত চালিয়ে যেতে কোনও অসুবিধা নেই বলে আদালত জানিয়ে দিয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই আদালতের এই নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছে কংগ্রেস। ওয়েনাডের সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা বলেন, 'আমরা বারবার বলেছি, সত্যের জয় হবে। ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় কিছু নেই। এটাই সত্য। সরকার এই মামলাটিকে অহেতুক টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এই সংস্থা থেকে কারও পক্ষে টাকা বের করা সম্ভবই নয়। কেউ সেটা ব্যবহার করতে পারবে না, আর কেউ কিছু বিক্রি করতে পারবে না। এই সত্যিটা আদালত সহ সবাই জানে। শেষপর্যন্ত সত্যিটা সামনে চলেই এল।' কংগ্রেসের তরফে সমাজমাধ্যমে বলা হয়েছে, সত্যের জয় হয়েছে।

মৃত ৭

মেক্সিকো সিটি, ১৬ ডিসেম্বর : জরুরি অবতরণ করতে গিয়ে একটি কারখানার ছাদে ভেঙে পড়ে প্রাইভেট জেট বিমানটি। মেক্সিকোর আকাপুলকো থেকে সান মাতেও আতেনকো শিল্পাঞ্চলে বিমানটি ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের।

লোন মেটাতে কিডনি বিক্রি কৃষকের

মুম্বই, ১৬ ডিসেম্বর : কৃষিকাজে ক্রমাগত লোকসানের জেরে দুধের ব্যবসা শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুরের এক চাষি। এজন্য একাধিক মহাজনের কাছ থেকে তিনি এক লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। ঋণের সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে ৭৪ লক্ষ টাকায় পৌঁছোয়। ঋণের অর্থ ফুলেফেঁপে যে অঙ্কে পৌঁছোয় তাতে বেসামাল হয়ে পড়েন রোশন সদাশিব কুড়ে। একদিকে ঋণ মেটাতে না পারা, অন্যদিকে মহাজনের চাপ। শেষে এক মহাজনেরই পরামর্শে কিডনি বিক্রি করেন। সেজন্য কুড়েকে কম্বোডিয়ায় যেতে হয়। দুধের ব্যবসা ভালোভাবে শুরু হওয়ার আগেই রোশন সদাশিবের কেনা গোরুগুলো একের পর এক মরতে থাকে। অন্যদিকে জমির ফসল নষ্ট। ঋণ বাড়তে থাকলে হয়রানি শুরু করেন মহাজনেরা। ঋণ মেটাতে তিনি প্রথমে জমি বেচেন। তারপর ট্র্যাক্টর। একে একে হাত পড়ে বাড়ির মূল্যবান জিনিসে। তবুও ঋণ শোধ হয় না। রোশন সদাশিব কুড়ের অবস্থা দেখে এক মহাজনই তাঁকে কিডনি বেচার কথা বলেন। এজন্য তাঁকে এজেন্টের সাহায্য নিতে হয়েছে। কিডনি বেচতে এজেন্টের সঙ্গে প্রথমে কলকাতা যান। কলকাতা থেকে কম্বোডিয়ায়। সেখানে কিডনি বেচে পান ৮ লক্ষ টাকা। সদাশিব এখন কার্যত নিঃস্ব। কিডনি বিক্রির টাকায় ঋণের সামান্য অংশ মেটাতে পেরেছেন। কুড়ে জানিয়েছেন, তিনি শারীরিক ও মানসিক কষ্টে রয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রশাসন কি কোনও ভূমিকা নিতে পারে না? কুড়ে এও জানিয়েছেন, ন্যায়বিচার না পেলে তিনি ও তাঁর পরিবার মুম্বইয়ে মন্ত্রালয়ের সামনে আত্মাহুতি দেবেন।

বন্ডির হত্যাকাণ্ডে ভারতীয় হামলাকারী

হায়দরাবাদ ও সিডনি, ১৬ ডিসেম্বর : অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বন্ডি সমুদ্রসৈকতে রবিবার হানুক্কা উৎসব চলাকালীন ঘটা হামলায় জড়িত বন্দুকবাজ সাজিদ আক্রাম আদতে ভারতের হায়দরাবাদের বাসিন্দা ছিলেন। মঙ্গলবার একথা জানিয়েছে তেলেঙ্গানা পুলিশ। এর আগে বিভিন্ন সূত্রে ৫০ বছর বয়সি সাজিদকে পাকিস্তানের করাচি শহরের বাসিন্দা বলে দাবি করা হচ্ছিল। সেই দাবি খারিজ করে তেলেঙ্গানা পুলিশ মঙ্গলবার জানিয়েছে, সাজিদ আক্রাম ২৭ বছর আগে ছাত্র ভিসায় অস্ট্রেলিয়ায় চলে যায়। হায়দরাবাদে পরিবারের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল না বললে চলে।

সাজিদ এবং তার ২৪ বছর বয়সি ছেলে নাভিদ রবিবার বন্ডি সৈকতে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে ১৯ জনকে হত্যা করে। পরে পুলিশের গুলিতে সাজিদ নিহত হয়। নাভিদ গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পুলিশের হেপাজতে চিকিৎসাধীন রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ এই ঘটনাকে 'ইহুদি-অস্ট্রেলীয়দের বিরুদ্ধে হামলা' এবং 'শয়তানি কাজ, ইহুদি-বিদ্বেষ ও সন্ত্রাসবাদ' বলে অভিহিত করেছেন।

তেলেঙ্গানা পুলিশ আরও জানিয়েছে, সাজিদ ও তার ছেলের

জানাল তেলেঙ্গানা পুলিশ

চরমপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণগুলির সঙ্গে 'ভারত বা তেলেঙ্গানার কোনও সংযোগ পাওয়া যায়নি' বলেই প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ায় অভিবাসনের পর সাজিদ ছয়বার ভারতে এসেছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, ভারতে থাকা আত্মীয়দের সাজিদের মৌলবাদী চরমপন্থী মনোভাব সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না। সাজিদ ১৯৯৮ সালে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার আগে তার

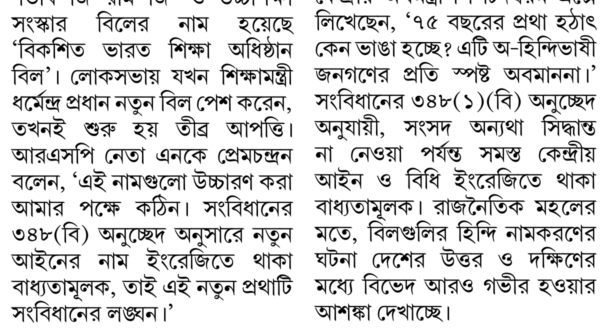

নামে পুলিশের কাছে কোনও রেকর্ড ছিল না। তদন্তের কাজে তেলেঙ্গানা প্রশাসন কেন্দ্র ও অস্ট্রেলিয়ার তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।

এর আগে ফিলিপিন্সের অভিবাসন দপ্তর নিশ্চিত করেছিল যে, সাজিদ আক্রাম ছিল ভারতীয় নাগরিক। ছেলে নাভিদের সঙ্গে গত বছর ১ নভেম্বর ভারতীয় পাসপোর্ট ব্যবহার করে সে ফিলিপিন্স সফর করেছিল।

তারা ২৮ নভেম্বর দাভাও থেকে ম্যানিলা হয়ে সিডনির উদ্দেশে রওনা দেয়। গোয়েন্দাদের অনুমান, অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য ফিলিপিন্স গিয়েছিল বাবা-ছেলে। এজন্য সাজিদ যে ভারতীয় পাসপোর্ট ব্যবহার করেছিল সেটি জাল কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বন্ডি হত্যায় জড়িত থাকার খবরে অবাক হায়দরাবাদবাসী সাজিদ আক্রামের পরিবার। তার ভাই জানান, সাজিদ ২৭ বছর আগে হায়দরাবাদ ছেড়ে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যায়। সেখানে এক খ্রিস্টান মহিলাকে বিয়ে করার পর পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

সরকারী সূত্র অনুযায়ী, সাজিদ কয়েকবছর আগে হায়দরাবাদে এলে সম্পত্তি নিয়ে ভাইদের মধ্যে ঝগড়াও হয়েছিল। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক তদন্তে ভারতে কোনও স্থানীয় যোগসূত্র খুঁজে পায়নি। তবে অস্ট্রেলিয়ার গোয়েন্দারা তদন্তের প্রয়োজনে ভারতীয় কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

ফিরছেন ধর্মেন্দ্র

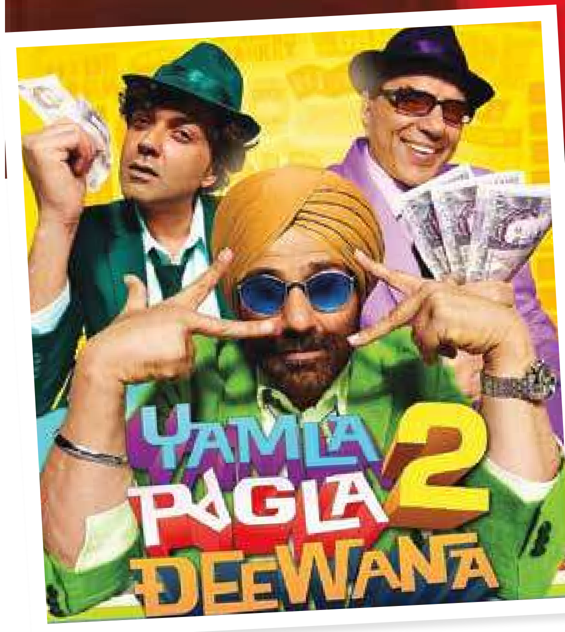

ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর প্রায় একমাস পরে, তাঁর ছবি 'ইয়ামলা পাগলা দিওয়ানা' পুনরায় মুক্তি পেতে চলেছে। ছবিটি ২০১১ সালে মুক্তি পেয়েছিল এবং এটি দর্শকরা খুব পছন্দও করেছিলেন। ধর্মেন্দ্রর পাশাপাশি ছবিতে উপস্থিত ছিলেন সানি দেওল ও ববি দেওল। এটি একটি পারিবারিক বিনোদনমূলক সিনেমা। টিভি এবং ওটিটিতেও ছবিটি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ছবির পুনরায় মুক্তির তারিখেও কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

প্রথমে ছবিটি এই শুক্রবার অর্থাৎ ১৯ ডিসেম্বর মুক্তি পাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তবে ধুরন্ধর ঝড়ের মাঝে এখনই ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে না। তাই ছবি মুক্তির তারিখ পুনরায় ঠিক করা হয়েছে ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি। এ বিষয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। 'ইয়ামলা পাগলা দিওয়ানা' ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন সমীর কৌশিক। এটি ২০১১ সালের হিট সিনেমার তালিকায় জায়গাও করে নিয়েছিল।

ধর্মেন্দ্রর শেষ ছবির কথা বলতে গেলে, তিনি কাজ করেছিলেন 'টোয়েন্টি-ওয়ান' ছবিতে, তবে সেটি মুক্তির আগেই তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। টুয়েন্টি-ওয়ান ২৫ ডিসেম্বর মুক্তি পাওয়ার কথা।

উল্লেখ্য, ছবিতে অভিনয় করেছেন অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্য নন্দা এবং অক্ষয়কুমারের ভাগ্নি সিমর ভাটিয়া।

কান্তারা দেবীকে অপমান, মুখ খুললেন ঋষভ

গোয়ায় আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভালে কান্তারার প্রশংসা করতে গিয়ে ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র দেবী চামুণ্ডাকে অপমান করেছিলেন রণবীর সিং। তাও নাকি ছবির নায়ক ঋষভ শেট্টির সামনে। রণবীর সমালোচিত হন, তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআরও হয়। এবার ঋষভ এই ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন। তিনি বলেছেন, 'আমি খুব অস্বস্তিতে পড়েছিলাম। হয়তো এটা অভিনয়, কিন্তু বিষয়টি পবিত্র, সংবেদনশীল। তাই আমি সবাইকে এই দেবীর নকল করতে বারণ করি। দেবদেবীরা আমাদের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে।'

কান্তারার দুটো ভাগই গবেষণা নির্ভর। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস, সংস্কৃতিকে তুলে ধরাই ছবির উদ্দেশ্য। ছবিতে তুলু প্রজাতির আরাধ্যা গুলিগা দেবীর বোন, চণ্ডিকারূপেই পূজিতা হন। তাঁকেই রণবীর হাসির পাত্রী করেছিলেন। তাঁর তুমুল সমালোচনা হলে রণবীর প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে নেন। তিনি বলেছেন, 'আমি ঋষভের কাজের প্রশংসা করতে চেয়েছিলাম। অভিনেতা হিসেবে জানি, এই অভিনয় কতটা কঠিন। আমি দেশের সংস্কৃতিকে সম্মান জানিয়ে এসেছি। আমার আচরণে যদি কারও ভাবাবেগ আহত হয়, তাহলে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।'

একনজরে সেরা ৫

প্রেমানন্দজি সমীপে

বিরাট কোহলি আর অনুষ্কা শর্মা লন্ডন থেকে মেসি-দর্শনে ভারতে এসেছেন। এই দম্পতি সম্প্রতি গিয়েছিলেন প্রেমানন্দজি মহারাজের কাছে। অনুষ্কার গলায় ছিল তুলসীর মালা, কপালে তিলক। তাঁরা বলেন, 'আপনার শরণে এসেছি মহারাজ'। মহারাজ বলেন, 'আমরা সবাই শ্রীজির সন্তান। আমাদের রাধানাম জপে যেতে হবে।' বাস্তবিক ওঁদের এখন মন্দিরে, কীর্তনেই বেশি দেখা যায়।

জোহরানই পছন্দ

মীরা নায়ারের ছবি এ স্যুটেবল বয়। ছবিতে ঈশান খট্টর নয়, সে চরিত্রে তাঁর পুত্র জোহরান মামদানিরই অভিনয়ের কথা ছিল। তাঁর মনসুন ওয়েডিং-এর ওয়ার্কশপেই পুত্রের নাচ ও অভিনয় দক্ষতার পরিচয় পান মা মীরা। কিন্তু বড় হয়ে জোহরান অভিনয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। ফলে ঈশানের আগমন—এক সাক্ষাৎকারে মীরাই জানিয়েছেন এ কথা।

আবার শিল্পা

শিল্পা শেট্টি ও তাঁর স্বামী রাজ কুন্দ্রার রেস্তোরাঁ ব্যাস্তিয়ন-এর বেঙ্গালুরু শাখার বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে। কর্ণাটক সরকার রেস্তোরাঁ খুলে রাখার সময়সীমা বেঁধে দিলেও ব্যাস্তিয়ন-এ রাত দেড়টা পর্যন্ত পার্টি হয় ১১ ডিসেম্বর। তাই এই আইনি পদক্ষেপ। এর আগে রেস্তোরাঁর মুম্বই শাখায় বিল নিয়ে ঝামেলা হয় বিগ বস-এর সত্য নাইডুর সঙ্গে।

ধুরন্ধর মামলা

আদিত্য ধর পরিচালিত ধুরন্ধর বিশ্ব বক্স অফিসে ৫৮৮ কোটির ব্যবসা করেছে। কিন্তু ছবিতে পাকিস্তানের লিয়ারিকে সন্ত্রাসবাদীদের কেন্দ্রস্থল হিসেবে দেখানো, পাকিস্তান পিপলস পার্টিকে অবমাননা করা ইত্যাদি অভিযোগে পাকিস্তানের এক সেশন কোর্টে ওই পার্টির মোহম্মদ আমির ধুরন্ধর-এর নির্মাতা, পরিচালকের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। এখনও পর্যন্ত পুলিশ অবশ্য কোনও পদক্ষেপ করেনি।

পাঠান ২, জুনিয়ার এনটিআর

ওয়ার ২ ছবিতে জুনিয়ার এনটিআর ভিলেন হয়েছিলেন। নায়ক হৃতিক রোশনের সঙ্গে তাঁর রসায়ন দর্শকের পছন্দ হয়নি। ৪০০ কোটির এই ছবি ফ্লপ হয়েছিল। তিনিই নাকি পাঠান ২-এ শাহরুখ খানের সঙ্গে পর্দায় থাকবেন। সূত্রের খবর, তিনি ভিলেনই হতে পারেন। যশরাজ ফিল্মসের সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক স্তরে কথা হয়েছে।

মেসিকে 'ফেরালেন' মীর? কিছু আঁচ করেছিলেন কি!

মেসির অনুষ্ঠান থেকে শেষ মুহূর্তে বেরিয়ে যান মীর? ঘটনাটা স্পষ্ট না হলেও আভাস কিন্তু সেই রকম, যদিও এই নিয়ে মীর মুখ খোলেননি। কিন্তু হাওয়ায় ভাসছে যে, সেদিন যুবভারতীর অনুষ্ঠানে সঞ্চালনার দায়িত্ব নাকি মীরকে দেওয়া হয়। মীর কাজটা করবেন বলেও রাজি ছিলেন। তবে শেষ মুহূর্তে তাঁর নাকি মনে হয় যে, এই অনুষ্ঠানে পেশাদারিত্বের অভাব রয়েছে। আর তখনই কাজটা ছেড়ে দেন মীর। তাঁর জায়গায় আসেন অনিন্দ্য সেনগুপ্ত।

অনিন্দ্য সেনগুপ্তও এই ব্যাপারে ভেতরের খবর কিছু জানাননি। শুধু বলেছেন, তাঁর এক সিনিয়রের কাজটা করার কথা ছিল। শেষ মুহূর্তে অনিন্দ্যর কাছে ফোন আসে। কয়েকটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে সঞ্চালনার জন্যে রাজি হয়ে যান অনিন্দ্য। তাছাড়া ফুটবলটা তাঁর ভীষণই প্রিয়। যুবভারতীতে সঞ্চালনার আগে তাঁকে ফোন করে শুভেচ্ছা জানান মীর। বিপর্যয়ের পরেও অবশ্য মীর ফোন করে তাঁর কুশল সংবাদ নিয়েছিলেন। সিনিয়রের এই আচরণে আপ্লুত অনিন্দ্য।

অক্ষয়, আনিজ রিইউনিয়ন

১৫ বছর পর আনিজ বাজমি ও অক্ষয়কুমার একসঙ্গে কাজ করবেন, নিশ্চিত করেছেন আনিজ নিজে। আনিজ বলছেন, 'এটি কমেডি ছবি। এখন চিত্রনাট্য লিখছি। এটা শেষ হলে, সব পরিকল্পনা করে শুটিং শুরু করব।' অক্ষয়ের সঙ্গে তাঁর সমীকরণ নিয়ে আনিজের বক্তব্য, 'আমাদের মধ্যে ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার একটা পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। যখন ওকে নতুন ছবির কথা বললাম, ও তো ভীষণ খুশি।'

উল্লেখ্য, এই দুজন শেষবার একসঙ্গে কাজ করেন ২০১১ সালের থ্যাংক ইউ ছবিতে। এই ছবিতে অক্ষয়ের চরিত্র স্ত্রী ও বান্ধবীর মধ্যে টানাপড়েনে ভুগবে। তেলুগু ছবি সংক্রান্তিকি ভাস্তুনাম থেকে ছবির গল্প নেওয়া হয়েছে। একে হিন্দি দর্শকদের মতো করে নির্মাণের জন্য আনিজ বেশ কিছু উপাদান রাখছেন ছবিতে। তবে মূল বিষয়বস্তু অটুট থাকবে। অক্ষয় এখন প্রিয়দর্শনের ছবি ভূত বাংলা, হ্যায়ওয়ান নিয়ে ব্যস্ত।

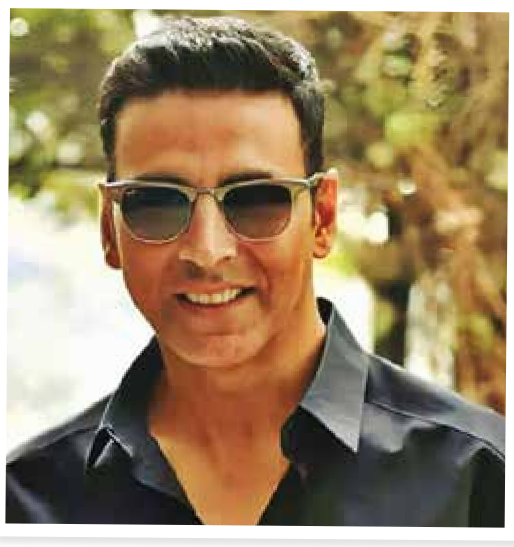

নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতেন সইফ?

২০০৮ সালে 'টশন' ছবির শুটিংয়ের সময়ে সইফ আলি খান করিনা কাপুরকে প্রেমের প্রস্তাব দেন। তখন করিনার সঙ্গে শাহিদ কাপুরের সদ্য বিচ্ছেদ হয়েছে। তিনি খুবই কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবার করিনার আগে সইফের কোনও বান্ধবীই ফিল্মের মানুষ ছিলেন না। ফলে গোড়ায় করিনাকে বুঝতে তাঁর সমস্যা হত। তিনি বলেছেন, 'করিনাকে বুঝতে পারতাম না। সম্পর্কের গোড়ার দিকে আবেগ বেশি থাকে। সে সময় ওর পুরুষ অভিনেতাদের নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতাম, ওদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতাম।' তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সইফ-করিনার সম্পর্ক মজবুত হয়েছে।

টিজারে বর্ডার ২

ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণের পর এই প্রথম সানি দেওল জনসমক্ষে এলেন। মঙ্গলবার বিজয় দিবস উদযাপনের দিন মুক্তি পেল সানি-অভিনীত ২০২৬-এর বহু প্রতীক্ষিত ছবি বর্ডার ২-এর টিজার। ১৯৭১ সালের ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই ছবি দেখিয়েছে দেশকে বাঁচাতে ভারতীয় সেনার সাহস ও সংগ্রামের কাহিনি। একইসঙ্গে চরিত্রগুলির ভালোবাসা, আবেগ, পারিবারিক সম্পর্ক, বলিদানও উঠে এসেছে। সানির সঙ্গে ছবিতে আছেন বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্জ, অহান শেট্টি প্রমুখ। ওঁদেরও ভারতীয় সেনার শৌর্যের প্রতিমূর্তি হিসেবে দেখা যাবে ছবিতে। বর্ডার ছবির হিন্দুস্তান হিন্দুস্তান গানটিকে নতুন করে উপস্থাপিত করা হয়েছে। নতুন বর্ডার ২ ছবিতে সন্দেশে আতেঁ হ্যায় গানটিকেও রাখা হয়েছে। এই অ্যালবাম রাজস্থানের ইন্দো-পাকিস্তান বর্ডারে প্রকাশ করা হবে। ছবিতে আছেন মোনা সিং, মেধা রানা, সোনম বাজওয়া প্রমুখ। ছবির পরিচালক অনুরাগ সিং। মুক্তি ২৩ জানুয়ারি, ২০২৬।

সানি সানশাইন। বিজয় দিবসে বর্ডার ২ ছবির টিজার মুক্তি উপলক্ষ্যে শৌর্যের প্রতীক হয়ে সানি দেওল।

সিতারোঁ কে সিতারে, আমিরের ঘোষণা

স্নায়ু সমস্যায় আক্রান্ত কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে আমির খান করেছিলেন সিতারে জমিন পর। এ ছবি মানুষের হৃদয় ছুঁয়েছে। এবার আমির নিয়ে এলেন সিতারোঁ কে সিতারে শীর্ষক তথ্যচিত্র, যার মূল বিষয়, এই সব কিশোর-কিশোরীদের বাবা-মায়ের জীবন-- তাঁদের পরিশ্রম, তাঁদের অসুস্থ ও অস্বাভাবিক সন্তানদের নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই এবং সন্তানদের ওপর তাঁদের বিশ্বাস। সম্প্রতি এই তথ্যচিত্রের ট্রেলার প্রকাশ করলেন তিনি। অংশগ্রহণকারী মা-বাবারা বলেছেন, তাঁদের সন্তানদের প্রতিপালনের কথা। জীবনের ওঠাপড়া, হতাশা, জয়ের, আনন্দের গল্প। শেষে আমির উপসংহারে বলেন, এই গল্পের আসল নায়ক-নায়িকা এই বাবা-মায়েরাই। ১৯ ডিসেম্বর ২০২৬-এ বড়পর্দায় মুক্তি পাবে এই তথ্যচিত্র।

ছোট্ট তারা

পুরাতন মালদা শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের সেঁজুতি বারুই জোড়াসাঁকোয় অনুষ্ঠিত জাতীয় যোগ প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে শহরের নাম উজ্জ্বল করেছে।

মহানন্দার চর যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ড

দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস ভাইস চেয়ারম্যানের

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ১৬ ডিসেম্বর : পুরাতন মালদা শহরের মহানন্দা নদীর তীরবর্তী এলাকাগুলি বর্তমানে উন্মুক্ত ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। পুরসভার সাফাইকর্মীরা শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের আবর্জনা নিয়ে এসে নদীর চরে ফেলে দিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এর জেরে স্বাভাবিকভাবে নদী ও পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। পাশাপাশি ওই আবর্জনাগুলি থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এমন দূষণ ও অসহনীয় দুর্গন্ধের কারণে স্থানীয় বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মঙ্গলবাড়ি স্কুলপাড়া সংলগ্ন নদীর চর, ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের নদীর তীরবর্তী সদরঘাট এলাকা, ৮ ও ২০ নম্বর ওয়ার্ডের নদী তীরবর্তী এলাকা, প্রথম মহানন্দা সেতু সংলগ্ন স্থানগুলিতে আবর্জনা জমতে জমতে স্তূপ হয়ে গিয়েছে। দিনের পর দিন এভাবে আবর্জনা জমায় তা পচে গিয়ে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। পথচারী ও স্থানীয়দের অভিযোগ, সকাল ও সন্ধ্যায় দুর্গন্ধ মাত্রাতিরিক্ত হয়ে ওঠে। এতে মঙ্গলবাড়ির মতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় টেকা দায় হয়ে উঠেছে।

স্থানীয় বাসিন্দা সুবোধচন্দ্র রায় ক্ষোভের সুরে বলেন, 'মহানন্দা ব্রিজ থেকে বুলবুলি মোড়ের দিকে হেঁটে যাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুর্গন্ধে শ্বাস নেওয়া কঠিন। নাকে রুমাল চেপে যাতায়াত করতে হয়। পুর কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের স্বাস্থ্য নিয়ে এত উদাসীন কেন, তা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। আবর্জনাগুলি নদীর চরে বা কোনও খাল-বিলে ফেলে পরিবেশ নষ্ট না করে স্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা হোক।'

তবে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রূপালি সরকারের দাবি, তাঁর ওয়ার্ডে নদীর ধারে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে না। সাফাইকর্মীরা প্রতিদিন আবর্জনা সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলে দিয়ে আসেন।

পরিবেশপ্রেমীদের মতে, নদীর চরে এভাবে আবর্জনা ফেলায় বর্ষাকালে তা সরাসরি মহানন্দার জলে গিয়ে মেশে। এতে নদীর বাস্তুতন্ত্র চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এমনকি আবর্জনার পচা জল চুইয়ে এলাকার ভূগর্ভস্থ জলকেও দূষিত করতে পারে। এর ফলে জলবাহিত রোগের সংক্রমণ বৃদ্ধির আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে।

এক পরিবেশপ্রেমী সংগঠন 'সহকার'-এর সম্পাদক রূপক দেব শর্মা এমন ঘটনাকে পরিবেশের জন্য গভীর উদ্বেগ বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর কথায়, 'মহানন্দার চরে কঠিন আবর্জনা ফেলা সম্পূর্ণ আইনবিরুদ্ধ কাজ। এর ফলে শুধু নদীর বাস্তুতন্ত্র নয়, বায়ু ও জল উভয়েরই দূষণ মারাত্মকভাবে বাড়বে। যে কঠিন বর্জ্য স্যানিটারি ল্যান্ডফিলে ফেলার কথা তা নদীর চরে ফেলা হচ্ছে। আমরা জেলা প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে এব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ করার দাবি জানাচ্ছি।'

২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা পুরাতন মালদা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলামের বক্তব্য, 'আবর্জনার সমস্যা নিয়ে আমার নতুন করে বলার কিছু নেই। তবে আমরা এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথে এগোচ্ছি। স্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জন্য জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। খুব দ্রুত ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি করা হবে। তারপর আর জঞ্জাল ফেলা নিয়ে কোনও সমস্যা থাকবে না।'

পুরাতন মালদা শহরের মঙ্গলবাড়ি মহানন্দা নদীর চরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আবর্জনা।

দুর্বিষহ

- মহানন্দা নদীর তীরবর্তী এলাকাগুলি বর্তমানে উন্মুক্ত ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে
- বিভিন্ন ওয়ার্ডের আবর্জনা নিয়ে এসে নদীর চরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের
- নদী ও পরিবেশ দূষিত হচ্ছে
- দূষণ ও অসহনীয় দুর্গন্ধের কারণে স্থানীয় বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে

শীত পড়তেই কম্বলের চাহিদা। বালুরঘাটের গীতাঞ্জলি মার্কেটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

আজ বোর্ড মিটিং

কার্তিকের উত্তরসূরি নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ১৬ ডিসেম্বর : দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে বুধবার পুরাতন মালদা পুরসভায় বোর্ড মিটিং হতে চলেছে। এই বৈঠকেই চূড়ান্ত হবে পুরসভার নতুন চেয়ারম্যানের নাম। দলীয় নির্দেশে কার্তিক ঘোষ ২৪ নভেম্বর পদত্যাগ করার পর থেকে পদটি শূন্য ছিল। নতুন চেয়ারম্যান কে, তা নিয়ে শহরে মঙ্গলবারও ছিল জোর জল্পনা। তৃণমূল সূত্রে খবর, নাম নিয়ে মতপার্থক্য থাকায় বোর্ড মিটিংয়েই চূড়ান্তভাবে নাম ঘোষণা হবে। তবে প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ লড়াইয়ে এগিয়ে বলে মনে করছেন অনেকে। হাওয়ায় নাম ভাসছে আরও অনেকের। জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী বলছেন, 'কাউন্সিলারদের দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। নিয়ম মেনেই চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা হবে এবং পুরসভায় নতুন চেয়ারম্যান দায়িত্ব নেবেন। আমরা দ্রুত প্রশাসনিক অচলাবস্থা কাটাতে বদ্ধপরিকর।'

লোকসভা নির্বাচনের পারফরমেন্সের ভিত্তিতে প্রশাসনিক স্তরে রদবদল করছে তৃণমূল। পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ হারাতে হয় কার্তিক ঘোষকে। চেয়ারম্যান না থাকায় শহরের পুর পরিষেবা ও প্রশাসনিক কাজে সমস্যার সৃষ্টি হয়। সম্প্রতি রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তর থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে দ্রুত চেয়ারম্যান নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়। তারপর থেকেই নতুন চেয়ারম্যান নিয়ে জল্পনা চলছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চেয়ারম্যানের নাম নির্ধারণে সোমবার জেলা নেতৃত্ব কাউন্সিলারদের নিয়ে বৈঠক করে। কিন্তু ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারেননি কাউন্সিলাররা। যে কারণে বুধবার বোর্ড মিটিংয়েই আনুষ্ঠানিকভাবে চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণার সিদ্ধান্ত। দলীয় সূত্রের খবর অনুযায়ী, চেয়ারম্যানের দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা ১১ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ। পুরসভা পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকায় তাঁকে বেছে নেওয়া হতে পারে বলে জল্পনা রয়েছে। তবে দৌড়ে রয়েছেন ৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার বৈশিষ্ট্য ত্রিবেদী, ১৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিশ্বজিৎ হালদার, ১৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার প্রিয়াংকা চৌধুরী গঙ্গোপাধ্যায়, ৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার শত্রুঘ্ন সিনহা বর্মাও।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্য তৃণমূল চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করতে পারছে না বলে অভিযোগ বিজেপির। বিজেপির নগর মণ্ডল সভাপতি তথা ২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার বাসন্তী রায় বলেন, 'তৃণমূল নিজেদের অভ্যন্তরীণ কলহে এতদিন ধরে চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করতে পারেনি। আমরা চিঠি পেয়েছি এবং বোর্ড মিটিংয়ে থাকব। যদি ভোটাভুটি হয়, তবে দলীয় নির্দেশ মেনে আমরা সিদ্ধান্ত নেব।'

> কাউন্সিলারদের দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। নিয়ম মেনেই চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা হবে এবং পুরসভায় নতুন চেয়ারম্যান দায়িত্ব নেবেন। আমরা দ্রুত প্রশাসনিক অচলাবস্থা কাটাতে বদ্ধপরিকর।
>
> **আব্দুর রহিম বক্সী**
> *জেলা সভাপতি, তৃণমূল*

ঐকমত্যে না পৌঁছোলে ভোটাভুটি ডালখোলায়

বরুণ মজুমদার

ডালখোলা, ১৬ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার রাত ১২টা পর্যন্ত দলের তরফে সর্বসম্মতিক্রমে চেয়ারম্যান পদে কোনও নাম উঠে না এলে বুধবার ডালখোলা পুরসভার চেয়ারম্যান পদের জন্য ভোটাভুটি হবে। ফলে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ঐকমত্যে পৌঁছোনো নিয়ে চাপানউতোর জারি থাকবে দলের অন্দরে। দলীয় নির্দেশে স্বদেশচন্দ্র সরকার ইস্তফা দেওয়ার পর তাঁরই অনুগামী বলে পরিচিত সুজনা দাসকে পুর চেয়ারম্যান পদে মেনে নেননি বিরোধী ১১ কাউন্সিলার। ফলে বিক্ষুব্ধদের নিয়ে দফায় দফায় আলোচনায় বসেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল এবং করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল। তবে তাতেও জট কাটেনি।

এদিকে, সুজনার নাম পরিবর্তন করার জন্য দলের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের কাছে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী আর দরবার করবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। ১০ নভেম্বর দলীয় নির্দেশে চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেন স্বদেশ। ২১ নভেম্বর বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সের মিটিংয়ে সেই ইস্তফা গৃহীত হয়। এরপর দলের তরফে সুজনার নাম ঘোষণা হতেই বেঁকে বসেন ১১ জন কাউন্সিলার। এদিকে, ভাইস চেয়ারম্যান ফিরোজ আহমেদ নির্বাচনের জন্য মিটিং না ডাকায়, পুর আইন অনুযায়ী ৫ ডিসেম্বর সেই মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। ৯ ডিসেম্বর নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য তিন কাউন্সিলার একযোগে নোটিশ জারি করেন।

ধোঁয়াশা জারি থাকার বিষয়ে করণদিঘির তৃণমূল বিধায়ক গৌতমকে ফোন করা হলে তিনি ফোন তোলেননি। তবে এক বিধায়ক ঘনিষ্ঠ নেতা জানান, গৌতম কলকাতায় আছেন। এদিকে জেলা সভাপতি কানাইয়ালালের সংযোজন, 'বুধবার নতুন চেয়ারম্যান পদে কে বসবেন তা নিয়ে দলের তরফে কোনও নাম আসেনি। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব যা নির্দেশ দেবে, তা বাস্তবায়িত হবে।' ১০ নভেম্বর থেকে ডালখোলা পুরসভার চেয়ারম্যান পদ নিয়ে অচলাবস্থা জারি আছে। এর মধ্যে বুড়ি মহানন্দা নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। তবে কে চেয়ারম্যান পদে বসবেন, কার হাতে ব্যাটন থাকবে, তা জানতে অপেক্ষায় ডালখোলাবাসী।

> বুধবার নতুন চেয়ারম্যান পদে কে বসবেন তা নিয়ে দলের তরফে কোনও নাম আসেনি। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব যা নির্দেশ দেবে, তা বাস্তবায়িত হবে।
>
> **কানাইয়ালাল আগরওয়াল**
> *জেলা সভাপতি, তৃণমূল*

বিকল একাধিক জলপ্রকল্প

শুভ্রজ্যোতি রাহা

ডালখোলা, ১৬ ডিসেম্বর : পথচলতি মানুষের পানীয় জলের চাহিদা মেটাতে পুরসভা থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে বসানো হয়েছিল জলের অমৃতধারা প্রকল্প। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেই অমৃতধারার জলের কলগুলি এখন অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। এই কারণে সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে পথচলতি মানুষজন। স্থানীয়দের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার পুর কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। পুরসভার ১৬টি ওয়ার্ড ছাড়াও বেশকিছু স্কুলের পাশেও বসানো হয়েছে ওই অমৃতধারা প্রকল্পের কলগুলি। যদিও পুরসভা সূত্রে খবর, বাসিন্দাদের পরিষেবা দিতে পুর এলাকায় মোট ২০টি জলের প্রকল্প স্থাপন করা হয়েছে।

মূলত সাধারণ মানুষের পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে ঘটা করে অমৃতধারা জলের কলগুলি বসানো হয়েছিল। কিন্তু জলের প্রকল্প চালু হওয়ার পর তা নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। যে কারণে জলপ্রকল্পগুলি বিকল হয়ে পড়ছে। কোথাও কলের বিবকক ভেঙে রয়েছে তো কোথাও আবার বিবকক চুরি হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি বেশকিছু জায়গায় মেশিনও বিকল হয়ে রয়েছে।

বিকল হয়ে পড়ে থাকা জলের প্রকল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ডালখোলা থানার পাশে থাকা জলের প্রকল্পটি। এছাড়া বিকল হয়ে রয়েছে ডালখোলা গার্লস হাইস্কুলের পাশের অমৃতধারাটিও। অভিযোগ, ঘটা করে নেতাদের দিয়ে ফিতে কেটে প্রকল্পগুলি উদ্বোধন করলেও সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করতে উদাসীন পুরসভা। পাশাপাশি যেসব প্রকল্প ঠিক রয়েছে সেগুলির জলের মান নিয়েও সংশয় প্রকাশ করছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ।

পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রসন্ন দাসের কথায়, 'পুরসভা থেকে প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি জলের অমৃতধারা প্রকল্প করা হয়েছিল, যেটা সত্যিই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে যে জলপ্রকল্প চালু করা হয়েছিল সেগুলো আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে শুধুমাত্র রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে। পাশাপাশি সন্দেহ রয়েছে কাজের মান নিয়েও।' পরিষেবা চালু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই তা বিকল হতে শুরু করে। এতে সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়ছে বলে তিনি জানান। তিনি মনে করেন পুরসভার উচিত অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান করা। এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা।

যদিও সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ডালখোলা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হাজি ফিরোজ আহমেদ। তাঁর কথায়, 'অমৃতধারার বেশ কিছু প্রকল্প বিকল হওয়ার খবর পেয়েছি। দায়িত্বে থাকা পুরকর্মীদের এলাকার সবক'টি জলের প্রোজেক্ট পর্যবেক্ষণ করে বিকল কলগুলি মেরামত করার নির্দেশ দিয়েছি। আশা করছি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে সবক'টি প্রকল্প ঠিক হয়ে যাবে।'

উদাসীন পুরসভা

- রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অমৃতধারা জলের কলগুলি এখন অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে
- সমস্যায় পড়ছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে পথচলতি মানুষজন
- স্থানীয়দের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার পুর কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও সমাধান হয়নি
- যেসব প্রকল্প ঠিক রয়েছে সেগুলির জলের মান নিয়েও সংশয় প্রকাশ করছেন অনেকে

উন্নয়ন বৈঠক

বুনিয়াদপুর, ১৬ ডিসেম্বর : নতুন দায়িত্ব পাওয়ার এক মাস পর বুনিয়াদপুর শহরের উন্নয়নে প্রথম বৈঠক করলেন পুর প্রশাসক সমীর সরকার। সোমবার সন্ধ্যায় নিজের কার্যালয়ে ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বৈঠক করেন তিনি। বুনিয়াদপুর শহরের উন্নয়নে কী কী করণীয়, সে বিষয়ে আলোচনা হয়। বিশেষ করে ট্রেড ট্যাক্স, যানজট নিয়ন্ত্রণ ও টোটো সমস্যা গুরুত্ব পায় বৈঠকে। সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। দুই মাস পর পরবর্তী সভায় প্রস্তাবিত কাজগুলির পর্যালোচনা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও শহরের উন্নয়ন নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। বয়স্কদের জন্য ক্লাব, উৎসব ভবন তৈরি, যানজট নিয়ন্ত্রণে যাত্রী ওঠানামার জন্য নিরাপদ বাস-বে ব্যবহার, বাসস্ট্যান্ড থেকে বংশীহারী বালিকা বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তার মাঝখানে ডিভাইডার স্থাপন, টোটোগুলির রেজিস্ট্রেশন এবং চালকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সহ নাইট সুপার বাসগুলিকে বুনিয়াদপুর নতুন বাসস্ট্যান্ডে প্রবেশ করানো নিয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়। পুর প্রশাসক ছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বুনিয়াদপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি রণজিতকুমার মণ্ডল, বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্পাদক ব্রতশিস সাহা প্রমুখ।

ঝুলন্ত দেহ

মালদা, ১৬ ডিসেম্বর : এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের নাম উত্তম কুণ্ডু (৫৫)। বাড়ি পুরাতন মালদার রবীন্দ্রপল্লি এলাকায়। গত দু'বছর ধরে উত্তম কর্মসূত্রে মালদা শহরের বিবিগ্রাম এলাকায় থাকতেন। সোমবার স্থানীয়রা বিবিগ্রাম এলাকার একটি বাড়িতে উত্তমকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরিবারের সদস্য ও পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিবারের সদস্যরা উত্তমকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বালুরঘাটে বাড়ছে পথকুকুরের দাপট

জন্ম নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পনা পুরসভার

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৬ ডিসেম্বর : কখনও দলবেঁধে ধাওয়া করা, কখনও আবার আচমকা শরীরের ওপর লাফিয়ে পড়া, কুকুরের দৌরাত্ম্যে বালুরঘাট শহরের রাস্তায় হাঁটা এখন অনেকের কাছেই আতঙ্কের। পথকুকুরের ধাওয়ায় মৃত্যুর ঘটনার অভিযোগও রয়েছে। এই সমস্যা থেকে শহরবাসীকে রেহাই দিতে পথকুকুরদের জন্ম নিয়ন্ত্রণে নজর দিল বালুরঘাট পুরসভা। লাইগেশন ও স্টেরিলাইজেশনের মাধ্যমে কুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পশুপ্রেমী সংগঠন ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সঙ্গে বৈঠক করল পুর কর্তৃপক্ষ। সোমবার বিকেলে বৈঠক শেষে পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র বলেন, 'পথকুকুর নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ আসছে। ডগ শেলটার তৈরির চিন্তাভাবনাও করা হচ্ছে। মানুষের নিরাপত্তা ও পশুকল্যাণ, দুটি বিষয় মাথায় রেখে স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে পরিকল্পনা করা হচ্ছে।'

পথকুকুরের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ বালুরঘাট শহরবাসী। প্রায় প্রত্যেকদিনই কোথাও না কোথাও কুকুরের কামড়, ধাওয়া করার ঘটনা ঘটছে। এমন পরিস্থিতিতে সোমবার পুরসভার সুবর্ণতট সভাকক্ষে বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুর কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি পশুপ্রেমী, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য এবং প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের প্রতিনিধিরা। শহরের বিভিন্ন এলাকা মিলিয়ে কত পথকুকুর রয়েছে, তার একটি প্রাথমিক হিসেব তুলে ধরা হয় বৈঠকে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বালুরঘাট পুর এলাকায় বর্তমানে প্রায় ৯০০টি পথকুকুর রয়েছে। এই সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে বলে আশঙ্কা। ইতিমধ্যে পশুপ্রেমীদের উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় কিছু কুকুরের র‍্যাবিজ ভ্যাকসিনেশন (জলাতঙ্কের টিকা) করা হয়েছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় যে কম হয়েছে, তা স্বীকার করছেন তাঁরাই। স্টেরিলাইজেশন বা লাইগেশনের পর কুকুরদের অন্তত সাতদিন নজরদারিতে রাখতে হয়। যার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকাঠামো ও জায়গার প্রয়োজন। বর্তমানে পুরসভার নিজস্ব তেমন কোনও ব্যবস্থা না থাকায় এদিনের বৈঠকে জেলা প্রশাসনের সাহায্য চাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পশুপ্রেমীদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে একটি নির্দিষ্ট জায়গার দাবিতে জেলা শাসকের কাছে দরবার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পশুপ্রেমী নেপাল দাস বলেন, 'আমরা নিজেদের উদ্যোগে জলাতঙ্কের টিকা দিয়েছি। কিন্তু আর্থিক সামর্থ্য সীমিত। সরকারি পশু হাসপাতালকে আরও সক্রিয় হতে হবে। জেলা প্রশাসনের সহায়তায় জায়গা পাওয়া গেলে পরিকল্পনামাফিক স্টেরিলাইজেশন করা সম্ভব।' আগে লালমাটা এলাকায় জায়গা দেওয়ার কথা শোনা গিয়েছিল। তবে শহরের অনেকটা বাইরে হওয়ায় সেখানে নিয়মিত দেখভাল করা সমস্যার। তাই শহরের আশপাশে জায়গা চাওয়া হয়েছে বলে জানান রিয়া গুরুং।

পথকুকুরদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বালুরঘাট পুরসভায় বৈঠক।

জমা জলে দুর্ভোগ

বালুরঘাট, ১৬ ডিসেম্বর : ড্রেনের জমা জল পরিষ্কার হয় না বহুদিন। জমে থাকা পচা নোংরা জল থেকে বেরোয় অসহ্য দুর্গন্ধ। ভরা ড্রেনে ঘুরে বেড়ায় সাপ, ব্যাং, পোকামাকড়, মশা। কখনো-কখনো ড্রেন থেকে জল বেরিয়ে চলে আসে রাস্তাতেও। সেইসঙ্গে চলে আসে ড্রেনের আবর্জনাও। বালুরঘাট পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের অবস্থা এমনই। এই অবস্থায় ড্রেন পরিষ্কারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

৯ নম্বর ওয়ার্ডের নামাবঙ্গি হাইস্কুলপাড়া, ভেনাস কলোনি রোডের গলিগুলোতে ড্রেনের মধ্যে এইভাবে জল জমে থাকে। সেখানকার স্থানীয়রা জানান, বারো মাস জল জমে থাকে। পচা জল থেকে ভয়ানক দুর্গন্ধ বেরোয়, ঘর থেকে বাইরে বেরোনো যায় না। বৃষ্টি হলে রাস্তা ডুবে যায়, রাস্তায় ঢোকা যায় না। সে সময় বাড়ি থেকে বের হওয়া খুব দুষ্কর। বৃষ্টির সময় ছেলেমেয়েদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া-আসা কঠিন হয়ে পড়ে। স্থানীয় তোতন সরকার বলেন, 'এটা আমাদের অনেক দিনের সমস্যা। ড্রেনের পচা জল থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়। খুব মশা হয়, ঠিকঠাক পরিষ্কার হয় না ড্রেনগুলো।' ড্রেন সংস্কারের জন্য বহুবার আবেদন করা হয়েছে বলেও তিনি জানান। স্থানীয় খোকন সরকার জানান, কাউন্সিলারের কাছে বহুবার আবেদন করা হলেও এখনও সমস্যার সমাধান হয়নি। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে ঠিক করার কথা শুনেছেন বলে তিনি জানান।

এই বিষয়ে নয় নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পরিমলকৃষ্ণ সরকার বলেন, 'বিষয়টা নজরে আছে। কর্মী লাগিয়ে ড্রেনগুলি থেকে কাদামাটি তুলে বারবার পরিষ্কার করা হয়েছে। এখনও কর্মীরা বিভিন্ন জায়গায় পরিষ্কার করছেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অন্য জায়গায়।

করোনেশন হাইস্কুলে প্রাক্তনীদের সভা

রায়গঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলের প্রাক্তনী সমিতির বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার আয়োজিত এই সভায় রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলের খেলার মাঠে স্পোর্টস কমপ্লেক্স তৈরি, প্রাক্তনী সমিতির বার্ষিক অনুষ্ঠান সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এই সভার সভাপতিত্ব করেন রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলের প্রাক্তনী সমিতির সভাপতি বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সভাপতি গোবিন্দ কল্যাণী, প্রাক্তনী সমিতির সম্পাদক সুমন বসু প্রমুখ।

পোড়ামাটির শিল্পে নজর কাড়ছে নতুন নকশা

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৬ ডিসেম্বর : বালুরঘাটের সৃষ্টিশ্রীমেলার হাত ধরে উঠে আসছে হিলির পোড়ামাটির শিল্প। ত্রিমোহিনী, বিনশিরা, চকদাপট সহ হিলি ব্লকের একাধিক এলাকা থেকে আসা মৃৎশিল্পীরা তাঁদের পোড়ামাটির শিল্পকর্ম নিয়ে হাজির হয়েছেন মেলায়। লণ্ঠন থেকে শুরু করে ধূপদানি, পেনদানি, পঞ্চপ্রদীপ, ধূপতি সহ নানান নান্দনিক সামগ্রীতে ভরে উঠেছে স্টল। তার সঙ্গে রয়েছে পোড়ামাটির গণেশের মূর্তি। যা ঘর সাজানোর জন্য ক্রেতাদের বিশেষ পছন্দের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে।

মেলায় অবশ্য কৃষ্ণনগরের ঐতিহ্যবাহী মাটির মূর্তিরও অভাব নেই। তবে কার্যত তাদের সঙ্গে সেয়ানে সেয়ানে লড়াই দিচ্ছে হিলির মৃৎশিল্প। ক্রেতাদের বক্তব্য, হিলির শিল্পীদের কাজে যেমন বৈচিত্র্য রয়েছে, তেমনই দামও সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে। ২০ টাকা থেকে শুরু করে ৫০ ও ১০০ টাকার মধ্যে ছোট ছোট নান্দনিক সামগ্রী মিলছে। পোড়ামাটির লণ্ঠন ও ধূপদানির পাশাপাশি মাটির গ্লাস, বাটি ও থালার বিক্রিও ভালো। পটচিত্রেরও যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে।

হিলির লালপুর, চকদাপট, বিনশিরা, পালপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় মৃৎশিল্পের প্রতি আগ্রহ দিনদিন বাড়ছে। প্রথমদিকে এসব এলাকার শিল্পীরা বালুরঘাট শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে মাটির জিনিস পাইকারি কিনে বিক্রি করতেন। পরে ধীরে ধীরে নিজেরাই নিত্যনতুন নকশায় মাটির সামগ্রী তৈরি করতে শুরু করেন। এতে একদিকে যেমন শিল্পের বিকাশ ঘটছে, তেমনই বহু পরিবার স্বনির্ভরতার পথ খুঁজে পাচ্ছে। বিশেষ করে মহিলারা ঘর সাজানোর উপকরণ তৈরিতে বড় ভূমিকা নিচ্ছেন।

চকদাপট এলাকার মৃৎশিল্পী পিংকি পাল জানালেন, গত পাঁচ বছর ধরে তিনি মাটির কাজের সঙ্গে যুক্ত। সৃষ্টিশ্রীমেলায় প্রথম দিন থেকেই তাঁর তৈরি সামগ্রীর বিক্রি ভালো হচ্ছে। লণ্ঠন আর গণেশের মূর্তির চাহিদা সবচেয়ে বেশি। এ ছাড়া আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি মাটির ব্যাং ও কাপপ্লেটও বেশ বিক্রি হচ্ছে।

মেলায় ঘুরতে আসা অনির্বাণ সরকার বলেন, 'এবার হিলির পোড়ামাটির জিনিসগুলো আলাদা করে নজর কেড়েছে। বিশেষ করে লণ্ঠন আর পঞ্চপ্রদীপের নকশা খুব সুন্দর। দামও সাধ্যের মধ্যে, তাই কয়েকটা কিনে নিলাম।' ঘর সাজানোর জন্য একটা পোড়ামাটির গণেশের মূর্তি কিনেছেন কুমারগঞ্জ থেকে পরিবার নিয়ে আসা গৃহবধূ সুতপা মণ্ডল। বললেন, 'এই ধরনের জিনিস মেলায় পাওয়া যায় বলেই আসতে ভালো লাগে।'

সবমিলিয়ে সৃষ্টিশ্রীমেলায় হিলির পোড়ামাটির শিল্প যে আলাদা করে নিজের জায়গা করে নিয়েছে, তা মানছেন শিল্পী থেকে ক্রেতা—সকলেই।

সৃষ্টিশ্রীমেলায় পোড়ামাটির জিনিসপত্র। মঙ্গলবার। ছবি : মাজিদুর সরদার

কাজে ব্যস্ত মা। মঙ্গলবার বালুরঘাটের অযোধ্যায় মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

গলায় ফাঁসের দাগ, দাহ করতে বাধা পুরকর্মীদের

মৃতদেহ তুলে এনে ময়নাতদন্ত পুলিশের

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৬ ডিসেম্বর : গলায় রয়েছে ফাঁসের দাগ। অথচ এক প্রৌঢ়ের মৃত্যুকে স্বাভাবিক দাবি করে বালুরঘাট খিদিরপুর শ্মশানের চুল্লিতে দেহ দাহ কবার চেষ্টা করছিল পরিবার। যদিও ওই চেষ্টা সফল হয়নি শ্মশানের দায়িত্বে থাকা পুরকর্মীদের বাধায়। তাঁদের কাছ থেকে খবর পুরসভার তরফে বিষয়টি জানানো হয় বালুরঘাট থানায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ শম্ভু সরকারের (৫০) মৃতদেহ উদ্ধারের পাশাপাশি দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। ঘটনায় সোমবার রাতে উত্তেজনা ছড়ায় শ্মশান এলাকায়। মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে দেহটি তুলে দিলেও, একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, 'মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছিল। রিপোর্ট পাবার পরেই, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শম্ভু সরকারের বাড়ি গঙ্গারামপুরের মাসনাতলায় হলেও, তিনি এবং তাঁর স্ত্রী প্রায় তিন বছর ধরে অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের তুলসীপুর গ্রামে মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে থাকতেন। কিছুদিন ধরে শম্ভু সুগার, কিডনি সহ নানা জটিল অসুখে ভুগছিলেন। কার্যত শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন তিনি। একমাত্র ছেলে কর্মসূত্রে চেন্নাইয়ে থাকায়, স্বামীর চিকিৎসা মেয়ের বাড়িতে থেকেই করছিলেন তাঁর স্ত্রী। সকালে ওই প্রৌঢ়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু সন্ধ্যায় তাঁকে ঘরের মেঝেতে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্ত্রী। তাঁর চিৎকারে মেয়ে, জামাই সহ পাড়ার লোকজন ছুটে আসেন এবং তাঁরাও বুঝতে পারেন শম্ভু মারা গিয়েছেন।

পরিবারের দাবি

- এক প্রৌঢ়ের দেহ দাহ করতে শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল পরিবার, গলায় দাগ থাকায় সন্দেহ পুরকর্মীদের
- পুরকর্মীদের কাছ থেকে বিষয়টি জানতে পেরে পুলিশকে জানায় পুরসভা, দেহ উদ্ধার পুলিশের
- ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে দেয় পুলিশ, অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু
- দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ওই প্রৌঢ়ের মৃত্যু স্বাভাবিক মনে হয়েছিল, দাবি পরিবারের সদস্যদের

মৃতের মেয়ে পল্লবী সরকারের দাবি, 'প্রবল অসুস্থ হয়ে পড়েছিল বাবা। তাই মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে আমাদের অন্য কিছু সন্দেহ হয়নি। স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই মনে হয়েছে। তাই আমরা সৎকারের উদ্যোগ নিয়েছিলাম।' একই দাবি করে জামাই পার্থ সরকার বলেন, 'উনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। যাবতীয় চিকিৎসা থেকে সব খরচ, দেখভাল আমরাই করতাম। ওঁর মৃত্যু আমাদের স্বাভাবিকই মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে পুলিশ এসে মৃতদেহ আটকে দেওয়ার পর বুঝতে পারি এটা অস্বাভাবিক হয়েছিল। কীভাবে এমন হয়েছিল, এখনও পরিষ্কার নয়।' সোমবারেই বাবার প্রবল অসুস্থতার খবর পেয়ে চেন্নাই থেকে বিমানে কলকাতা এবং পরে ট্রেনে করে বালুরঘাটে এসে পৌঁছান মৃতের ছেলে সুব্রত সরকার। তিনি বলেন, 'উনি খুবই অসুস্থ ছিলেন। আমরা সকলে টেলিফোনে আলোচনা করে মৃতদেহ সৎকারের উদ্যোগ নিয়েছিলাম। কারও প্রতি কোনও অভিযোগ নেই।'

শোকজ ডিজিকে

প্রথম পাতার পর

একইসঙ্গে আস্থাভাজন ডিজি রাজীব কুমার সহ তিন আইপিএস ও এক আইএএসকে শোকজ করে সরকার সমালোচনার চাপ মোকাবিলা করার মরিয়া চেষ্টা করেছে। রাজীব ছাড়াও শোকজ করা হয়েছে বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার মুকেশ, এসিপি অনীশ সরকার ও ক্রীড়া দপ্তরের প্রধান সচিব রাজেশকুমার সিনহাকে। এক কদম এগিয়ে অনীশকে সাসপেন্ড করে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

গত শনিবার থেকে অরূপ যেভাবে লাগাতার বিদ্ধ হচ্ছিলেন, তাতে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে প্রশ্নের মুখে পড়তেন মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশমন্ত্রী হিসাবে যিনি যুবভারতীতে বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে পুলিশি ব্যর্থতার দায় এড়াতে পারেন না। সেই বিড়ম্বনায় ডিজির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ ও ঘনিষ্ঠ মন্ত্রীকে নিজে থেকে সরে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি করে কৌশলী চাল দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও বিরোধীদের সমালোচনায় তাতে লাগাম পড়ছে না।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'পদত্যাগে কিছু হবে না, গ্রেপ্তার চাই।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'অরূপ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী প্রিয় মন্ত্রীদের বাঁচাতে চাইছেন। শুধুমাত্র পুলিশ আধিকারিকদের বলির পাঁঠা করা হল।' রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সোমবারই মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছিলেন। অভিযুক্তদের পদ থেকে সরিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেন তিনি। তারপরই একটি রিপোর্ট নিয়ে তিনি দিল্লি উড়ে যান।

সোমবার দিনভর সরকার ও দলকে এই 'ড্যামেজ' থেকে বের করে আনতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী সহ দু'-একজনের শলাপরামর্শ চলে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একান্তে কথা হয় দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তারপরেই অরূপ ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকে সরে আসবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়। দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর ভূমিকা নিয়েও কথা হয়। তাঁকে সতর্ক করা হবে বলে ঠিক হয়।

তারপর সোমবারই অরূপ পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেন। যা মঙ্গলবার সামনে আসে পুলিশকর্তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ ঘোষণার পর। অরূপ কিন্তু মঙ্গলবারও নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রায় মিনিট ১৫ কথা বলেন। তার কিছুক্ষণ পর মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে অরূপের অব্যাহতিতে মমতার সম্মতির কথা জানিয়ে দেওয়া হয়। ক্রীড়া দপ্তরের দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতেই রাখলেন।

এই চিত্রনাট্যের বাইরে রাজ্য সরকার ৪ আইপিএসকে নিয়ে একটি স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট) গঠন করেছে। ওই টিমে রাখা হয়েছে রাজ্যের সিকিউরিটি ডিরেক্টর পীযূষ পান্ডে, এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম, এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার এবং ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার মুরলীধরকে। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীর সঙ্গে মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের পর নাটকীয়ভাবে পদক্ষেপগুলি শুরু হয়।

অরূপের চিঠি প্রথম সামনে আনেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। যাতে বিতর্ক আরও উসকে ওঠে। প্রচুর প্রশ্ন ওঠে। প্রথমত, মন্ত্রীর লেটারহেড বাদ দিয়ে অরূপ কেন সাদা কাগজে ইস্তফা দিতে চাইলেন। দ্বিতীয়ত চিঠিতে প্রচুর বানান ভুল। 'ক্রীড়াঙ্গনে'র বানান লেখা হয়েছে, 'ক্রিয়াঞ্জনে'। পরিপ্রেক্ষিতে বানান লেখা হয়েছে, 'পরিপেক্ষিতে।' 'ক্রীড়ামন্ত্রী' বানানটিও অরূপ স্বাক্ষরিত চিঠিতে আছে 'ক্রিয়ামন্ত্রী'। যদিও মুখ্যমন্ত্রী গ্রহণ করার পর যে চিঠি সামনে আসে, তাতে আবার ক্রীড়ামন্ত্রী লেখা ছিল। তবে 'অবাহতি' সহ অন্য বানানে ভুল থেকেই যায়।

কুণালের পোস্ট করা চিঠিতে অরূপের সইও ছিল না। পরে মুখ্যমন্ত্রীর গ্রহণ করা চিঠিতে স্বাক্ষর দেখা যায়। মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত তদন্ত কমিটির প্রধান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায় মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে জানান, ওইদিন কারা দায়িত্বে ছিলেন, প্রাথমিক রিপোর্টে জানানো হয়েছে। আয়োজকরা এর দায় এড়াতে পারেন না। নজরদারির অভাব ছিল। খাবার, জলের বোতল কীভাবে ঢুকল?

তিনি বলেন, 'যতদূর জানি, এগুলো নিয়ে ভিতরে ঢোকা যায় না। অথচ মাঠে অসংখ্য ভাঙা চেয়ার, ভাঙা গেট, জল ও ঠান্ডা পানীয়ের বোতল পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে।

আমরা দায়িত্বপ্রাপ্তদের প্রশ্ন করে জানতে পেরেছি, স্টেডিয়ামের ভিতরে স্টল হয়েছিল। সরকারকে বলেছি, ওইদিন যাঁরা দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক।' (তথ্য সংগ্রহঃ স্বরূপ বিশ্বাস, দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও রিমি শীল)

কী করে হয় জামিন!

প্রথম পাতার পর

তাঁর ফোনেও এই সংক্রান্ত বিভিন্ন ফুটেজ পাওয়া গিয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বয়ানও মিলেছে। ঘটনার দিন লাবণি, বাইপাস হয়ে নিউটাউন পর্যন্ত কীভাবে যাওয়া হল সবটাই তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন। পরের দিন সকালে বিডিও বিমানে উত্তরবঙ্গের নিজ কর্মস্থলে চলে যান। সেই টিকিটও তদন্তকারীদের কাছে রয়েছে।

রাজ্যের তরফে দায়ের করা আগাম জামিন বাতিলের আবেদনে বিডিও'র বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৪০ (৩), ৩০৩(২২), ১০৩(১), ২৩৮, ৬১(২) এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ৪৮৩(৩) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। কিন্তু প্রশান্তর আইনজীবীর তরফে কেন এই খুনের ধারা দেওয়া হল তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।

পাশাপাশি কেন এই মামলা ও আগাম জামিন বাতিলের আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়, তা নিয়ে হলফনামা দিতে চান। বিচারপতি এদিন তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে বলেন, 'এই ঘটনায় সোনা লুট ও ডাকাতি সংযুক্ত রয়েছে। তাই অভিযুক্ত যেই হোক, মামলা অনেকদূর গড়াবে।'

বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, কেন তাঁর আগাম জামিন বাতিল হবে না সে বিষয়ে ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রশান্ত বর্মনকে উত্তর দিতে হবে। অর্থাৎ শনিবারের মধ্যে তিনি হলফনামা দেবেন। পালটা বক্তব্য জানাতে হলে রবিবারের মধ্যে রাজ্য জবাবি হলফনামা দিতে পারবে। সোমবার অর্থাৎ ২২ ডিসেম্বর ফের মামলাটির শুনানি রয়েছে।

জলবাহিত রোগে আক্রান্ত ৩৬

মুর্শিদাবাদ, ১৬ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার রাত থেকে বাড়ছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালে রোগীদের ভিড়। সকলের অনুমান, পিএইচইর সরবরাহ করা জল খেয়েই এই বিপত্তি। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কামাত এলাকায়। পেটের সংক্রমণে অনুপনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও জঙ্গিপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৩৬ জন। স্থানীয় সূত্রে খবর, অসুস্থদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এলাকাবাসীর দাবি, গত ১১ ডিসেম্বর রাত থেকে ওই এলাকার পিএইচই সরবরাহ করা জল যাঁরা যাঁরা পান করেছিলেন, তাঁরাই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালের শয্যায়। সোমবার সকালে মৃত্যু হয় আয়েশা বিবি নামে এক প্রৌঢ়ার। ওই জল খেয়েই মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি আয়েশার স্বামী হোসেন শেখের। পরিস্থিতি বেসামাল দেখে ধুলিয়ান পুরসভার তরফে ১১ নম্বর ওয়ার্ডে সোমবার থেকে একটি বিনামূল্যের মেডিকেল ক্যাম্প শুরু হয়।

ওয়ার্ড কাউন্সিলার হাইরুল ইসলাম বলেন, 'এই মেডিকেল টিম আগেই বসে গিয়েছে। টিমের প্রত্যেকেই কাজ করছেন। অসুস্থদের অবস্থা বুঝে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হচ্ছে। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের সাবধান করতে পুরসভার পক্ষ থেকে মাইকিংয়ের মাধ্যমে পুরসভার জল খেতে নিষেধ করা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে তৃণমূলের জেলা পরিষদ সদস্য আনারুল হক বিপ্লব বলেন, 'পুর প্রশাসনের গাফিলতিতেই ধুলিয়ানের এই অবস্থা। পুর চেয়ারম্যান নিশ্চয়ই এর জবাব দেবেন।' এ প্রসঙ্গে ধুলিয়ান পুরসভার চেয়ারমান ইনজামামুল ইসলাম বলেন, 'কেউ কিছু বলতেই পারে তবে আমরা জলের রিপোর্ট পরীক্ষার জন্য কলকাতায় পাঠিয়েছি। রিপোর্ট আসুক, পানীয় জল থেকেই কোনও অসুবিধা কি না তা পরিষ্কার হবে।'

শাকিলা বানু নামে এক রোগী

মৃত ১

বলেন, 'আমি দু'দিন আগে পেটব্যথা ও বমি নিয়ে ভর্তি হয়েছি। সোমবার আমাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয়।'

ধুলিয়ান পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার আবুল কালাম জানান, দু'দিন থেকেই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে টিম কাজ করছে। জল পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শামসেরগঞ্জের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক তারিক হোসেন বলেন, 'বমি-পায়খানা ইত্যাদি উপসর্গ নিয়ে ধুলিয়ানের কামাত এলাকা থেকে অনেককেই ভর্তি করা হয়েছে অনুপনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। চিকিৎসার পর এখন অনেকে স্থিতিশীল।' মঙ্গলবার টিম নিয়ে মহকুমা শাসক সন্দীপকুমার রেড্ডির এলাকা পরিদর্শনের পর কড়া নির্দেশ, তাঁর প্রতিনিয়ত সমস্ত খবরের রিপোর্ট চাই।

প্রতীকী রেল অবরোধ

ডালখোলা, ১৬ ডিসেম্বর : পৃথক কামতাপুর রাজ্য, কোচ-রাজবংশী সম্প্রদায়ের জনজাতিকরণ এবং তাদের মাতৃভাষাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে প্রতীকী রেল অবরোধ হল ডালখোলায়। মঙ্গলবার ভোর ৬টা নাগাদ কামতাপুরি স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের প্রতিনিধিরা ডালখোলা রেলস্টেশনের পাশে থাকা লেভেল ক্রসিংয়ে এসে উপস্থিত হন। কর্মসূচিতে থাকলেও রেলপথ অবরোধ না করে এদিন লেভেল ক্রসিংয়ে দাঁড়িয়ে দাবিগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরেন নেতারা।

দুর্ঘটনায় মৃত

ইটাহার, ১৬ ডিসেম্বর : ট্রাক ও মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল এক বাইকচালকের। মঙ্গলবার দুপুরে ইটাহার থানার আমপাড়া এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে গ্যাস সিলিন্ডারবোঝাই একটি ট্রাকের পিছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি মোটরবাইক সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনায় মৃত বাইকচালকের নাম ফিরোজ রহমান (১৮)। এছাড়া গুরুতর জখম হয়েছেন বাইকের পিছনে থাকা আরফান ফিরদৌস নামে আরেক কিশোর। দুজনেই দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুর থানার মুরিয়াপুকুর গ্রামের বাসিন্দা।

বিডিওকে নালিশ

হেমতাবাদ, ১৬ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার হেমতাবাদ ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিককে সাত দফা দাবিপত্র দিলেন বিজেপির কর্মীরা। অর্থের বিনিময়ে জমির রেকর্ড প্রদান, পাট্টা প্রদানের নামে অর্থ আদায়, সরকারি জমি দখল, কুলিক নদী থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন, জলাশয় ভরাটের প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন সরব হন বিজেপি কর্মীরা। স্মারকলিপি প্রদানের আগে কয়েকশো বিজেপি কর্মী-সমর্থক হেমতাবাদ সদর এলাকা ঘোরেন।

কাজের সূচনা

কুশমণ্ডি, ১৬ ডিসেম্বর : পথশ্রী প্রকল্পে মঙ্গলবার কুশমণ্ডি ব্লকের উদয়পুর পঞ্চায়েতের আঙ্গারীবন থেকে টিয়াতলা পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার রাস্তা ঢালাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। কাজের সূচনা করেন এলাকার বিধায়ক রেখা রায়। তিনি জানান, এই কাজের জন্য প্রায় ১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এলাকায় রাস্তা ঢালাইয়ের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকাবাসী।

গণধোলাই

জঙ্গিপুর, ১৬ ডিসেম্বর : সন্দেহের বশে এক তরুণকে প্রকাশ্য রাস্তায় এলোপাতাড়ি গণধোলাই দিল একদল উত্তেজিত জনতা। পরবর্তীতে পুলিশের তৎপরতায় প্রাণে বাঁচলেন ওই তরুণ। ঘটনায় মঙ্গলবার ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমার চাঁদপুরে।

ধৃত ১

রায়গঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : কাফ সিরাপ বিক্রির অভিযোগে মঙ্গলবার একজনকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম পাপাই বর্মন। তাঁর বাড়ি বড়ুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সিজগ্রাম সংলগ্ন নোয়াপাড়ায়।

সন্দেহে দেড় কোটি

প্রথম পাতার পর

এসআইআর শুরুর সময় তালিকায় ছিলেন ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫২৯ জন। অর্থাৎ প্রথমেই বাদ চলে গিয়েছেন ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮৯৮ জন। যাঁরা খসড়ায় ঠাঁই পেয়েছেন, তাঁদের সবাইকে বৈধ ভোটার মনে করে না কমিশন।

ইতিমধ্যে অন্তত ১ কোটি ৬৬ লক্ষ আছেন সন্দেহের তালিকায়। শুনানিতে ডেকে পাঠানোর জন্য কমিশনের কিছু মাপকাঠি আছে। তবে সেগুলো মঙ্গলবার স্পষ্ট হয়নি। কিন্তু অন্তত ৩০ লক্ষকে যে ডাকা হবেই, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কেননা, এই ৩০ লক্ষ ম্যাপিংয়ের (২০০২-এর তালিকার সঙ্গে লিংক) আওতায় পড়েননি। কমিশনের হিসাবে নো ম্যাপিংয়ের আওতায় পড়েছেন ৩০ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৭৩ জন ভোটার।

যদিও তাঁরা বৈধ নন- এমন কথা জোর দিয়ে বলতে পারছে না নির্বাচন কমিশন। কেননা, নানা কারণে অনেকের ২০০২-এর তালিকার সঙ্গে লিংক হয়নি। তার মানে যে তাঁরা সবাই দেশের নাগরিক নন- তা নয়। যে ১১টি নথির উল্লেখ কমিশন এসআইআর-এর শুরুতে করেছে, সেগুলি দেখাতে পারলে আপনাকে বৈধ ভোটার বলে মেনে নেওয়া হবে। তবে ম্যাপিংয়ে না থাকা সকলকে শুনানিতে ডেকে পাঠানো হবে বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে।

কমিশনের হিসেবে ওই সংখ্যাটি ৩০ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৭৩। এঁদের বাইরে আরও ১ কোটির বেশি ভোটার শুনানিতে ডাক পেতে পারেন। এই সংখ্যাটি ১ কোটি ৩৬ লক্ষ। তাঁরা কারা, তা মঙ্গলবার স্পষ্ট হয়নি। কীভাবে তাঁদের ডাকা হবে, তা নিয়েও কিছু ধোঁয়াশা থেকে গিয়েছে। এঁদের সবাইকে ডাকাও হবে না। এনুমারেশন ফর্মে তাঁরা যে তথ্য দিয়েছেন, তাতে অসংগতি থাকলে কিংবা অন্য কোনও সন্দেহ হলে শুনানিতে ডাকা হবে।

তথ্যে বাবা-মায়ের সঙ্গে লিংক থাকলে তাঁদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভোটারের বয়সের ব্যবধান কমিশনের নজরে থাকবে। সেই ব্যবধান কম থাকলে শুনানিতে তার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। বয়সের ব্যবধান বেশি থাকলেও সেই একই প্রসঙ্গ আসবে। ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯৩৯ জনকে কমিশন চিহ্নিত করেছে, যাঁদের নাম ২০০২-এর তালিকায় না থাকলেও তাঁদের বাবা-মা বা ঠাকুরদা-ঠাকুরমার নাম আছে।

প্রয়োজনে বিএলও-রা আবার বাড়ি বাড়ি ঘুরে সেই তথ্য যাচাই করবেন। শুধু যাঁদের তথ্য বিএলও-র নজরে মিলবে না, তাঁরাই শুনানির জন্য ডাক পাবেন। শুনানির সময় সেজন্য নির্দিষ্ট নথি নিয়ে হাজির হতে হবে। শুনানি হবে বিডিও, মহকুমা শাসক বা জেলা শাসকের দপ্তরে। খসড়া তালিকায় যাঁদের নাম নেই, তাঁরা ৬ নম্বর ফর্মে আবেদন করতে পারবেন। নতুন ভোটাররা আবেদন করতে পারবেন ওই একই ফর্মে।

ঘাড়ধাক্কা স্ত্রীকে

প্রথম পাতার পর

একরত্তি দ্বিতীয় সন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়িতে আশ্রয় নেন নির্যাতিতা ওই মহিলা।

বিউটি বলেন, 'প্রথম কন্যাসন্তান হওয়ার পর থেকেই আমার ওপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করতে শুরু হয়। গর্ভবতী অবস্থায় স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ি লোকজন বলেছিল, এবার পুত্রসন্তান না হলে বাপের বাড়িতে চিরজীবনের মতো চলে যেতে হবে। গতকাল দিনভর আমার উপর শারীরিক নির্যাতন করে স্বামী। আর তাতে ইন্ধন দেন শ্বশুরবাড়ির লোকজন। এরপর বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিই। সমস্ত কথা বাবা-মাকে খুলে বললে তাঁরাই মঙ্গলবার দুপুরে নাগাদ রায়গঞ্জ মহিলা থানায় নিয়ে আসেন।'

বিউটির আরও অভিযোগ, 'এর আগে আমার ভাশুরের স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়িতে মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করা হত। সেই যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন আমার বড় জা। সেই ঘটনায় আমার শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে আত্মহত্যার প্ররোচনার অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। ওঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ফের একই কায়দায় আমার ওপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করার হচ্ছিল।'

বিউটি অবশ্য আর সহ্য করেননি। মঙ্গলবার দুপুরে রায়গঞ্জ থানায় স্বামী সহ তিনজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজনের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে রায়গঞ্জ মহিলা থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, বিউটি থানায় যাচ্ছেন খবর পেয়েই তাঁরা বাড়ি থেকে উধাও হয়েছেন।

রায়গঞ্জ মহিলা থানার পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।'

পৃথিবীর পাঠশালা

এই শহরে মরা বারণ

জন্মের মতো মৃত্যুও মানুষের হাতে নেই—এই চিরন্তন সত্যটি বোধহয় নরওয়ের লংইয়ারবিয়েন শহরের ক্ষেত্রে খাটে না। উত্তরমেরুর কাছে অবস্থিত এই ছোট্ট শহরে আইনিভাবেই মৃত্যু নিষিদ্ধ! শুনতে আজব লাগলেও, গত ৭০ বছর ধরে এই নিয়মই চলে আসছে সেখানে। এর নেপথ্যে রয়েছে হাড়হিম করা আবহাওয়া। এখানকার তাপমাত্রা সারাবছর হিমাঙ্কের এতটাই নীচে থাকে যে, মাটিতে কবর দেওয়া মৃতদেহ পচে না বা ডিকম্পোজ হয় না। ফলে মৃতদেহের শরীরে থাকা ভাইরাস বা ব্যাকটিরিয়া বছরের পর বছর জীবিত থাকে। ১৯৫০ সালে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন, ১৯১৮ সালের স্প্যানিশ ফ্লু মহামারিতে মৃতদের কবরে ওই ভাইরাস তখনও তাজা! তারপর থেকেই সংক্রমণ এড়াতে প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা নেয়। কোনও বাসিন্দা গুরুতর অসুস্থ হলে বা মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এলে, তাঁকে চপার বা জাহাজে করে মূল ভূখণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হলে আপনাকে শহর ছাড়তেই হবে।

পিঁপড়েকে 'জম্বি' বানায় কে?

'জম্বি' বা জীবন্মৃতদের নিয়ে সিনেমা আমরা অনেকেই দেখেছি। কিন্তু বাস্তবেও যে এমনটা ঘটে, তা কি জানেন? ব্রাজিলের রেইনফরেস্টে এক বিশেষ ধরনের ছত্রাক বা ফাঙ্গাস রয়েছে, যারা আক্ষরিক অর্থেই পিঁপড়েকে জম্বি বানিয়ে ফেলে। এই ছত্রাকের স্পোর বা রেণু কোনও পিঁপড়ের শরীরে ঢুকলে, সেটি ধীরে ধীরে পিঁপড়ের স্নায়ুতন্ত্র বা ব্রেন হ্যাক করে নেয়। এরপর পিঁপড়েটি নিজের ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে ফেলে এবং ছত্রাকের নির্দেশে কাজ করতে শুরু করে। ছত্রাকটি পিঁপড়েকে দিয়ে জোর করে কোনও গাছের উঁচু ডালে বা পাতার নীচে নিয়ে যায় এবং সেখানে কামড় দিয়ে ঝুলে থাকতে বাধ্য করে। অবশেষে পিঁপড়েটি মারা যায় এবং তার মাথা ফুঁড়ে ছত্রাকের ডালপালা বেরিয়ে আসে, যা থেকে নতুন স্পোর বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে অন্য পিঁপড়েকে আক্রমণ করতে। 'দ্য লাস্ট অফ আস' নামের জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজটি এই ছত্রাকের ধারণা থেকেই তৈরি। প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর অথচ নিখুঁত 'ব্রেন ওয়াশ' পদ্ধতি বিজ্ঞানীদেরও হতবাক করে দিয়েছে।

ভাড়ায় মিলছে নকল পরিবার

টাকা দিয়ে গাড়ি বা বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়, এটা সবার জানা। কিন্তু টাকা দিলে যদি বাবা, মা, স্ত্রী কিংবা সন্তান ভাড়া পাওয়া যায়? জাপানে এখন এমনই এক অদ্ভুত ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে, যার নাম 'রেন্ট-আ-ফ্যামিলি' বা পরিবার ভাড়া। জাপানের কর্মব্যস্ত জীবনে একাকিত্ব এক গভীর সমস্যা। সেই একাকিত্ব ঘোচাতেই ইশি ইউইচি নামের এক ব্যক্তি এই পরিষেবা চালু করেন। ধরুন, কোনও একলা বৃদ্ধের নাতনি নেই, তিনি চাইলেই টাকা দিয়ে কয়েক ঘণ্টার জন্য একজনকে ভাড়া করতে পারেন যে নাতনি সেজে গল্প করবে। কিংবা কোনও সিঙ্গল তরুণ বাবা-মাকে দেখানোর জন্য একদিনের জন্য নকল স্ত্রী ভাড়া করতে পারেন। এরা পেশাদার অভিনেতাদের মতো ক্লায়েন্টের আবেগের সঙ্গে মিশে যান। এমনও ঘটনা ঘটেছে, এক ব্যক্তি নিজের মেয়ের বিয়ের আসরে আসল বাবার বদলে 'ভাড়া করা বাবা'-কে নিয়ে গিয়েছেন সম্মান বাঁচাতে। আধুনিক সমাজ বিচ্ছিন্নতার কোন পর্যায়ে পৌঁছোলে মানুষকে ভালোবাসার অভিনয়ও কিনে নিতে হয়।

বাঁকানো গাছের ভূতুড়ে বন

পোল্যান্ডের এক নিভৃত কোণে রয়েছে এক অদ্ভুত জঙ্গল, যার নাম 'ক্রুকড ফরেস্ট' বা বাঁকানো বন। এখানকার প্রায় ৪০০টি পাইন গাছ মাটির গোড়া থেকে অদ্ভুতভাবে ৯০ ডিগ্রি বেঁকে ধনুকের মতো আকৃতি নিয়ে তারপর সোজা আকাশের দিকে উঠেছে। মজার ব্যাপার হল, সবক'টি গাছ একই দিকে, অর্থাৎ উত্তর দিকে মুখ করে বাঁকানো। ১৯৩০-এর দশকে রোপণ করা এই গাছগুলো কেন এমন হল, তা নিয়ে রহস্যের অন্ত নেই। কেউ বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারী ট্যাংকের চাকার তলায় পড়ে চারাগাছগুলো এমন বেঁকে গিয়েছিল। আবার কারও মতে, প্রবল তুষারঝড়ে দীর্ঘদিন চাপা পড়ে থাকায় এই দশা। স্থানীয় লোককথায় অবশ্য ভিনগ্রহের প্রাণী বা ডাইনিদের কারসাজির কথাও শোনা যায়। তবে কিছু গবেষকের ধারণা, তখনকার মানুষরা হয়তো আসবাবপত্র বা নৌকার খোল তৈরির সুবিধার্থে কৃত্রিমভাবে এই গাছগুলোকে বাঁকিয়ে বড় করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের ডামাডোলে সেই প্রোজেক্ট বন্ধ হয়ে যায়, আর গাছগুলো ওই অবস্থাতেই থেকে যায়।

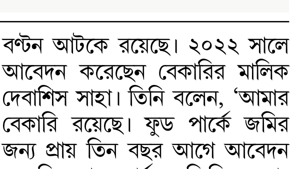

ফাঁকাই পড়ে

প্রথম পাতার পর

দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২২ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত ১৫টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান জমি চেয়ে আবেদন করেছে। ফুড পার্কে পানীয় জল, বেকারি, শিশুখাদ্য অন্যান্য খাবার প্রস্তুতের মতো একাধিক প্রতিষ্ঠান জমি নিতে চেয়ে আবেদন করে। অভিযোগ, এখনও সেই প্রতিষ্ঠানগুলি জমি পায়নি। অথচ ওই জায়গা জঙ্গলে ভরে গিয়েছে। নষ্ট হচ্ছে শেড। মালদা ফুড পার্ক সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যবসায়ীরা আবেদন করলেও এখনও পর্যন্ত জমির দাম নির্ধারণ হয়নি। যার ফলে জমি বণ্টন আটকে রয়েছে। ২০২২ সালে আবেদন করেছেন বেকারির মালিক দেবাশিস সাহা। তিনি বলেন, 'আমার বেকারি রয়েছে। ফুড পার্কে জমির জন্য প্রায় তিন বছর আগে আবেদন করেছি। এখনও পর্যন্ত জমি মিলছে না। কয়েক কোটি টাকা বিনিয়োগ করার চিন্তাভাবনা রয়েছে আমার।'

প্রায় প্রতি বছর ঘটা করে শিল্প সম্মেলন হচ্ছে জেলায়। এ বছরেও নভেম্বর মাসে মালদা জেলায় শিল্প সম্মেলন হয়েছে। বিনিয়োগের দিশা দেখিয়েছেন শিল্পপতিরা। কিন্তু প্রশাসনের এমন অসহযোগিতায় অনেকেই পিছিয়ে পড়ছেন বলে দাবি জেলার শিল্পপতিদের একাংশের।

শিকেয় তুলে শিশু-হাতে মাখনা

প্রথম পাতার পর

দিনকয়েক আগে অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনারের নেতৃত্বে জেলা শিশু সুরক্ষা দপ্তর এবং হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে আটজন শিশুশ্রমিককে হরিশ্চন্দ্রপুরের একটি মাখনা ফড়ি থেকে উদ্ধার করে। বর্তমানে তাদের দক্ষিণ দিনাজপুরের একটি হোমে রাখা হয়েছে।

বিহারের বিভিন্ন জেলার, বিশেষ করে দ্বারভাঙ্গার বেশকিছু কিশোর তাদের আত্মীয় কিংবা প্রতিবেশীদের সঙ্গে এলাকায় কাজ করতে চলে আসে। এদের মধ্যে অনেকেই আছে, যারা বিহারে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র।

দ্বারভাঙ্গার হায়াঘাট এলাকার বাসিন্দা বছর ১২-র লক্ষ্মণ সাহানি জানাল, তার নাম স্থানীয় একটি জুনিয়ার হাইস্কুলে নথিভুক্ত আছে। বছরে ৬-৭ মাস বাংলার হরিশ্চন্দ্রপুরে কাটাতে হয়। তার কথায়, 'যা পয়সা পাই তাতে সারাবছর আমার পরিবারের মুখে খাবার জোটে। তাই স্কুলে নাম থাকলেও পড়াশোনা করা হয় না।' হরিশ্চন্দ্রপুরের বারদুয়ারি এলাকায় একটি ফড়িতে কর্মরত অবধেশ সাহানি বলেন, 'প্রতিবছর নিয়ম করে ছয় থেকে আট মাস পরিবারের সবাইকে নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুরে চলে আসি। এখানে কাজ করে সারাবছরের রোজগার হয়। নাবালক ছেলেমেয়েরাও সঙ্গে থাকে। তারাও কাজে সাহায্য করে। কিন্তু এখন শিশুশ্রমের কথা বলে আমাদের ছেলেমেয়েদের হোমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এখানে যদি আমাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যবস্থা থাকত তাহলে হয়তো ওদের এই কাজ করাতাম না।'

স্থানীয় মাখনা ব্যবসায়ী শেখ খলিল বলেন, 'মাখনার উপর নির্ভর করে হরিশ্চন্দ্রপুরের অর্থনৈতিক চিত্র পালটে গিয়েছে। খই তৈরি করতে গেলে বিহারের শ্রমিকের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। কিন্তু প্রশাসন কোনও বিকল্প ব্যবস্থা বা সচেতনতা কর্মসূচি না করেই এভাবে শিশুশ্রমিকদের উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওরা আর কেউ হরিশ্চন্দ্রপুরে আসতে চাইছে না। এরপর থেকে বিহারের এই শ্রমিকদের আর পাওয়া যাবে না। অচল হয়ে পড়বে এই শিল্প।'

চাঁচলে সহকারী শ্রম কমিশনার নওশাদ আলি অবশ্য এসব কথা মানতে চাননি। তিনি বলছেন, 'শিশুশ্রম রাজ্যে বেআইনি। এই কাজ আমরা কোনওভাবেই বরদাস্ত করব না। খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয়েছিল হরিশ্চন্দ্রপুরে। আটজন শিশুশ্রমিককে উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের হোমে রাখা হয়েছে।'

জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক শিবেন্দুশেখর জানা বলেন, 'জেলার ইটভাটা থেকে মাখনা প্রক্রিয়াকরণে বিভিন্ন কাজে বিহার ও ঝাড়খণ্ডের শ্রমিক এবং তার সঙ্গে শিশুশ্রমিকদেরও কাজে লাগানো হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করেছি, সমস্ত শিশুশ্রমিককে সরকারি সুযোগসুবিধা পাইয়ে দেওয়ার। পাশাপাশি সচেতনতা কর্মসূচিও করছি।' রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের পরামর্শদাতা সৌমিত্র রায় এই শিশুদের জন্য শিক্ষা ও অন্যান্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার কথা বলছেন। তাঁর মতে, সেটা করা গেলে হয়তো শিশুশ্রম কমবে।

লখনউ অপেক্ষায় গিলদের ব্যাটে নবাবিয়ানার

লখনউ, ১৬ ডিসেম্বর : পাহাড় থেকে সমতল। ধরমশালা থেকে লখনউ।

ঠান্ডার প্রকোপ কিছুটা কম। যদিও ঠান্ডা নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটমহল একেবারেই ভাবতে রাজি নয়। কারণ, ক্রিকেটমহলে এখন এত ক্রিকেটীয় উত্তাপ রয়েছে যার মধ্যে ঠান্ডার অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার পথে।

লখনউ থেকে আবু ধাবির দূরত্ব বিশাল। কিন্তু তাতে কী? সকালে লখনউয়ে 'ধুরন্ধর' সিনেমা উপভোগ করল টিম ইন্ডিয়া। সিনেমা হলে প্রবেশের সময় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব, কোচ গৌতম গম্ভীরদের চওড়া হাসিই বলে দিচ্ছিল দলের মেজাজ এখন ফুরফুরে। দালাই লামার শহরে অনায়াস, একপেশে জয়ের মাধ্যমে সিরিজে ফের এগিয়ে যাওয়ার পর টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের এমন ফুরফুরে মেজাজই স্বাভাবিক। যদিও খেলার এখনও অনেক বাকি।

বিকেলে ছিল টিম ইন্ডিয়ার ঐচ্ছিক অনুশীলন। সেই অনুশীলনের আসরে বেশিরভাগ ক্রিকেটারই হাজির হননি। বরং দুপুর থেকে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার মধ্যে ভারতীয় ক্রিকেটারদের নজর ছিল আবু ধাবির আইপিএল নিলামের আসরে। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটারদেরও সেদিকে নজর ছিল। কার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল। ক্রিকেট দুনিয়ার নয়া চমক ও কোটিপতি কে বা কারা হলেন, সবকিছু নিয়েই লখনউয়ে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট সংসার আজ ছিল সরগরম।

এমন ভাবনা, আলোচনার মাঝে আরও একটি দিক কিছুটা হলেও পিছনের সারিতে চলে গিয়েছে। যদিও বুধবার লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার চার নম্বর টি২০ ম্যাচ শুরু হলে আইপিএল পিছনের সারিতে চলে গিয়ে ফের সামনে আসবে দুইটি নাম শুভমান গিল ও সূর্যকুমার। টিম ইন্ডিয়ার টি২০ স্কোয়াডের অধিনায়ক ও সহ অধিনায়কের শনির দশা চলছে। দুইজনেরই ব্যাটে রান নেই। কুড়ির ক্রিকেটে শেষ কবে তাঁরা রান করেছেন, অনেকেই সহজে মনে করতে পারবেন না। ধরমশালা ম্যাচ জয়ের রাতে টিম ইন্ডিয়ার ওপেনার অভিষেক শর্মা সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন, দ্রুত স্কাই-গিলরা রানে ফিরবেন। সিরিজের বাকি থাকা দুই ম্যাচের পাশে আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চের টি২০ বিশ্বকাপের আসরেও ভারতকে ম্যাচ জেতাবেন।

প্রত্যাশার চাপ কাটানোর বদলে সতীর্থের এমন মনোভাব দুনিয়ার দরবারে চলে আসার পর স্কাই-গিলরা আরও চাপে। তাঁরা নিজেরাও জানেন তাঁদের ব্যাটে রান কতটা প্রয়োজন। আর সেটা করতে হবে দ্রুত। না হলে শুভমানকে বসিয়ে সঞ্জু স্যামসনকে প্রথম একাদশে ফেরানোর দাবি আরও জোরদার হবে। এমনিতেই লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামের বাইশ গজ মন্থর। স্পিনাররা এখানে বরাবরই বাড়তি সাহায্য পেয়ে এসেছেন। আগামীকাল সিরিজের চার নম্বর টি২০ ম্যাচের আসরেও তেমন সম্ভাবনা প্রবল। টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে বদলের সম্ভাবনা প্রায় নেই। ব্যক্তিগত কারণে মুম্বই ফিরে যাওয়া জসপ্রীত বুমরাহ আগামীকাল খেলছেন না বলেই খবর। আজ রাত পর্যন্ত বুমরাহ লখনউ পৌঁছাননি। যদিও তার জন্য খুব একটা সমস্যা হয়তো হবে না টিম ইন্ডিয়ার। কারণ, বুমরাহ না থাকলে ভারতীয় বোলাররা আরও বেশি করে নিজেদের মেলে ধরেন, সাম্প্রতিক অতীতে বারবার এমন দৃশ্য দেখা গিয়েছে। আগামীকালও হয়তো তেমন কিছু দেখবে ক্রিকেট দুনিয়া।

লখনউয়ের বাইশ গজ কেমন আচরণ করবে, বুঝে নেওয়ার চেষ্টায় শুভমান গিল।

ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা
চতুর্থ টি২০ আজ
সময় : সন্ধ্যা ৭টা, **স্থান :** লখনউ
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

লখনউয়ে ম্যাচ জিতলেই সিরিজ পকেটে। আর হার মানে আহমেদাবাদে শেষ ম্যাচের জন্য অপেক্ষা। শেষ ম্যাচের গুরুত্ব অনেকটাই বেড়ে যাওয়া। দক্ষিণ আফ্রিকা চলতি সিরিজে ফের সমতা ফেরাতে পারবে কি না, সময় তার জবাব দেবে। যদিও প্রোটিয়ারা নিয়মিতভাবে প্রথম একাদশের কম্বিনেশনে রদবদল করে ভারতের কাজটা সহজ করে দিচ্ছেন বলে মনে করছেন অনেকেই। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন ক্রিকেটার ডেল স্টেইনও এমন মনে করছেন।

শেষপর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা আগামীকাল ঘুরে দাঁড়িয়ে ফের ভারতীয় দলকে ধাক্কা দিতে পারবে কি না, পরের কথা। কিন্তু তার আগে গিল-স্কাইদের ব্যাটে 'নবাবিয়ানার' অপেক্ষায় লখনউ। দলের অধিনায়ক ও তাঁর ডেপুটি রান পেলে টিম ইন্ডিয়ার অনেক সমস্যা মিটে যাবে।

সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে আলোচনায় গৌতম গম্ভীর। দর্শক শিবম দুবে।

অধিনায়কের হয়ে ব্যাট ধরলেন শিবম

'একাই জেতাতে পারে সূর্যকুমার'

লখনউ, ১৬ ডিসেম্বর : অভিষেক শর্মার পর এবার শিবম দুবে। ক্রিকেট কেরিয়ারের কঠিন সময়ে বন্ধুর অভাব নেই সূর্যকুমার যাদবের।

নেটে দারুণ ছন্দে। কিন্তু ব্যাট হাতে ম্যাচের সময় রান নেই। ধরমশালা টি২০ জেতার পর ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার নিজেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তাঁর ব্যাটে রান না থাকার কথা। একইসঙ্গে স্কাই জানিয়েছিলেন, তিনি দ্রুত রানে ফেরার জন্য চেষ্টার ত্রুটি রাখছেন না।

সূর্যকুমারের ব্যাটে কবে রানের দেখা মিলবে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে আজ সন্ধ্যার একানা স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার ঐচ্ছিক অনুশীলনের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে অধিনায়ক স্কাইয়ের হয়ে ব্যাট ধরলেন তাঁর দলের অলরাউন্ডার শিবম দুবে। জানিয়ে দিলেন, স্কাই একাই ম্যাচ জেতাতে পারে। টি২০ ক্রিকেটের মঞ্চে অতীতে সূর্য এমন সব কাণ্ড করে দেখিয়েছেন, যা অনেকে ভাবতেও পারবে না। শিবমের কথায়, 'সূর্য এমন একজন ক্রিকেটার যে পাঁচটা ম্যাচের মধ্যে পাঁচটাই জিতিয়ে দেবে দলকে। হতে পারে ওর এখন সময়টা ভালো যাচ্ছে না। তার মানে এমন নয় যে ও খারাপ ক্রিকেটার। একাই ম্যাচের রং বদলে দলকে জেতাতে পারে ও।'

> সূর্য মাঠে ব্যাট হাতে যা করতে পারে, অনেকেই সেটা চেষ্টা করলেও পারবে না। আপাতত ও রানের মধ্যে নেই ঠিকই। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, দ্রুত রানে ফিরবে স্কাই। আবার জেতাবে দলকে। ওর মতো ৩৬০ ডিগ্রি ব্যাটার ক্রিকেট দুনিয়ায় বিরল।
> -শিবম দুবে

এখানেই থামেননি শিবম। তাঁর দলের অধিনায়কের হয়ে ব্যাট ধরে শিবম আরও বলেছেন, 'সূর্য মাঠে ব্যাট হাতে যা করতে পারে, অনেকেই সেটা চেষ্টা করলেও পারবে না। আপাতত ও রানের মধ্যে নেই ঠিকই। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, দ্রুত রানে ফিরবে স্কাই। আবার জেতাবে দলকে। ওর মতো ৩৬০ ডিগ্রি ব্যাটার ক্রিকেট দুনিয়ায় বিরল।'

ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার কবে রানে ফিরবেন, কালই তাঁর রান-খরা কাটবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু একজন ব্যাটার হিসেবে তো বটেই, দলের অধিনায়ক হিসেবেও স্কাই অসাধারণ, এমনটাই মনে করছেন শিবম। টিম ইন্ডিয়ার অলরাউন্ডারের তাঁর অধিনায়ককে নিয়ে পর্যবেক্ষণ, 'সূর্য রান করুক বা না করুক, আমাদের কাছে ও একই থাকবে। শুধু ব্যাটার হিসেবেই নয়, স্কাই অধিনায়ক হিসেবেও দুর্দান্ত। ওর মধ্যে দল পরিচালনার একটা সহজাত দক্ষতা রয়েছে।' সূর্যের মতোই রানের মধ্যে নেই শুভমান গিলও। টি২০ ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়কের হয়েও আজ ব্যাট ধরেছেন শিবম। বলেছেন, 'শুভমান টি২০ ক্রিকেটে রান না পেলেও ওর ব্যাটিং গড়, স্ট্রাইকরেট খারাপ নয়। আমি নিশ্চিত ও দ্রুত রানে ফিরবে। শুভমান আমাদের দলের অন্যতম সেরা ব্যাটার।'

অনুশীলনের ফাঁকে ব্যালেন্সের খেলায় মেতে সঞ্জু স্যামসন। মঙ্গলবার।

মুস্তাক আলিতে বিধ্বংসী সরফরাজ

পুনে, ১৬ ডিসেম্বর : সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে ২২ বলে ৭৩ রান। রাজস্থানের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের জয়ের নায়ক। তবুও আইপিএলের মিনি নিলামের শেষবেলায় দলও পেয়ে গেলেন সরফরাজ খান।

মুস্তাক আলির ম্যাচে রাজস্থানের বিরুদ্ধে ৩ উইকেটে জয় ছিনিয়ে নিল মুম্বই। এদিন শুরুতে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ২১৬ রান করে রাজস্থান। ঝুড়ি-ঝুড়ি রান খরচ করেন শার্দূল ঠাকুর, তুষার দেশপান্ডেরা। রাজস্থানের দীপক হুডা ৫১ ও মুকুল চৌধুরী ৫৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন। বড় লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ব্যক্তিগত ১৫ রানে সাজঘরে ফেরেন যশস্বী জয়সওয়াল। এরপর জুটিতে ১১১ রান যোগ করেন আজিঙ্কা রাহানে ও সরফরাজ। সরফরাজ ৭৩

রানে ফিরলেও মুম্বইয়ের জয় নিশ্চিত করেন রাহানে (৪১ বলে অপরাজিত ৭২)। বিধ্বংসী অর্ধশতরানের সঙ্গে সরফরাজের প্রাপ্তি, প্রথম দফায় অবিক্রিত থাকলেও শেষদিকে তাঁকে বেস প্রাইস ৭৫ লক্ষ টাকায় দলে নেয় চেন্নাই সুপার কিংস।

অন্য ম্যাচে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ২ উইকেটে ম্যাচ জিতল পঞ্জাব। শুরুতে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ২২৫ রান করে মধ্যপ্রদেশ। ৪৩ বলে ৭০ রান করেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৫ বল বাকি থাকতে ২ উইকেট হাতে রেখেই জয়ের রান তুলে নেয় পঞ্জাব। সৌজন্যে হার্নুর সিংয়ের ৬৪ ও সলিল অরোরার ৫০ রানের ঝোড়ো ইনিংস। ৩৮ রান করেন আনমোলপ্রীত সিং। শেষবেলায় ৩৫ রানের অপরাজিত ইনিংস রামনদীপ সিংয়ের। বল হাতে জোড়া উইকেট নেওয়ার সুবাদে ম্যাচের সেরা তিনিই।

এদিকে, ঝাড়খণ্ডের বিপক্ষে ৯ রানে ম্যাচ জিতল অন্ধ্রপ্রদেশ। শুরুতে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ২০৩ রান করে অন্ধ্র। ২২ বলে ৪৫ রান করেন নীতীশকুমার রেড্ডি। এছাড়া ১৯ বলে ৩৫ করেন শ্রীকর ভরত। জবাবে ২০ ওভার ব্যাট করে ৮ উইকেটে ১৯৪ রানে থামে ঝাড়খণ্ড। ব্যর্থ বিরাট সিংয়ের (৪০ বলে ৭৭) লড়াই। এছাড়া ১৮ বলে ৩৫ রান ঈশান কিষানের।

কালো আর্মব্যান্ড পরে নামবে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

অ্যাডিলেড, ১৬ ডিসেম্বর : অ্যাসেজ জয়ের হাতছানি। তারপরও শোকে ডুবে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। নেপথ্যে রবিবার সিডনিতে বন্ডি বিচে দুই বন্দুকধারীর হামলায় ১৫ জনের মৃত্যু, আহত প্রায় ৪০ জন। অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের বাড়ি এই বন্ডি বিচের কাছেই। হামলার ঘটনায় তিনি আতঙ্কিত বলে জানিয়েছেন। মঙ্গলবার অ্যাসেজের তৃতীয় টেস্টের প্রস্তুতি শেষ করার পর কামিন্স বলেছেন, 'জায়গাটা আমার বাড়ির কাছে। বাচ্চাদের নিয়ে প্রায়ই সেখানে যাই। তাই আমাকে ঘটনাটা ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে। স্থানীয়দের, বিশেষ করে ইহুদিদের জন্য খুব খারাপ লাগছে। আমরা কালো আর্মব্যান্ড পরে টেস্ট খেলতে নামব। স্মরণ করব নিহত-আহতদের।'

অ্যাডিলেডে টিম হোটেলে বসেই হামলার খবর টিভিতে দেখেছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস। বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ার জন্য খুব বেদনার দিন ছিল। কয়েকদিন আগে যেটা ঘটেছে সেটা খুবই খারাপ ছিল। টিভিতে খবরটা শোনার পরই সবাই চুপ করে যায়।' অজিদের মতো তারাও অ্যাডিলেড টেস্টে কালো আর্মব্যান্ড পরার কথা জানিয়েছে।

জায়গা হল না খোয়াজার

পারথ ও ব্রিসবেন টেস্টে জিতে অস্ট্রেলিয়া অ্যাসেজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে। দ্বিতীয় টেস্টের জয়ী একাদশে তারা দুটো পরিবর্তন করেছে। অ্যাডিলেডের স্পিন সহায়ক উইকেটের কথা মাথায় রেখে ফিরিয়ে আনা হয়েছে নাথান লায়োনকে। সম্পূর্ণ ফিটনেস ফিরে পাওয়ায় নেতৃত্বে প্রত্যাবর্তন ঘটছে কামিন্সের। তবে চোট সারলেও একাদশে জায়গা হয়নি অভিজ্ঞ ওপেনার উসমান খোয়াজার।

অ্যাসেজে আজ
অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড
সময় : ভোর ৫টা, **স্থান :** অ্যাডিলেড
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক

তৃতীয় টেস্টের জন্য ব্যাটিং প্রস্তুতিতে ইংল্যান্ডের জো রুট। মঙ্গলবার অ্যাডিলেডে।

আইপিএল শুরু হতে পারে ২৬ মার্চ

আবু ধাবি, ১৬ ডিসেম্বর : সরকারি ঘোষণা হয়নি এখনও। কিন্তু আজ আবু ধাবিতে আইপিএল নিলাম শুরুর আগে দশ ফ্র্যাঞ্চাইজি দলকে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শীর্ষকর্তাদের একটি বৈঠক হয়েছিল। আর সেই বৈঠকের নির্যাস হিসেবে সামনে এসেছে ২০২৬ সালের আইপিএল শুরুর দিন। বড় অঘটন না হলে ২৬ মার্চ শুরু হবে ২০২৬ সালের আইপিএল। আর ফাইনাল হওয়ার কথা ৩১ মে।

২০২৫ সালের আইপিএল খেতাব জিতেছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। বিরাট কোহলিদের প্রথম আইপিএল জয়ের উৎসবের আসর বসেছিল এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। সেখানে যে কলঙ্কের ঘটনা ঘটেছিল, ভারতীয় ক্রিকেটে তার রেশ এখনও রয়েছে। তাই শেষবারের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামেই আইপিএলের বোধন ও ফাইনাল হবে কি না, তা নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন ও সংশয়। যদিও বিসিসিআইয়ের এক শীর্ষকর্তার দাবি, চিন্নাস্বামীতেই শুরু হবে ২০২৬ সালের আইপিএল। ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রতিনিধিদের সঙ্গে বোর্ডের বৈঠকে এব্যাপারে আলোচনাও হয়েছে বলে খবর। যদিও সরকারিভাবে বিষয়টি নিয়ে এখনই বোর্ডের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগে কর্ণাটকের উপ মুখ্যমন্ত্রী এক অনুষ্ঠানে দাবি করেছিলেন, চিন্নাস্বামীতেই হবে আইপিএলের শুরু ও ফাইনাল।

ফাইনালের মহড়ায় অ্যান্থনির ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : আপাতভাবে নেহাতই নিয়মরক্ষার ম্যাচ। আবার দেখতে গেলে এই ম্যাচই ফাইনালের মহড়া।

বুধবার সাফ ক্লাব উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপের রাউন্ড-রবিন পর্বে শেষ ম্যাচ খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গলের প্রমীলাবাহিনী। প্রতিপক্ষ নেপাল আর্মড পুলিশ ফোর্স। নেপালের এই দলটির বিপক্ষেই আবার ফাইনাল খেলতে নামবে লাল-হলুদের মেয়েরা। ফাইনালের ছাড়পত্র পেয়ে যাওয়ায় দুই দলই হয়তো নিজেদের সেরা অস্ত্রগুলিকে লুকিয়ে রাখতে চাইবে এই ম্যাচে। তবুও খেতাবি লড়াইয়ের আগে বিপক্ষকে মেপে নেওয়ার সেরা সুযোগটা কোনওভাবেই হাতছাড়া করতে চাইবেন না ইস্টবেঙ্গল মহিলা ফুটবল দলের কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ।

এই ম্যাচ যারা জিতবে তারা ফাইনালে একটু হলেও যে বেশি আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাঠে নামবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিরাট জয় আয়ুষদের

দ্রুততম দ্বিশতরান অভিজ্ঞানের

দুবাই, ১৬ ডিসেম্বর : ভারতের এবারের অনূর্ধ্ব-১৯ দলে সবচেয়ে আলোচিত নাম বৈভব সূর্যবংশী। তার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। খুব কাছাকাছি থাকবেন অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রেও। এই দুইজনকে ঘিরেই দলটা আবর্তিত হয়। মঙ্গলবার বৈভব ও আয়ুষের ছায়া থেকে বেরিয়ে দুবাইয়ের সেভেনস স্টেডিয়ামে আম্বাতি রায়াডুর ২৩ বছরের পুরোনো রেকর্ড ভেঙে আলাদা পরিচয় বানিয়ে ফেললেন মুম্বইয়ের উইকেটকিপার-ব্যাটার অভিজ্ঞান কুণ্ডু। তাঁর দ্বিশতরানে (১২৫ বলে অপরাজিত ২০৯) চলতি অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে মালয়েশিয়াকে ৩১৫ রানে উড়িয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছাল ভারত।

এদিন আয়ুষ (১৪) তাড়াতাড়ি ফিরলেও বৈভবের (২৬ বলে ৫০) আগ্রাসন বজায় ছিল। পছন্দের তিন নম্বরে নেমে সুবিধা করতে পারেননি বিহান মালহোত্রাও (৭)। তিনি আউট হওয়ার পর বেদান্ত ত্রিবেদীকে (৯০) নিয়ে হাল ধরেন অভিজ্ঞান। বৈভবের মতো আকর্ষণীয় না হলেও ১৭ বছরের বাঁহাতি অভিজ্ঞানের ব্যাটিং চোখের পক্ষে আরামদায়ক। ৪৪ বলে অর্ধশতরান করার পর ৮০ বলে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছে যান অভিজ্ঞান। শতরান পেরোনোর পর থেকে গিয়ার বদলে ফেলেন তিনি। নিটফল, ১২১ বলে ডাবল সেঞ্চুরি করে যুব ওডিআইয়ে দ্রুততম দ্বিশতরানের মালিক হয়ে যান অভিজ্ঞান। রায়াডুকে টপকে যুব ওডিআইয়ে ভারতের হয়ে অভিজ্ঞান সর্বাধিক ব্যক্তিগত স্কোরও করে ফেলেন। যুব ওডিআইয়ে অভিজ্ঞান দ্বিতীয় ব্যাটার যিনি দ্বিশতরান করলেন। ১৭টি চার ও ৯টি ছয়ে সাজানো ইনিংসে শেষদিকে রীতিমতো তাণ্ডব চালিয়েছেন অভিজ্ঞান।

বেদান্তও দৃষ্টিনন্দন ব্যাটিংয়ে ইনিংস গড়ে তোলেন। বেদান্ত-অভিজ্ঞানের ২০৯ রানের পার্টনারশিপে ভর করে ভারত ৪০৮/৭ স্কোরে পৌঁছে যায়। বল হাতে মালয়েশিয়াকে একাই শেষ করে দেন পাকিস্তান বধের অন্যতম নায়ক দীপেশ দেবেন্দ্রন (২২/৫)। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন উধব মোহন (২৪/২)। মালয়েশিয়া ৯৩ রানে অল আউট হয়।

অনুষ্কা শর্মাকে নিয়ে প্রেমানন্দ মহারাজের আশ্রমে বিরাট কোহলি। মঙ্গলবার।

৮ গোলের রোমাঞ্চ, ড্র ইউনাইটেডের

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৬ ডিসেম্বর : একের পর এক গোল আর পালটা গোলে জমজমাট লড়াই। যেখানে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড-এএফসি বোর্নমাউথের ৮ গোলের রোমাঞ্চকর ম্যাচ শেষপর্যন্ত ড্র হল ৪-৪ গোলে।

তিন-তিনবার এগিয়ে গিয়েও হোঁচট খেল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। প্রথমার্ধে গোল লক্ষ্য করে ১৭টি শট নেয় ইউনাইটেড। গোল হল দুইটি। উত্তেজনায় ঠাসা ম্যাচের ১৩ মিনিটে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে এগিয়ে দেন আমাদ ডিয়ালো। ৪০ মিনিটে গোল শোধ করে বোর্নমাউথ। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ইউনাইটেডকে দ্বিতীয়বার এগিয়ে দেন ক্যাসেমিরো। ২-১ গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধে মাঠ ছাড়ে রুবেন অ্যামোরিমের দল।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ৬ মিনিটের মধ্যে দুই গোল বোর্নমাউথের। ৪৬ মিনিটে সমতা ফেরান এভানিলসন। ৫২ মিনিটে দলকে এগিয়ে দেন মার্কাস টাভেরনিয়ার। ম্যাঞ্চেস্টারের ক্লাবটির সমতা ফেরাতে সময় লাগল ২৫ মিনিট। ৭৭ মিনিটে ৩-৩ করেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। এর দুই মিনিট পর ম্যাথিয়াস কুনহার গোলে জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে রেড ডেভিলরা। তবে ৮৪ মিনিটে এলি জুনিয়ারের গোলে সব তছনছ।

পয়েন্ট খুইয়ে হতাশ অ্যামোরিম

বোর্নমাউথকে পিছনে ফেলে এদিন গোল লক্ষ্য ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড শট নেয় ২৪টা। তার মধ্যে লক্ষ্যে ছিল ৯টা। বল দখলের লড়াইয়েও এগিয়ে ছিলেন ব্রুনোরা। তা সত্ত্বেও পয়েন্ট খুইয়ে হতাশ অ্যামোরিম। ড্রয়ের কারণও খুঁজে বের করেছেন তিনি। অ্যামোরিম বলেছেন, 'এই ফল সত্যিই হতাশাজনক। নটিংহাম ফরেস্ট ম্যাচের মতোই একটা সময় আমাদের মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটেছে এদিন। তারই সুযোগ নেয় বোর্নমাউথ। এটা নিয়ে ভাবতে হবে আমাদের।'

গোল করলেও দলকে জেতাতে ব্যর্থ ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ম্যাথিয়াস কুনহা।

দেশে ফিরলেই গ্রেপ্তার রণতুঙ্গা

কলম্বো, ১৬ ডিসেম্বর : দুর্নীতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত প্রাক্তন ক্রিকেটার অর্জুন রণতুঙ্গা। আপাতত বিদেশে রয়েছেন শ্রীলঙ্কার বিশ্বজয়ী অধিনায়ক। দেশে ফিরলেই গ্রেপ্তার করা হবে তাঁকে।

১৯৯৬ সালে শ্রীলঙ্কাকে একদিনের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন করেন অধিনায়ক রণতুঙ্গা। অবসরের পর রাজনীতিতে যোগ দেন তিনি। শ্রীলঙ্কার পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হয়েছিলেন। সেই সময় অর্থের বিনিময়ে বেশ কয়েকটি সংস্থাকে টেন্ডার পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল রণতুঙ্গার বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগে দোষী প্রমাণিত হয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার।

তদন্ত কমিশন জানিয়েছে, রণতুঙ্গা দেশে ফিরলেই গ্রেপ্তার করা হবে রণতুঙ্গাকে। মোট ২৭টি সংস্থাকে বেআইনিভাবে টেন্ডার পাইয়ে দিয়েছিলেন বলে জানিয়েছে তারা। আর্থিক দুর্নীতির পরিমাণ প্রায় ৪৫ কোটি। অর্জুন রণতুঙ্গার ভাই প্রসন্ন রণতুঙ্গা শ্রীলঙ্কার পর্যটনমন্ত্রী ছিলেন। তাঁকেও দুর্নীতির অভিযোগে গত মাসে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সব লিগ হওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে ফুটবল মহলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : লিওনেল মেসি-কাণ্ডের নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে নিজেকে সরিয়ে নিতে চেয়ে চিঠি দিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এই খবর ইতিমধ্যেই পুরোনো। অনেকেই জানতে চাইছেন, এই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আর কি এই মরশুমে খেলা হওয়ার সম্ভাবনা আছে? বা যদি এখন ইন্ডিয়ান সুপার লিগ নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হত, তাহলে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও ইস্টবেঙ্গল কি অথই জলে পড়ত না? কিন্তু এসবই এখন অবান্তর বলে মনে হচ্ছে কারণ আইএসএল, আই লিগ বা কোনও লিগই শেষপর্যন্ত হবে কি না তার উপরেই পড়েছে বিরাট প্রশ্নচিহ্ন।

আইএসএলের মতোই আই লিগের জন্যও দরপত্র জমা পড়ল না অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের ডাকা টেন্ডারের জবাবে। আইএসএল ও আই লিগ-দুই লিগই যখন একসঙ্গে বিনিয়োগকারী এবং সম্প্রচারকারী সংস্থাকে আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয় তখন তাকে কিন্তু পেরেন্ট বডির প্রতি অনাস্থা হিসাবেই ধরা হয় এবং সবচেয়ে বড় কথা, এই নিয়ে এআইএফএফ কর্তারাও সম্পূর্ণ নীরব। কী হবে এই এতগুলো ক্লাব, তাদের ফুটবলার এবং ফুটবলের সঙ্গে জড়িত ক্লাবগুলোর? সম্ভবত এর উত্তর এখন জানা নেই কারও। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য সব ক্লাব সহ স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে আলোচনায় বসার পর কেটে গিয়েছে ১৩ দিন। এখনও তাঁর রিপোর্ট তিনি আদৌ শীর্ষ আদালতে জমা দিয়েছেন কি না পরিষ্কার নয়। এআইএফএফ সহ সচিব এম সত্যনারায়ণন জানিয়ে দিয়েছেন, ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভা এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় আলোচনার পরেই তাঁরা ক্লাবগুলির সঙ্গে কনসর্টিয়াম করে লিগ আদৌ করা সম্ভব কি না তা জানাতে পারবেন। অর্থাৎ গোটা বিষয়টিই আপাতত ধোঁয়াশার মধ্যে।

তবে এরই মধ্যে অবশ্য বিভিন্ন সূত্র থেকে উঠে আসা খবর জানাচ্ছে, প্রকাশ্যে না হলেও আড়ালে কাজ করে চলেছেন প্রফুল প্যাটেল। মেসির 'গোট ইন্ডিয়া ট্যুর'-এর শেষ 'কনসার্ট' ছিল নয়াদিল্লিতে। সেখানে লীলা প্যালেস হোটেলে যে ব্যক্তিগত 'মিট অ্যান্ড গ্রিট' অনুষ্ঠান হয় সেখানে সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ফেডারেশন সভাপতি প্রফুল প্যাটেল এবং তিনি সেখানে নিমন্ত্রিত হিসাবে ছিলেন, অর্থের বিনিময়ে নয়। অথচ মেসির চারটি কনসার্টের একটিতেও ডাক পাননি বর্তমান সভাপতি কল্যাণ চৌবে। সম্ভবত এই অনুষ্ঠান দিয়েই প্রফুল যেমন বুঝিয়ে দিলেন, ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ তিনিই, তেমনি কল্যাণেরও মেয়াদ শেষ হওয়ার বিষয়টা আরও যেন প্রকট হল। যা খবর, ক্লাব, এফএসডিএল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগসূত্র হিসাবে এখন প্যাটেলই কাজ করছেন। সম্ভবত ২০ তারিখের পরই সবটা প্রকাশ্যে আসবে। এমনও হতে পারে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি ভবিষ্যতে যেমন হওয়ার হবে। আপাতত এই মরশুমের জন্য একটি কনসর্টিয়াম তৈরি করা হবে। যেখানে এফএসডিএলও থাকতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। যদি তেমনকিছু হয় তবেই জানুয়ারির শেষ দিক থেকে লিগ শুরু হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকবে নাহলে ভারতীয় ফুটবল অতল অন্ধকারে।

শুভেচ্ছা

☺ শৈবাল-রিংকি'র শুভ বিবাহে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তোমাদের আগামী দিনগুলো সুখময় হোক। শুভ কামনায় - **'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'** পরিবার।

রেকর্ড দরে কেকেআরে গ্রিন

আবু ধাবি, ১৬ ডিসেম্বর : পূর্বাভাস ছিল।

অন্যথা হল না। নিলাম টেবিলে কার্যত ঝড় উঠল ক্যামেরন গ্রিনকে নিয়ে। একঝাঁক ফ্র্যাঞ্চাইজির নাছোড় মানসিকতা, দড়ি টানাটানির ফল ২ কোটির বেস প্রাইস পৌঁছে গেল ২৫.২০ কোটিতে! নজির আইপিএলে ইতিহাসে বিদেশি ক্রিকেটার হিসেবে সর্বাধিক দরের।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, রাজস্থান রয়্যালসকে যে 'বিডিং ওয়ারে' পরাজিত করে বাজিমাত শাহরুখ খানের কলকাতা নাইট রাইডার্সের। গ্রিনের স্বদেশীয় মিচেল স্টার্ককে অতীতে রেকর্ড ২৪.৭৫ কোটিতে নিয়েছিল কেকেআর। নিজেদের যে রেকর্ড ভেঙে গ্রিন-প্রাপ্তি।

কেকেআরের টেবিলের উপস্থিতি হেডকোচ অভিষেক নায়ার, ভেঙ্কি মাইসোর, জুহি চাওলা-কন্যার উচ্ছ্বাসে আন্দ্রে রাসেলের যোগ্য বিকল্প পাওয়ার খুশি। খুশিটা বাড়িয়ে দিয়ে ডেথ ওভার স্পেশালিস্ট মাথিশা পাথিরানাকে ১৮ কোটিতে তুলে নেওয়া।

আবু ধাবির নিলাম কক্ষে শুরুটা ধীরগতিতে। দশ দলের টেবিলে একঝাঁক তারকা। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, কুমার সাঙ্গাকারা, মাহেলা জয়বর্ধনে, আশিস নেহেরা, শ্রেয়স আইয়ারের সঙ্গে কাব্যা মারান, পার্থ জিন্দাল, আকাশ আম্বানিরা রং ছড়াচ্ছিলেন।

নিলামে প্রথম নাম জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্কের। কোনও দল আগ্রহ দেখায়নি। দ্বিতীয় নাম ডেভিড মিলার। চলতি ভারত সফর প্রত্যাশিত কাটেনি। প্রতিফলন নিলামে। তবে মিলারের মতো অভিজ্ঞ ব্যাটারকে ২ কোটিতে নেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেনি দিল্লি ক্যাপিটালস। পরে বেন ডাকেটকে একই দামে নিয়ে ব্যাটিংয়ের শক্তি বাড়িয়ে নেন সৌরভরা।

ডেভন কনওয়ে আনসোল্ড। এরপর গ্রিনের নাম উঠতে নিলাম কক্ষের পরিবেশ বদলে যায়। বিগহিটার অলরাউন্ডারকে নিতে শুরুতেই ত্রিমুখী টক্কর মুম্বই-রাজস্থান-কেকেআরের মধ্যে। ১৩.৬০ কোটিতে সরে যায় রাজস্থান। প্রবেশ চেন্নাইয়ের। কেকেআর-কিংসের টানাটানিতে যা পৌঁছে যায় ২৫.২০ কোটিতে! নাইটদের যে দরের সামনে পিছিয়ে যায় হলুদ ব্রিগেড।

আইপিএলের নয়া নিয়মে বিদেশি ক্রিকেটাররা অবশ্য সর্বাধিক ১৮ কোটি টাকা পাবেন। বাকি টাকা (৭.২ কোটি টাকা) যাবে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের 'প্লেয়ার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ডে'।

চোখ ছিল ভেঙ্কটেশ আইয়ারের ওপর। কেকেআর কোচ অভিষেক জানিয়েছিলেন, ভেঙ্কটেশকে ফেরানোর চেষ্টা করবেন। লখনউ সুপার জায়েন্টস, গুজরাট টাইটান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সঙ্গে দৌড়েও ছিলেন। কিন্তু ৬.৮০ কোটিতেই বিড থেকে সরে দাঁড়ায় নাইটরা। শেষপর্যন্ত ৭ কোটিতে আরসিবি-র জার্সিতে আগামীবার দেখা যাবে বেভেঙ্কটেশকে।

ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভাকে (২ কোটি) নেয় লখনউ। রবি বিষ্ণোইয়ের বিকল্প। এর মাঝে সস্তায় কুইন্টন ডি কক (১ কোটি) প্রাপ্তি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। নিলাম টেবিলের বাজিমাত অবশ্য কেকেআরের। গ্রিনের পর ফিন অ্যালেন (২ কোটি), পাথিরানা (১৮ কোটি), মুস্তাফিজুর রহমান (৯.২ কোটি)।

হর্ষিত রানা, বৈভব অরোরারা থাকলেও ডেথ ওভার বোলারের অভাব গতবার ভুগিয়েছে। দুর্বলতাতে দূরে পাথিরানা ও মুস্তাফিজুর, জোড়া অস্ত্র এবার টিম শাহরুখে। ১৮ কোটির দরে আইপিএল ইতিহাসে সবচেয়ে দামি শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটারের

আইপিএলে বিদেশিদের মধ্যে সর্বাধিক দাম পেলেন ক্যামেরন গ্রিন।

নিলামে চমক কার্তিক-প্রশান্তরা

তকমা পাথিরানার। বাংলাদেশ-ভারত রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে প্রায় দশ কোটি ছুঁইছুঁই দর মুস্তাফিজুরের।

কেকেআরের (৬৪.৩০ কোটি) পর সবচেয়ে বেশি টাকা নিয়ে নিলামে হাজির হয়েছিল চেন্নাই (৪৩.৪০ কোটি)। যদিও গ্রিন, পাথিরানার জন্য দৌড়ে বাজি মারতে ব্যর্থ। বিষ্ণোইকে (৭.২০, রাজস্থান রয়্যালস) নিয়ে আগ্রহ দেখিয়েও শেষপর্যন্ত সরে দাঁড়ায়।

দিনের চমক আনক্যাপড প্রশান্ত বীর, কার্তিক শর্মার। বাঁহাতি স্পিনার এবং লোয়ার অর্ডার ব্যাটার উত্তরপ্রদেশের প্রশান্তকে নিয়ে টক্করের ফল ১৪.২০ কোটির অবাক দর (চেন্নাই)। ঘরোয়া ক্রিকেটার হিসেবে যা রেকর্ড (আগের রেকর্ড আবেশ খান, ২০২২, ১০ কোটি)।

কিছুক্ষণের মধ্যে প্রশান্তের যে নজিরে ভাগ বসান রাজস্থানের ১৯ বছরের উইকেটকিপার-ব্যাটার কার্তিক। প্রথমবার নিলামে। অভিষেকেই রেকর্ড। কেকেআরের ট্রায়ালে যোগ দিয়ে বিস্ফোরক সেঞ্চুরি করেন। নাইটদের আগ্রহ প্রত্যাশিত। শেষপর্যন্ত চেন্নাই সুপার কিংসের 'ইয়াঙ্গিস্থান'-র লক্ষ্যের কাছে হার মানতে হয়।

চমক জম্মু ও কাশ্মীরের পেস-অলরাউন্ডার আকিব নবিকে নিয়েও। গত দলীপ ট্রফিতে টানা চার বলে উইকেট নিয়েছিলেন। গতির জন্য সতীর্থরা ডাকেন 'ডেইল স্টেইন অফ বারামুলা'। দক্ষ লোয়ার অর্ডারে বড় শট খেলতে। পুরস্কারস্বরূপ ৮.৪০ কোটির দরে টিম হায়দরাবাদে জায়গা।

কার্তিককে না পেলেও তেজস্বী সিংকে নিয়ে দেশীয় উইকেটকিপার-ব্যাটারের বিকল্প নাইটদের। মুস্তাফিজুরের পর ফের রাহুল ত্রিপাঠী (৭৫ লক্ষ), টিম সেইফার্টকে (১.৫ কোটি) নিয়ে ঘর আরও গুছিয়ে নেয় কেকেআর।

লুঙ্গি এনগিডি অবিক্রীত থাকলেও মধ্যপ্রদেশের বাঁহাতি পেসার মঙ্গেশ যাদবের ৫.২০ কোটি প্রাপ্তি চমক (আরসিবি)। গ্রিন, পাথিরানা ছাড়াও বিদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাম পান শ্রীলঙ্কার পাথুম নিশাঙ্কা (৪ কোটি, দিল্লি), জেসন হোল্ডার (৭ কোটি, গুজরাট)।

দীপক হুডা, জেমি স্মিথরা দল পাননি। দ্বিতীয়বার নিলামে নাম উঠলেও কেউ আগ্রহ দেখায়নি। তবে দ্বিতীয় নিলামে দল পান সরফরাজ খান (৭৫ লক্ষ, চেন্নাই), পৃথ্বী শ (৭৫ লক্ষ, দিল্লি), রাচিন রবীন্দ্র (১ কোটি, কেকেআর), আকাশ দীপ (১ কোটি, কেকেআর), ম্যাট হেনরি (২ কোটি, চেন্নাই)।

শেষবেলার দ্বিতীয় নিলামে অবশ্য ঝড় ওঠে লিয়াম লিভিংস্টোন (১৩ কোটি, হায়দরাবাদ) ও রাহুল চাহার (৫.২০ কোটি, চেন্নাই) ও জোশ ইনগ্লিসকে (৮.৬০ কোটি, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ) নিয়ে। গ্রিন যে রিংটোন সেট করে দিয়েছিলেন, শেষে যার পূর্ণতা অজি উইকেটকিপার-ব্যাটার ইনগ্লিসকে নিয়ে পারদ চড়ানো টক্করে।

এবারের নিলামে দামি আনক্যাপড ভারতীয়

প্লেয়ার	বেস প্রাইস	দাম (টাকায়)	দল
কার্তিক শর্মা	৩০ লক্ষ	১৪.২০ কোটি	চেন্নাই সুপার কিংস
প্রশান্ত বীর	৩০ লক্ষ	১৪.২০ কোটি	চেন্নাই সুপার কিংস
আকিব নবি	৩০ লক্ষ	৮.৪০ কোটি	দিল্লি ক্যাপিটালস
মঙ্গেশ যাদব	৩০ লক্ষ	৫.২০ কোটি	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
তেজস্বী সিং	৩০ লক্ষ	৩ কোটি	কলকাতা নাইট রাইডার্স
মুকুল চৌধুরী	৩০ লক্ষ	২.৬০ কোটি	লখনউ সুপার জায়েন্টস

এবারের নিলামে দামি ক্যাপড ভারতীয়

প্লেয়ার	বেস প্রাইস	দাম (টাকায়)	দল
রাহুল চাহার	১ কোটি	৫.২০ কোটি	চেন্নাই সুপার কিংস
রবি বিষ্ণোই	২ কোটি	৭.২০ কোটি	রাজস্থান রয়্যালস
ভেঙ্কটেশ আইয়ার	২ কোটি	৭ কোটি	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
রাহুল ত্রিপাঠী	৭৫ লক্ষ	৭৫ লক্ষ	কলকাতা নাইট রাইডার্স

এবারের নিলামে দামি ক্রিকেটার

প্লেয়ার	বেস প্রাইস	দাম (টাকায়)	দল
ক্যামেরন গ্রিন	২ কোটি	২৫.২০ কোটি	কলকাতা নাইট রাইডার্স
মাথিশা পাথিরানা	২ কোটি	১৮ কোটি	কলকাতা নাইট রাইডার্স
কার্তিক শর্মা	৩০ লক্ষ	১৪.২০ কোটি	চেন্নাই সুপার কিংস
প্রশান্ত বীর	৩০ লক্ষ	১৪.২০ কোটি	চেন্নাই সুপার কিংস
লিয়াম লিভিংস্টোন	২ কোটি	১৩ কোটি	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ

আইপিএলের দামি ক্রিকেটার

প্লেয়ার	বেস প্রাইস	দাম (টাকায়)	দল	সাল
ঋষভ পন্থ	২ কোটি	২৭ কোটি	লখনউ সুপার জায়েন্টস	২০২৫
শ্রেয়স আইয়ার	২ কোটি	২৬.৭৫ কোটি	পাঞ্জাব কিংস	২০২৫
ক্যামেরন গ্রিন	২ কোটি	২৫.২০ কোটি	কলকাতা নাইট রাইডার্স	২০২৬
মিচেল স্টার্ক	২ কোটি	২৪.৭৫ কোটি	কলকাতা নাইট রাইডার্স	২০২৪
ভেঙ্কটেশ আইয়ার	২ কোটি	২৩.৭৫ কোটি	কলকাতা নাইট রাইডার্স	২০২৫

আইপিএলের দামি বিদেশি ক্রিকেটার

প্লেয়ার	বেস প্রাইস	দাম (টাকায়)	দল	সাল
ক্যামেরন গ্রিন	২ কোটি	২৫.২০ কোটি	কলকাতা নাইট রাইডার্স	২০২৬
মিচেল স্টার্ক	২ কোটি	২৪.৭৫ কোটি	কলকাতা নাইট রাইডার্স	২০২৪
প্যাট কামিন্স	২ কোটি	২০.৫০ কোটি	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	২০২৪
স্যাম কুরান	২ কোটি	১৮.৫০ কোটি	পাঞ্জাব কিংস	২০২৩
ক্যামেরন গ্রিন	২ কোটি	১৭.৫০ কোটি	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	২০২৩

ইডেনে নামার জন্য মুখিয়ে গ্রিন

নিলাম টেবিলে 'বাজিগর' টিম শাহরুখই

আবু ধাবি, ১৬ ডিসেম্বর : পকেটে সর্বাধিক ৬৪.৩০ কোটি টাকা।

দশ দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। আর সেই টাকার পুরোদস্তুর সদ্ব্যবহার করলেন অভিষেক নাইয়ার, ভেঙ্কি মাইসোররা। নিখুঁত পরিকল্পনা এবং তার যথাযথ বাস্তবায়নে আবু ধাবিতে অনুষ্ঠিত নিলামে বাজিমাত করে আসল 'বাজিগর' টিম শাহরুখ।

শুরুটা ক্যামেরন গ্রিনকে পাওয়া রেকর্ড ২৫.২০ কোটির দরে। নাছোড় মানসিকতায় পিছনে ফেলে দেন চেন্নাই সুপার কিংস সহ একাধিক দলকে। বাকি সময়ে ধৈর্য ও লক্ষ্যপূরণের তাগিদের সুফল-মাথিশা পাথিরানা (১৮ কোটি), মুস্তাফিজুর রহমান (৯.২০ কোটি), ফিন অ্যালেন (২ কোটি), রাচিন রবীন্দ্র (১ কোটি), আকাশ দীপকে (১ কোচি) ঝোলায় পুরে ফেলা।

গ্রিন থেকে পাথিরানা- প্রতি পদক্ষেপে ফাঁকফোকর পূরণ করে দলকে আরও শক্তিশালী করে নেওয়া। সেরা প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে গ্রিন। আন্দ্রে রাসেলের শূন্যতা পূরণে একজন বিগহিটার অলরাউন্ডার দরকার ছিল। দরকার ছিল টপ অর্ডারে ঝড় তোলার জন্য একজন 'তুরুপের তাস'। গ্রিন প্রাপ্তিতে একঝাঁক লক্ষ্য পূরণ।

খুশিটা ঝরে পড়ল হেডকোচ অভিষেক নায়ারের কথাতে। বলে দিলেন, তাঁদের মূল টার্গেট ছিল গ্রিন। যত দূর যাওয়া সম্ভব ছিল, তাঁরা যেতেন। খুশি শেষপর্যন্ত টার্গেট পূরণ হওয়ায়। রেকর্ড দর পাওয়া গ্রিনও মুখিয়ে নাইট জার্সিতে ইডেন গার্ডেন্সে নামার জন্য। একইসঙ্গে জানিয়ে দিলেন, যে বিশ্বাস, আস্থা দেখিয়েছে শাহরুখ খান ব্রিগেড, তার মর্যাদা রাখার দায়িত্বও তাঁর কাঁধে।

বিগ ব্যাশ লিগে খেলার ব্যস্ততার মাঝেই ভিডিও বার্তায় অস্ট্রেলীয় অলরাউন্ডার নাইট সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'হ্যালো, কেকেআর সমর্থকরা, ক্যামেরন গ্রিন বলছি। এবছর আইপিএলে টিম কলকাতার অংশ হতে পেতে আমি উচ্ছ্বসিত। ইডেন গার্ডেন্সে নামার জন্য, সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আশাবাদী, এই বছরটা দুর্দান্ত কাটবে। শীঘ্রই দেখা হচ্ছে। আমি কেকেআর।'

হর্ষিত রানা, বৈভব অরোরা থাকলেও গতবার ডেথ ওভার বোলিং ভুগিয়েছে। তার ওপর আন্দ্রে রাসেলও অবসর নিয়ে নাইট থিংকট্যাংকের অঙ্গ। দুর্বলতা ঢাকতে জোড়া তুরুপের তাস পাথিরানা (১৮ কোটি) ও মুস্তাফিজুর (৯.২০ কোটি)। দুইজনের জন্য ২৭.২০ কোটি টাকা খরচ করতে হলেও ইরফান পাঠান, আকাশ চোপড়াদের মতে, দুর্দান্ত ক্রয়। আগামী মেগা লিগে যার সুফল পাবে নাইট রাইডার্স।

পাঠানদের মতে, গতবার নাইটদের বোলিংয়ে 'মিসিং লিঙ্ক' ছিল ডেথ ওভার বোলার। পাথিরানা-মুস্তাফিজুররের উপস্থিতি সেই সমস্যা কার্যত দূর।

আইপিএলের মিনি নিলামে দুর্দান্ত 'কেনাকাটা' করল কলকাতা নাইট রাইডার্স। মঙ্গলবার আবু ধাবির এতিহাদ এরিনায়।

একইসঙ্গে অ্যালেন (২ কোটি), রাচিনকে (১ কোটি) সস্তায় পেয়ে যাওয়া প্লাস পয়েন্ট। টপ অর্ডারে অ্যালেনের আগ্রাসী ব্যাটিং এবং উইকেটকিপিংয়ের দ্বৈত ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে।

ব্যাকআপ দেশীয় উইকেটকিপার তরুণ তেজস্বী সিং। রাহুল ত্রিপাঠী (৭৫ লক্ষ), টিম সেইফার্টকে (১.৫ কোটি) নিয়ে ঘর আরও গুছিয়ে নেওয়ার পর ষোলোকলা পূরণ শেষবেলায় বেস প্রাইসে আকাশ দীপকে (১ কোটি) পাওয়া।

চাহারের ব্যাট নিয়ে এখনও খেলেন কার্তিক

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর : ছোটা প্যাকেট, বড়া ধামাকা। কার্তিক শর্মার ক্রিকেট জার্নির পরতে পরতে যার ছোঁয়া। আবু ধাবিতে অনুষ্ঠিত এদিনের নিলামে সেই ধামাকার স্বাক্ষী ক্রিকেট দুনিয়া। ৩০ লক্ষের বেস প্রাইসে প্রথমবার নিলামে নাম নথিভুক্ত করেছিলেন। একঝাঁক দলের দড়ি টানাটানিতে যা পৌঁছে যায় ১৪.২ কোটিতে! ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটার হিসেবে আইপিএল ইতিহাসে যুগ্মভাবে যা সর্বাধিকদর! সবে উনিশে পা। উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে স্বল্প সুযোগেই নজর কেড়েছেন। কলকাতা নাইট রাইডার্সের ট্রায়ালে ১৭ ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন। নিলামে নাইটদের সঙ্গে নাছোড় ছিল লখনউ সুপার জায়েন্টস, সানরাইজার্স হায়দরাবাদও। শেষপর্যন্ত বাজিমাত-চেন্নাই সুপার কিংসে মহেন্দ্র সিং ধোনির ছত্রচ্ছায়ায় খেলার সুযোগ।

বাবা মনোজ কুমার ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্নটা ছেলের মাধ্যমে পূরণ করতে চেয়েছেন। প্লাস্টিক ব্যাট দিয়ে বলকে অনায়াসে উড়িয়ে দিত কার্তিক। কোচ লোকেন্দ্র সিং চাহারকে পাঁচ বছরের পুঁচকে কার্তিক বলেছিল, 'স্যর, ছক্কা মারা ক্রিকেটার হতে চাই।' স্বপ্নপূরণের খুশি নিয়ে নিলামের পর কার্তিক বলেছেন, 'বাড়ির সবাই আনন্দে লাফাচ্ছে। নাচ-গান, উৎসব চলছে। আসলে আমার ব্যাটিং ক্লিপিং সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হলেও উৎসব চলে বাড়িতে। আমি কিন্তু শান্ত থাকার চেষ্টা করেছি। আবেগে ভেসে যায়নি। মাহিভাইয়ের সঙ্গে খেলার সুযোগ। অনেক কিছু শিখতে পারব।'

১৪.২ কোটির চমকে দেওয়া দর পাওয়ার পরও মাটিতে পা কার্তিকের। বলে দিলেন, 'আমার পরের কাজ হবে বাড়ির পাশের দোকানে গিয়ে মিষ্টি কেনা। সর্বক্ষণ আমার পাশে যাঁরা ছিলেন, প্রথমে তাদের বাড়িতে মিষ্টি নিয়ে যাওয়া। তারপর সোজা স্যারের বাড়ি।'

কার্তিকের সঙ্গে দীপক চাহারের যোগসূত্র লোকেন্দ্রর সুবাদেই। এখনও দীপকের ব্যাট নিয়ে খেলেন কার্তিক। বলার কথা, দেশীয় ক্রিকেটার হিসেবে চেন্নাইয়ের থেকে সর্বাধিক দরের নিরিখে দীপককেই (১৪ কোটিতে নিয়েছিল সিএসকে) এদিন পিছনে দেন কার্তিক। দীপকের পরামর্শে উইকেটকিপিং শুরু করা। দ্বৈত ভূমিকায় গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। কার্তিক বলেছেন, 'আমার কোনও আদর্শ ছিল না। দীপক ভাইয়া, রাহুল ভাইয়াকে দেখে বড় হয়েছি। ওরা ভারতের হয়ে খেলেছে। ওদের বাইরে কাউকে দেখার প্রয়োজন পড়েনি। দীপকভাইয়া একদিন বলে কিপিং শুরু কর। তারপর শুরু উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে।'

আইপিএলের প্রায় প্রতিটি দলে ট্রায়াল দিয়েছেন। আগেই তিনি নজরে ছিলেন একাধিক দলের। কার্তিক বলেছেন, 'রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর নিলামের সময় দীনেশ কার্তিকের সঙ্গে দেখা করি। বলেছিল, পরিশ্রম চালিয়ে যা। কখনও থামবি না। আইপিএলে কখনও বড় দর পেলেও দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন ছাড়বি না। আমি কৃতজ্ঞ মূল্যবান যে পরামর্শের জন্য।' কোচ লোকেন্দ্র সিং চাহার বলেছেন, 'কার্তিক কখনও পরিশ্রম করতে ভয় পায় না। কার্তিকের বাবা মনোজ কুমারও ট্রেনিং দিয়েছেন। ১৪ বছর ধরে আমি চেষ্টা করছি। ওর মধ্যে খিদে রয়েছে। যা ওকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে।'

অভিষেকেই জয় কোচ ব্যারেটোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর : প্রথমবার হেড কোচের আসনে হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটো। আর মাঠে তাঁর দলকে জেতালেন আরেক ব্রাজিলিয়।

জয় দিয়ে বেঙ্গল সুপার লিগে যাত্রা শুরু করল ব্যারেটোর হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স এফসি। মঙ্গলবার নিজেদের প্রথম ম্যাচে ৩-১ গোলে তারা হারাল এফসি মেদিনীপুরকে। এদিন হাওড়ার শৈলেন মান্না স্টেডিয়ামে শুরুতে পিছিয়ে পড়ে হাওড়া-হুগলি। ম্যাচের প্রথম মিনিটেই মেদিনীপুরকে এগিয়ে দেন সুদীপকুমার দাস।

প্রথমার্ধে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ব্যারেটোর দলের লাগাতার আক্রমণের সামনে ভেঙে পড়ে বিপক্ষের রক্ষণ। ৫৫ মিনিটে গোল শোধ করেন হাওড়া-হুগলির ব্রিজিলিয় ফুটবলার পাওলো সিজার। ৬৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে দলকে এগিয়ে দেন তিনিই। ম্যাচের একেবারে শেষবেলায় তৃতীয় গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন কৌস্তভ দত্ত।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ১৫ মে-র ম্যাচে সেরার পুরস্কার হাতে মায়াঙ্ক রাওয়াত (ডানদিকে)।

শিলিগুড়িতে খেলে যাওয়া মায়াঙ্ক রোহিতদের পাশে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ ডিসেম্বর : স্বস্তিকা যুবক সংঘের হয়ে চলতি বছরেই শিলিগুড়ি চ্যালেঞ্জার্স ট্রফিতে খেলতে এসেছিলেন মায়াঙ্ক রাওয়াত। শুধু খেলাই নয়, কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ১৫ মে-র ম্যাচে সিকিম ইরাইজ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের বিরুদ্ধে ডিএফইউসি ইন্ডিয়ান্সের হয়ে নেমে মায়াঙ্ক ৩৮ বলে ৭২ রান করে অপরাজিত থাকেন। ইনিংসটি খেলার পথে তিনি হাফ ডজন ছক্কা ও পাঁচটি বাউন্ডারি মারেন। যার সুবাদে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছিলেন মায়াঙ্ক। মঙ্গলবার আবু ধাবিতে নিলামে তাঁকে ৩০ লক্ষ টাকায় কিনেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ২০২৬ আইপিএলে রোহিত শর্মা-হার্দিক পান্ডিয়াদের পাশে খেলতে চলা মায়াঙ্ককে স্বস্তিকার তরফে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

অনির্বাণের ৬ উইকেট

বালুরঘাট, ১৬ ডিসেম্বর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৮ দুইদিনের ক্রিকেটে মঙ্গলবার নদিয়া ২৮ রানে বাঁকুড়াকে হারিয়েছে। মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনে বালুরঘাট স্টেডিয়ামে বাঁকুড়া ৬৫.১ ওভারে ১৯৩ রানে অল আউট হয়। রাজ চৌধুরী ৭৩ রান করে। ম্যাচের সেরা অনির্বাণ শর্মা ৫৯ রানে ফেলে দেয় ৬ উইকেট। সোমবার নদিয়া টার্গেট দিয়েছিল ২২২ রান। দীপক ঘোষ ৯৪ রান করে। সৌরভ চট্টোপাধ্যায় ৩৯ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট।

ম্যাচের সেরা হয়ে অনির্বাণ শর্মা। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

কোথায় কে

কলকাতা নাইট রাইডার্স

ক্যামেরন গ্রিন (২৫.২০ কোটি), মাথিশা পাথিরানা (১৮ কোটি), ফিন অ্যালেন (২ কোটি), রাচিন রীবন্দ্র (২ কোটি), আকাশ দীপ (১ কোটি), তেজস্বী দাহিয়া (৩ কোটি), কার্তিক ত্যাগী (৩০ লক্ষ), প্রশান্ত সোলাঙ্কি (৩০ লক্ষ), রাহুল ত্রিপাঠী (৭৫ লক্ষ), টিম সেইফার্ট (১.৫০ কোটি), মুস্তাফিজুর রহমান (৯.২০ কোটি), সার্থক রঞ্জন (৩০ লক্ষ), দক্ষ কামরা (৩০ লক্ষ)।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

কুইন্টন ডি কক (১ কোটি), দানিশ মালেওয়ার (৩০ লক্ষ), মায়াঙ্ক রাওয়াত (৩০ লক্ষ), মহম্মদ ইজাহার (৩০ লক্ষ), অথর্ব আঙ্কোলেকার (৩০ লক্ষ)।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

জ্যাকব ডাফি (২ কোটি), ভেঙ্কটেশ আইয়ার (৭ কোটি), কণিষ্ক চৌহান (৩০ লক্ষ), বিহান মালহোত্রা (৩০ লক্ষ), জর্ডন কক্স (৭৫ লক্ষ), সাত্ত্বিক দেশওয়াল (৩০ লক্ষ), মঙ্গেশ যাদব (৫.২ কোটি)।

চেন্নাই সুপার কিংস

আকিল হোসেন (২ কোটি), ম্যাট হেনরি (২ কোটি), রাহুল চাহার (৫.২০ কোটি), সরফরাজ খান (৭৫ লক্ষ), প্রশান্ত বীর (১৪.২০ কোটি), ম্যাথু শর্ট (১.৫০ কোটি), আমন খান (৪০ লক্ষ)।

পাঞ্জাব কিংস

বেন ডোয়ারসুইস (৪.৪০ কোটি), কুপার কনোলি (৩ কোটি), প্রবীণ দুবে (৩০ লক্ষ), মুশির খান (৩০ লক্ষ)।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ

লিয়াম লিভিংস্টোন (১৩ কোটি), শিবম মাভি (৭৫ লক্ষ), শিবাঙ্গ কুমার (৩০ লক্ষ), সলিল অরোরা (১.৫ কোটি), সাকিব হুসেইন (৩০ লক্ষ), ওঙ্কার তারমালে (৩০ লক্ষ), অমিত কুমার (৩০ লক্ষ), প্রফুল্ল হিঞ্জ (৩০ লক্ষ), ক্রেইনস ফুলেতরা (৩০ লক্ষ), জ্যাক এডওয়ার্ডস (৩ কোটি)।

লখনউ সুপার জায়েন্টস

ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা (২ কোটি), মুকুল চৌধুরী (২.৬০ কোটি), নমন তিওয়ারি (১ কোটি), জোশ ইনগ্লিস (৮.৬০ কোটি), অক্ষত রঘুবংশী (২.২০ কোটি)।

দিল্লি ক্যাপিটালস

ডেভিড মিলার (২ কোটি), বেন ডাকেট (২ কোটি), আকিব নবি (৮.৪০ কোটি), পৃথ্বী শ (৭৫ লক্ষ), পাথুম নিসাঙ্কা (৪ কোটি), লুঙ্গি এনগিডি (২ কোটি), সাহিল পারেখ (৩০ লক্ষ)।

রাজস্থান রয়্যালস

রবি বিষ্ণোই (৭.২০ কোটি), সুশান্ত মিশ্র (৯০ লক্ষ), যশরাজ পুঞ্জ (৩০ লক্ষ), বিগনেশ পুথুর (৩০ লক্ষ), রবি সিং (৯৫ লক্ষ), আমন রাও (৩০ লক্ষ), ব্রিজেশ শর্মা (৩০ লক্ষ)।

গুজরাট টাইটান্স

অশোক শর্মা (৯০ লক্ষ), জেসন হোল্ডার (৭ কোটি)।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন আলিপুরদুয়ার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, আলিপুরদুয়ার - এর একজন বাসিন্দা সুমন রায় - কে 16.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 35L 65004 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি কোটিপতি বানিয়ে অনেকের জীবন বদলে দিয়েছে, এখন আমিও নিজেকে তাদের মতই সত্যিকারের ভাগ্যবান মনে করছি। এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতায়ে আমাকে এক নতুন আত্মবিশ্বাস দিয়েছে আমার পরিবারকে সমর্থন করবার জন্য। এই সুবর্ণ সুযোগ দেওয়ার জন্য তাদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞাপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জিতল ২০০৯

কোচবিহার, ১৬ ডিসেম্বর : জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে মঙ্গলবার ২০০৯ ব্যাচ ১৬ রানে ২০০১ ব্যাচকে হারিয়েছে। প্রথমে ২০০৯ ব্যাচ ১০ ওভারে ৩ উইকেটে ১০৯ রান তোলে। জবাবে ২০০১ ব্যাচ ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ৯৩ রানে আটকে যায়। দেবজ্যোতি সরকার ২৭ রান করেন। ম্যাচের সেরা ভাস্কর দাস ১৯ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট।

ম্যাচের সেরা ভাস্কর দাস। ছবি : দেবদর্শন চন্দ

ম্যাচের সেরা মৈনাক দেবনাথ (বাঁয়ে) ও রূপম সরকার। -শিবশংকর সূত্রধর

৪ উইকেট রূপম, মৈনাকের

কোচবিহার, ১৬ ডিসেম্বর : ওয়ারিয়র্স এগেইনস্ট ড্রাগ অ্যাডিকশনের ১২ দলীয় রয়্যালস কাপ ক্রিকেটে মঙ্গলবার তুফানগঞ্জ এসসি কোচিং ১৫ রানে গোলকগঞ্জ ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। রামভোলা হাইস্কুলের মাঠে টসে জিতে তুফানগঞ্জ ১৯ ওভারে ৬ উইকেটে ১৯৮ রান তোলে। রূপম সরকার ৬৫ রান করেন। আকাশ বিশ্বাস ২৬ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে গোলকগঞ্জ ৮ উইকেটে ১৮৩ রানে আটকে যায়। বিবেক হালদার ৮০ রান করেন। ম্যাচের সেরা রূপম ১৯ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট।

পরের ম্যাচে ফালাকাটা টাউন ক্লাব ৮ উইকেটে ওয়ারিয়র্স অফ কোচবিহারের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে ওয়ারিয়র্স ১৯.৫ ওভারে ১০৩ রানে গুটিয়ে যায়। রাহুল রায় ৩৯ রান করেন। ম্যাচের সেরা মৈনাক দেবনাথ ২৯ রানে ফেলে দেন ৪ উইকেট। জবাবে ফালাকাটা ১৪.১ ওভারে ২ উইকেটে ১০৭ রান তুলে নেয়। প্রীতম রায় ৪৮ রানে অপরাজিত থাকেন।

অস্মিতা লিগ কাল

রায়গঞ্জ, ১৬ ডিসেম্বর : অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার পরিচালনায় এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় অস্মিতা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাথলেটিক্স লিগ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হবে। সংস্থার সচিব সুদীপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, সকাল সাড়ে দশটায় রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে অনূর্ধ্ব-১৪ ও ১৬ বছরের প্রায় ৬০ জন মেয়ে দৌড়, হাই জাম্প, লং জাম্প, ট্রায়াথলন সহ একাধিক অংশ নেবে। ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে।

বিরসা ক্রিকেট শুরু

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৬ ডিসেম্বর : আদিবাসী ক্লাবের পরিচালনায় আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর বিরসা ক্রিকেট মঙ্গলবার শুরু হল। গড়গড়ি মাঠে তিনদিনের প্রতিযোগিতায় ১৬টি অংশ নেবে।